তওবা

যখন আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ্ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। শয়তান বললঃ তোমার ইজ্জতের কসম; যে পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ হলঃ আমিও আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি, যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে সেই পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না।

التوبة

মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী মোহাজেরে মাদানী

ফাজায়েলে তওবা
ও
গোনাহের তালিকা

মূলঃ হযরত মওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী
মোহাজেরে মাদানী

অনুবাদঃ মোহাম্মদ খালেদ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের নিবেদন

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوعن السيئات ـ

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং তিনি গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم التاب الله عليكم ـ

অর্থঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ্ কর, উহার পর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বান্দা যখন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। বস্তুতঃ মানুষ মাত্রই অপরাধী, পাপ-পূণ্যের সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ শুধু নেক আমল করিবে অথবা গোনাহের সমূদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিবে- ইহা সঙ্গত নহে। শুধু নেক আমল ও কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য। আর শুধু গোনাহ্-খাতা ও অকল্যাণে নিমজ্জিত থাকা শয়তানের স্বভাব। পক্ষান্তরে অনাচার ও পাপকর্মে জড়াইয়া পড়ার পর পুনরায় তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসা- ইহা আদম সন্তানের ধর্ম। যেই ব্যক্তি কল্যাণের পথে ফিরিয়া আসিয়া যাবতীয় অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া লয় সে-ই প্রকৃত মানুষ। এই ক্ষেত্রে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাক ঘোষণা করিয়াছেঃ তিনি স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই তওবার সুযোগ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করিয়া হাদীসে পাকে ঘোষণা করা হইয়াছেঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত গোনাহ্ কর, উহার পর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

মানুষের দ্বারা পাপ হওয়া স্বাভাবিক। গোনাহের পর যদি খালেছ নিয়তে তওবা করা হয় তবে সে এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। আর গোনাহের পর তওবা না করিয়া কবরে গেলে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। বলাবাহুল্য দোযখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুতাপের

অনলে দগ্ধ হওয়া মানুষের পক্ষে অনেক সহজ। সুতরাং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া গোনাহ্ করার পর মানুষের করণীয় হইল, দ্রুত তওবার দারস্থ হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তওবার মত এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের ধারণা একেবারেই সীমিত। অবশ্য এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের মত প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব সমস্যার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এই যাবৎ তওবার উপর পৃথক কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থটি পাক-ভারত উপমহাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ভারতের হযরত মওলানা আশেক এলাহী সাহেব কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" এবং "গোনাহ্‌েঁকী ফিহ্‌রিস্ত" গ্রন্থদ্বয়ের সরল বঙ্গানুবাদ। ইহাতে তিনি তওবার গুরুত্ব, আবশ্যকতা, তওবার হাকীকত, ফজিলত, তওবার শর্ত, সময়কাল, তওবার পদ্ধতি, কালামে পাকে তওবার নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে তওবা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অত্রগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য হইল, উপস্থাপিত বিষয়সমূহ কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের উপস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখিয়া অনুবাদের নিজস্ব ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট লেখক বন্ধুবর মওলানা যুবায়ের সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া একবার দেখিয়া দিয়া বেশ কিছু খুঁত দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে উহার উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার বিদ্যার স্বল্পতা ও অযোগ্যতার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সুধী জনের এছলাহী পরামর্শ পাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের উছিলা করিয়া দিন। আমীন।

বিনীত-

মোহাম্মদ খালেদ

কুমিল্লা পাড়া, আশ্রাফাবাদ,

কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা,

১৬ই জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং

বিষয়	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কবুল ও মাগফেরাতের ওয়াদা	১৫
তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম	২২
তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন	২৩
আত্মশুদ্ধি তওবার শর্ত	২৩
আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা কবুল হয় না	২৮
তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার	৩১
আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৫
তওবার গুরুত্ব, ফজিলত এবং আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়া	৩৭
পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকিবে	৪০
গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে	৪১
আল্লাহ্র ক্ষমাগুণ	৪৪
তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায়	৪৫
মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করিয়া নেয়	৪৬
গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের তওবা প্রকাশ্যে করিতে হইবে	৪৮
নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা	৫০
গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই	৫২
পাপের অনুশোচনায় মুক্তি	৫৪
গোনাহ স্বীকার করাই তওবার সূচনা	৫৮
ছোট ছোট গোনাহ্ হইতে বাচিয়া থাকার তাকীদ	৬০
কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা	৬৫
গোনাহ্ প্রকাশ করাও গোনাহ্	৬৯
তাহাজ্জুদের সময় তওবা করা	৭০
তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা	৭৩
হকুল্লাহ্ ও হকুল এবাদ আদায় করা	৭৮
আল্লাহ্র হক আদায়ের বিবরণ	৭৮
কাজা নামাজ	৭৯
যাকাত আদায়	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাজা রোজা	৮১
হজ্ব আদায় করা	৮২
বান্দার হক আদায়ের বিবরণ	৮৩
মালের হক	৮৩
মান–সম্ভ্রমের হক	৮৪
একটি প্রশ্নের জবাব	৮৬
হকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য	৮৯
একটি ভুল ধারণার অবসান	৯৮
মুরীদের কর্তব্য	১০১
তৃতীয় অধ্যায়	১০৩
পূর্বকথা	১০৫
এস্তেগফার করা	১০৫
আমলনামায় এস্তেগফার	১০৬
আমলনামার শুরু ও শেষ এস্তেগফার	১০৭
এস্তেগফারের সুফল	১০৮
আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব	১০৯
আত্মশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার	১১০
আমলের পরিশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার	১১৩
অজুর পরে এস্তেগফার করা	১১৭
এস্তেঞ্জার পরে এস্তেগফার	১১৮
সকল মজলিসে এস্তেগফার করা	১১৯
মজলিসের আলোচনার কাফ্ফারার জন্য এস্তেগফার	১২০
যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এস্তেগফার করা	১২১
মৃত মাতা–পিতার জন্য এস্তেগফার করা	১২৫
মৃত মুসলমানের জন্য এস্তেগফার করা	১২৬
মৃত মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত	১২৭
এস্তেগফার আজাবকে বাধা দেয়	১২৮
সকল বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির জন্য এস্তেগফার করা	১৩০
চতুর্থ অধ্যায়	১৩২
কালামে পাকে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়াসমূহ	১৩৩
হাদীস শরীফে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়া	১৩৮
পরিশিষ্ট	১৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোনাহের তালিকা	১৫১
সাতটি মারাত্মক গোনাহ	১৫৬
মোনাফেকের চারিটি স্বভাব	১৫৭
নামাজে অবহেলা করা	১৫৮
স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা	১৫৯
মোনাফেকের নামাজ	১৫৯
নামাজে চুরি	১৬০
জামাত তরক করা	১৬০
জুমুআর নামাজ তরক করা	১৬১
লোক দেখানো এবাদত	১৬২
গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদত	১৬৪
দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা	১৬৫
প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা	১৬৫
যাকাত আদায় না করা	১৬৭
হজ্ব আদায় না করা	১৬৮
রমজানের রোজা ত্যাগ করা	১৬৮
কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া	১৬৯
বেদ্আত জারী করা	১৭০
দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা	১৭১
এলেম গোপন করা	১৭১
যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা	১৭২
আল্লাহ্ওয়ালাদের সঙ্গে দুশমনী করা	১৭২
হারাম মাল খাওয়া	১৭৩
উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া	১৭৩
সুদ খাওয়া	১৭৪
সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া	১৭৪
জমি দখল করা	১৭৫
বিনা দাওয়াতে আহার করা	১৭৬
মদ, মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা	১৭৭
মাপে কম দেওয়া	১৭৮
ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা	১৭৮
ট্যাক্স উশুল করা	১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা	১৭৯
অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা	১৮০
মজুদদারী	১৮০
মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য	১৮১
আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া	১৮২
গোনাহের কাজে নজর মানা	১৮২
আত্মহত্যা করা	১৮৩
কোন মুসলমানকে হত্যা করা	
খেয়ানত করা	১৮৫
ওয়াদা খেলাফী করা	১৮৬
প্রতারণা করা	১৮৬
প্রজাদের অধিকার খর্ব করা	১৮৭
ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক	১৮৭
বিচারে জুলুম করা	১৮৮
ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে সাহায্য করা	১৮৮
জুলুম ও কৃপণতা	১৮৯
বান্দার হক নষ্ট করা	১৯০
ঋণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা	১৯২
মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ	১৯৪
সম্পর্কচ্ছেদ	১৯৪
হিংসা করা	১৯৬
কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা	১৯৭
মানহানি করা	১৯৭
অপবাদ দেওয়া	১৯৮
জুয়া খেলা ও খোঁটা দেওয়া	১৯৮
প্রসঙ্গঃ মদ	১৯৯
দশ ব্যক্তি উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ	১৯৯
মাদক দ্রব্য হারাম	
মাদক সেবনের শাস্তি	২০০
বাজনাবাজানো	২০১
ঢোলবাজানো	২০২
দাইয়ুস হওয়া	২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাহাকেও কাফের বলা	২০৩
গালি দেওয়া	২০৪
মিথ্যা বলা	২০৪
চোগলখোরী	২০৪
দুমুখো স্বভাব	২০৫
বিদ্রূপ করা	২০৫
অভিশাপ দেওয়া	২০৬
মন্দভাবে কাহারো বিবরণ প্রদান করা	২০৬
মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া	২০৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা	২০৮
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	২০৮
গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়া	২০৯
মিথ্যা শপথ করিয়া মাল বিক্রয় করা	২০৯
ত্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা	২১০
গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা	২১০
স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করা	২১২
বংশ পরিবর্তন করা	২১২
অহংকারের পরিণতি	২১৩
ব্যভিচার	২১৪
ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি	২১৪
বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করা	২১৫
বিকৃত যৌন সঙ্গম ও সমমৈথুন	২১৬
খুশবু লাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়া ব্যভিচার	২১৮
কু–দৃষ্টি	২১৯
বিজাতীয় অনুকরণ	২২০
গোঁফ বড় করা	২২০
কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উল্কি অঙ্কন করা	২২১
নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরিবর্তন করা	২২৩
সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা	২২৩
মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা	২২৩
উলঙ্গ নারী	২২৪
পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা	২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা	২২৫
ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা	২২৬
ছবি তৈরী করা	২২৬
জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা	২২৭
সম্পর্ক ছিন্ন করা	২২৮
জোরপূর্বক ইমামতী করা	২৩০
মাতম করা	১৩১
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা	২৩৩
স্বামীর অবাধ্যতা	২৩৪
বেপর্দা হওয়া	২৩৪
শশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বেপর্দার পরিণতি	২৩৫
গায়রে মাহ্‌রামের সঙ্গে অবস্থান করা	২৩৬
কাহারো ছতর দেখা বা নিজের ছতর দেখানো	২৩৬
আহারের যোগান না দেওয়া	২৩৬
প্রস্রাব হইতে সতর্ক না হওয়া	২৩৭
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা	২৩৭
হযরত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা	২৩৯
অবৈধ অসিয়ত করা	২৩৯
শেষনিবেদন	২৪১
পরিশিষ্ট	২৪৪
তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা	২৪৪
এক মদ্যপের তওবা	২৪৫
এক মূর্তি পূজকের ঘটনা	২৪৭
দুনিয়া আল্লাহ্‌র অলীদের সেবা করে	২৪৯
এক বাদশাহ্ ও বাদী	২৫০
দুই বাদশা'র ঘটনা	২৫২
কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ	২৫৪
এক বিলাসী সরদারের তওবা	২৫৫
রোগীর সেবায় এক বুজুর্গ	২৫৮
হযরত মালেক বিন দিনারের তওবা	২৬০
একটি অলৌকিক ঘটনা	২৬৩
পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা	২৬৫
তওবার আগে ও পরে	২৭১

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কোরআনে যেই সকল আয়াতে তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম করা হইয়াছে এবং সেই সকল আয়াতে (শর্ত অনুযায়ী তওবা করিলে) উহা কবুল হওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে এই অধ্যায়ে সেইসকল আয়াত সমূহ তরজমা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে তওবার আনুসঙ্গিক আয়োজন এবং উহার উপকারিতা এবং ফায়দার বিবরণও দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কবুল ও মাগফেরাতের ওয়াদা

আয়াত—১

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ
يَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং তিনি গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, আর তোমরা যাহা কিছু কর, তিনি তাহা অবগত আছেন। আর তিনি সেই সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করিয়া থাকেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক কাজ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে আরো অধিক প্রদান করিয়া থাকেন; আর যাহারা কুফর করিতেছে তাহাদের জন্য কঠিন আজাব রহিয়াছে।

—ছুরা শূরা, রুকু—৩

আয়াত—২

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
لَا تُنْصَرُوْنَ ـ

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন, (আল্লাহ্ বলেন,) হে আমার বন্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (অতীতের) সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর তোমরা স্বীয় রবের দিকে ফিরিয়া আস এবং তাহার আদেশ পালন কর ইহার পূর্বে যে, তোমাদের উপর আজাব আসিয়া পড়ে, অতঃপর (তোমরা কাহারো নিকট হইতে) কোন সাহায্য না পাও। —ছুরা যুমার, রুকুঃ ৬

উপরে বর্ণিত আয়াতটি মোমেনদের জন্য বড়ই উৎসাহের বিষয়। ইহাতে ঈমানদার বান্দাগণকে হুকুম করা হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহমতের সামনে বান্দার লক্ষ কোটি গোনাহ্ও কিছুই নহে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۵

অর্থঃ আর আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে কেবল সেই সকল লোকেরাই নিরাশ হয় যাহারা কাফের। –ছুরা ইউসুফ, রুকুঃ ১০

আরো এরশাদ হইয়াছে–

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۵

অর্থঃ ইব্রাহীম বলিলেন, নিজ পরওয়ারদিগারের রহমত হইতে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত?

আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি আরহামুর রাহিমীন। কাফের ও মোশরেক ব্যতীত সকলকেই তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। আমাদের দ্বারা যত বড় গোনাহ্ই হউক না কেন তাঁহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ না হইয়া বরাবর তওবা করিতে হইবে। বার বার তওবা ভঙ্গ হইবার পরও নিয়মিত তওবা করিতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ্ একদিন নিশ্চয়ই খাঁটি তওবা নসীব হইবে।

ছগীরা গোনাহ্ সমূহের মাগফেরাত ও কাফ্ফারা নেক আমল দ্বারাও হইতে থাকে। কিন্তু কবীরা গোনাহ্ হইতে ক্ষমা পাইতে হইলে অবশ্যই তওবা করিতে হইবে। যদি তওবা করা না হয়, তবে ঈমানের সাথে মৃত্যু হইলেও কোন প্রকার আজাব ও শাস্তি ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এমন বলা যাইবে না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন, অথবা দোজখে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি দানের পর পাক–ছাফ করিয়াও বেহেস্ত দান করিতে

পারেন। সুতরাং পরকালের কঠিন আজাবের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা যখন আছে, সেহেতু আল্লাহ্ পাকের রহমত হইতে নিরাশ না হইয়া তাঁহার নিকট মাগফেরাতের আশায় হামেশা খাঁটি তওবা ও এস্তেগফার করিতে হইবে। যেন পাক–ছাফ অবস্থায় মৃত্যু নসীব হয়।

অনেককেই অজ্ঞতা বশতঃ বলিতে শোনা যায় যে, "আমরা দোজখের আজাব ভোগ করিয়া লইব।" –এই মন্তব্য যাহারা করে, দোজখের আজাব সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা নাই। দুনিয়ার আগুনকে আমরা এক মিনিটও হাতে রাখিতে পারি না; হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দোজখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সত্তর গুণ বেশী গরম হইবে। এখন ভাবিয়া দেখুন; দোজখের সেই কঠিন আগুনকে আমরা কিভাবে সহ্য করিব? কোন্ বিবেচনায় আমরা দোজখের সেই ভয়াবহ আজাবকে সহ্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি?

পাপের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে যেই সামান্য শান্তি পাওয়া যায় উহার মোকাবেলায় পরকালের ভয়াবহ আজাবের কথা স্মরণ করিয়া মনকে পাপ হইতে কি ফিরাইয়া রাখা যায় না? পরকালের কঠিন আজাব হইতে নাজাত পাইতে হইলে সর্বদা তওবা ও এস্তেগফারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদ পাইয়া মনে মনে যেন আবার এইরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে তওবা করিয়া লইলে সকল ঝামেলা চুকিয়া যাইবে। এইরূপ ধারণা করা বড়ই বোকামি। ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না, কখন কি অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে কাহারো কোন ধারণা নাই। তওবার পূর্বেও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইতে পারে। আর অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা সকল সময় অন্যায়–অপরাধ ও গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে যত্নবান হইয়াছে এবং যখনই কোন গোনাহ্–খাতা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্য তওবা করিয়া লইয়াছে, তাহাদের জীবনেই ছহী তওবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদকে সামনে রাখিয়া মনে করিয়াছে; আল্লাহ্ পাক গাফুরুররাহীম, তিনি বান্দার সকল গোনাহ্ খাতা ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দিনের পর দিন নিজেকে গোনাহ্ ও পাপের কাজে নিয়োজিত রাখিয়াছে

তাহাদের ভাগ্যে কখনো তওবার সুযোগ হয় নাই।

আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদার ও নেক বান্দাদের পক্ষে ইহা কখনো শোভা পায় না যে, মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনিবার পর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে। বরং আল্লাহ্ পাক যে ক্ষমা করিয়া দিবেন এই সুসংবাদ শুনিবার পর গোনাহ্ খাতার ব্যাপারে আরো বেশী সর্তক হইয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বড় সুসংবাদ আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনেই তাহার সকল কিছু (ছোট খাট ত্রুটি) ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন। তথাপি রাতের দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এবাদতের মধ্যে এত পরিশ্রম করেন, অথচ আল্লাহ্ পাক আপনার আগে-পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিন এরশাদ করিলেন-

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

আমি কি আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? -বোখারী, মুসলিম

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমার উপর এত অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, আমার সকল কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং উহার কৃতজ্ঞতার দাবী হইল, আমি যেন আরো বেশী ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে অগ্রসর হইতে থাকি।

ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের অনেকের ব্যাপারেই পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতেই বেহেস্তী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। আশারায়ে মোবাশ্শারা বা দশজন ছাহাবী জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি প্রায় সকলেরই জানা আছে। তা ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহবাগণকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ শুনাইলেন যে-

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

-তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।
-মেশকাত, পৃঃ ৫৭৭

উল্লেখিত ছাহাবাগণ ব্যতীত আরো কতক ছাহাবার ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাহাবাগণ এই ঘোষণা পাইয়া শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম ত্যাগ করিয়া গোনাহ্-খাতায় লিপ্ত হইয়া যান নাই। বরং এই ঘোষণা পাইবার পরও বরাবর তাহারা যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ হইতে পরহেজ করিয়া নেক আমলে নিমগ্ন ছিলেন। আর কখনো কোন মামুলী ধরনের গোনাহ্ হইয়া গেলে আল্লাহ্ পাকের ভয়ে পেরেশান হইয়া যাইতেন। ছাহাবায়ে কেরামগণের এই আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

মোট কথা, আশা এবং ভয়ের মধ্যেই ঈমান নিহিত। অন্তরে আল্লাহ্ পাকের রহমতের প্রবল আশা পোষণ করিবে এবং তাহার কঠিন আজাবকেও ভয় করিবে। আল্লাহ্ পাক হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অর্থঃ ইহারা সকলে ধাবমান থাকিতেন নেক কাজের প্রতি এবং আশা ও ভয় সহকারে আমার এবাদত করিতেন। -ছুরা আম্বিয়া, রুকুঃ ৬

অন্যত্র মোমেনদের ছিফাত বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে-

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থঃ তাহাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে, এই প্রকারে (পৃথক থাকে) যে, তাহারা আশায় এবং ভয়ে স্বীয় রবকে ডাকিতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। -ছুরা সেজদা, রুকুঃ ২

ওলামায়ে কেরামগণ বলিয়াছেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে সকল সময় ভয় রাখা উচিৎ।

আয়াত—৩

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অতঃপরও কি তাহারা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে তওবা করে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —ছুরা মায়েদা, রুকুঃ ১০

আয়াত—৪

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ তাহারা কি ইহা অবগত নহে যে, আল্লাহ্ই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই ছদকা—খয়রাত কবুল করেন, আর ইহাও যে, আল্লাহ্ তা'য়ালাই হইতেছেন তওবা কবুল করিতে এবং অনুগ্রহ করিতে পূর্ণ সমর্থবান। —ছুরা তওবা, রুকুঃ ১৩

আয়াত—৫

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ আত্মার ক্ষতিসাধন করে, অতঃপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, সে আল্লাহ্‌কে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাইবে। —ছুরা নেছা, রুকুঃ ১৬

আয়াত—৬

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

অর্থঃ আর আমি তাহাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল— যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।।

—ছুরা তাহা, রুকুঃ ৪

আয়াত—৭

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۝

অর্থঃ যে সমস্ত কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়া থাকে তম্মধ্যে যেইগুলি বড় বড় কাজ (গোনাহ্), যদি তোমরা সেইগুলি হইতে পরহেজ কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গোনাহগুলি তোমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করিব।

—ছুরা নেছা, রুকুঃ ৫

তাফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআনে কবীরা গোনাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে তাফ্‌সীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত অভিমতকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। ঐ বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ঐ সকল অপরাধকেই কবীরা গোনাহ্ বলা হয় যেই সকল অপরাধের উপর শরীয়তের শাস্তি, শাস্তির ভয় অথবা অভিশাপ করা হইয়াছে। দ্বীনের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনকেও কবীরা গোনাহ্ হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, হাদীসে পাকে কবীরা গোনাহের যেই বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই চূড়ান্ত নহে।

ছগীরা গোনাহ্ বা ছোট ছোট গোনাহের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হয়—

একঃ ছগীরা গোনাহ্ করিবার পর যদি কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং শরীয়তের জরুরী হুকুম—আহ্‌কামের পাবন্দী করে তবে সেই ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে। সাত নং আয়াতে এই বিষয়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুইঃ ছগীরা গোনাহ্ করিবার পর, শরীয়তের জরুরী আহ্‌কাম মানিয়া চলে বটে কিন্তু কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

তিনঃ তৃতীয় অবস্থা হইল, শরীয়তের জরুরী আহ্‌কাম মানিয়া চলে না তবে কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে। শেষ দুইটি অবস্থায় ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করার ওয়াদা করা হয় নাই। তবে ইহা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা

করিলে কবীরা গোনাহ্ও ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আর শেষ দুইটি অবস্থার সহিত যেহেতু কবীরা গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হয় নাই, সেহেতু ঐ ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহেরও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাই আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত। অর্থাৎ ছগীরা গোনাহের উপরও শাস্তি হইতে পারে এবং আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে কবীরা গোনাহের উপরও রহম করিতে পারেন।

তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম

আয়াত—৮

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ আর যে নেক আমল তোমরা নিজেদের জন্য (আখেরাতের পুঁজি স্বরূপ) পূর্বে প্রেরণ করিবে, আল্লাহর্ সমীপে পৌঁছিয়া তোমরা উহার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসাবে শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্ত হইবে; আর আল্লাহ্র নিকট গোনাহ্ মোচনের প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা বড় ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু। – ছুরা মোজ্জাম্মেল, রুকুঃ ২

আয়াত—৯

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

অর্থঃ আর তোমরা নিজেদের রবের নিকট নিজেদের গোনাহ্ মাফ্ করাইয়া লও, অতঃপর তাঁহার দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়। –ছুরা হুদ, রুকুঃ ৮

আয়াত—১০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে খাঁটি তওবা কর; আশা রহিয়াছে যে, তোমাদের রব (তওবার ফলে) তোমাদের গোনাহ্সমূহ মাফ্ করিয়া দিবেন, আর তোমাদিগকে (বেহেস্তের) এমন উদ্যান সমূহে দাখিল করিবেন, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, (ইহা সেই দিন হইবে) যেই দিন আল্লাহ্ নবীকে এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে– অপমানিত করিবেন না। –ছুরা তাহরীম, রুকুঃ ২

তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন

আয়াত—১১

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

অর্থঃ অবশ্য যেই ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক কাজ করিতে থাকে, আশা করা যায় যে, এইরূপ ব্যক্তি সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। –ছুরা কাসাস, রুকুঃ ৭

আয়াত—১২

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ আর হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করিতে পার। –ছুরা নূর, রুকুঃ ৪

আত্মশুদ্ধি তওবার শর্ত

আয়াত—১৩

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ কোন মন্দ কাজ করিয়া বসে অতঃপর সে উহার পর তওবা করিয়া লয় এবং নিজেদের সংশোধন করিয়া লয় তবে আল্লাহ্র শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম

করুণাময়। –ছুরা আনআম, রুকুঃ ৬

আয়াত–১৪

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ অনন্তর আপনার প্রতিপালক এইরূপ লোকদের জন্য, যাহারা মুর্খতা বশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে, এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ইহার পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –ছুরা নহ্ল, রুকুঃ ১৫

আয়াত–১৫

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ অনন্তর যে ব্যক্তি এই সীমা লংঘন (অর্থাৎ চুরি) করার পর তওবা করিয়া লয় এবং আমলকে সংশোধন করিয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার প্রতি (অনুগ্রহের) দৃষ্টি করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। –ছুরা মাইদা, রুকুঃ৬

আয়াত–১৬

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ নিশ্চয় যাহারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলিকে যাহা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐ গুলিকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করিয়া দিবার পর; ইহাদিগকে লা'নত করেন আল্লাহ্ও, আর লা'নতকারীগণও তাহাদিগকে লা'নত করেন। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং

সংশোধন করিয়া নেয়, আর ব্যক্ত করিয়া দেয়, তবে ইহাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি। আর আমি তো তওবা কবুল করা এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।

–ছুরা বাকারা, রুকুঃ ১৯

১৩, ১৪, ও ১৫ নং আয়াতে তওবার সঙ্গে নফ্সের এছলাহ বা আত্মশুদ্ধির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ১৬ নং আয়াতে صلحوا। শব্দের সঙ্গে بينوا শব্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ তওবা কবুলের জন্য শর্ত হইল ভবিষ্যতে আর গোনাহ্ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। যখন মনে মনে দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে তখন তওবার পর ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। উহার পরও যদি অপরাধ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। সেই সঙ্গে তওবার পূর্বে যেই সকল হকুল্লাহ ও হকুল এবাদ (অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বান্দার হক) নষ্ট করা হইয়াছে, উহার মধ্যে যেইগুলির ক্ষতিপূরণ সম্ভব সেইগুলির ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কাহারো হক নষ্ট না হয় এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। নামাজ–রোজার কাজা আদায় করা, হজ্ব ও জাকাত ফরজ থাকিলে উহা আদায় করা এবং জুলুম, খেয়ানত, ঘুষ ও চুরির মাধ্যমে যেই সম্পদ সংগ্রহ করা হইয়াছে উহা ফেরৎ দেওয়া এবং কাহারো নামে গীবত–শেকায়েত ও মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকিলে তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া–ইহাই ক্ষতিপূরণ।

অনেকেই মুখে মুখে তওবা করিতে থাকেন, কিন্তু নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন ও সংশোধনের বিষয়ে কোন ফিকির করেন না। তওবা করিবার পরও আগের মতই পাপ কার্যে লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ ঐ মৌখিক তওবার কোন আছর তাহাদের আমল–আখলাকে প্রকাশ পায় না। শত–সহস্র রোজা–নামাজ কাজা করিয়া রাখিয়াছে, মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে। গীবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ মুখে লাগিয়াই আছে, অথচ তাহার মুখে তওবা! তওবা!! জপের কোন বিরাম নাই; এই ধরনের তওবা একেবারেই অর্থহীন। খাঁটি তওবার দাবী হইল, নিজের স্বভাব–চরিত্রের উন্নতি করা এবং আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক সমূহের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় যে, তাহারা পার্থিব স্বার্থে সত্যকে গোপন করিয়া থাকেন এবং অপর কেহ হক ও সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিলে

সেখানে নিজে বাঁধার কারণ হইয়া দাঁড়ান। অর্থাৎ নিজেও হক ও সত্যকে গ্রহণ করেন না এবং অপরকেও সত্য গ্রহণ করিতে বাঁধা প্রদান করিয়া থাকেন। উপরন্তু নিজের আয়–রোজগার বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় সমাজে নানা প্রকার বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়াইতে থাকেন। এই প্রকৃতির লোকদের তওবা হইল, যেই সত্যকে গোপন করা হইয়াছে উহাকে প্রকাশ করা এবং যেই সকল মানুষকে গোমরাহ্ করা হইয়াছে তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, আমি নিজেও গোমরাহ্ ছিলাম এবং তোমদিগকেও গোমরাহীতে নিক্ষেপ করিয়াছি। বর্তমানে আমি গোমরাহী ত্যাগ করিয়া তওবা করতঃ হক ও সত্যকে কবুল করিয়াছি, সুতরাং তোমরাও তওবা করিয়া হক ও সত্যকে কবুল কর।

সমাজের কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তাহারা কোন বাতেল ও গোমরাহ ফেরকার সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস ও নিয়ম–নীতির প্রচার শুরু করিয়া দেন। যাহাদের কিছুটা লেখার যোগ্যতা আছে তাহারা তো দস্তুর মত ঐ বাতেল আকায়েদের স্বপক্ষে প্রবন্ধ–রচনা লিখিয়া থাকেন। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমে যদি হেদায়েত নসীব হয়, তখন শুধু ঘরে বসিয়া বসিয়াই তওবা করিয়া লন। এই ধরনের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে।

এই ক্ষেত্রে তাহাদের কর্তব্য হইল, প্রবন্ধ–রচনা ও বই–পুস্তক লিখিয়া যেই উপায়ে গোমরাহী ছড়ানো হইয়াছে, অনুরূপভাবে পাল্টা বই লিখিয়া এবং বিশেষতঃ যেই সকল পত্র–পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে পুনরায় ঐ সকল পত্রিকাতেই সংশোধনী মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, ইতিপূর্বে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম উহা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকর ছিল এক্ষণে আমি নিজে ঐ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়া লইয়াছি। সুতরাং আমার লেখা পড়িয়া যাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন তাহারাও ঐ সকল গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদ হইতে তওবা করিয়া নিন।

যাহা প্রচার করা হইয়াছিল উহার প্রতিটি বিষয়কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। মোট কথা, যেই পরিমাণ বিভ্রান্তি ছড়ানো হইয়াছে, যথাসাধ্য পাল্টা প্রচারের মাধ্যমে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

রূহুল মায়ানীর গ্রন্থকার ছুরা বাক্বারার الذين تابوا وأصلحوا وبينوا আয়াতাংশের তাফ্সীরে লিখেন–

যাহা কিছু তাহারা নষ্ট করে তাহা সংশোধন করিয়া লয়। আর তাহা এইভাবে যে, আল্লাহ্র হক ও সৃষ্ট জীবের হক যথাযথভাবে আদায় করে। সেই হিসাবে তাহারা তাহাদের জাতিকে যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখায়। বিকৃত কথামালাকে দূরে সরাইয়া দেয়, সত্য গোপন করিবার লক্ষ্যে যাহা কিছু লিখিয়াছিল সেই সকল স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ কথাটি লিখে।

আল্লাহ্ পাক ছুরা মায়েদায় চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম দানের পর এরশাদ করেন–

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ

উক্ত আয়াতাংশের তাফ্সীরে রূহুল মায়ানীর গ্রন্থকার লিখেন–তাহারা চুরি হইতে সংশোধনের পথ গ্রহণ করে। চুরির যাবতীয় ত্রুটি ও অন্যায় মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সম্ভব হইলে চুরিকৃত মাল মূল মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেয়। অথবা মালিকের নিকট হইতে উহার বৈধতার জন্য অনুমতি লাভ করে। আর যদি মূল মালিকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব না হয় তবে আল্লাহ্র পথে উহা ব্যয় করিয়া দেয়। আবার কেহ কেহ উহার সহিত এই কথাও বাড়াইয়াছেন–অতঃপর সে নিজ তওবার উপর বহাল থাকিয়া যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করে।

উপরে কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তওবার সহিত আত্মশুদ্ধির বিষয়টির উপর আমরা যেই ব্যাখ্যা দিয়াছি, রূহুল মায়ানীর উপরোক্ত তাফ্সীর ও ব্যাখ্যার উদ্ধৃতির ফলে উহা আরো স্পষ্ট হইয়া গেল।

জনৈক প্রখ্যাত লেখক এক বুজুর্গের দরবারে আসিয়া স্বীয় নফ্সের এছ্লাহ ও আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুজুর্গ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, আগন্তুক একজন মুক্তমনের লেখক এবং ইতিমধ্যেই সে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধেও লেখা–লেখি করিয়াছে। সুতরাং বুজুর্গ ঐ ব্যক্তিকে এছ্লাহী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শর্ত আরোপ করিয়া বলিলেন, এই যাবৎ তুমি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছ, সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে উহা হইতে তোমার মতামত প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া নিজের সকল কিতাবকে সংশোধন করিতে হইবে। লেখক সত্যিকার অর্থেই আত্ম-সংশোধনের উদ্দেশ্যে বুজুর্গের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বুজুর্গের শর্ত মানিয়া লইলেন এবং প্রথমে সামগ্রিকভাবে নিজের মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করিলেন। পরে ক্রমে নিজের সকল বই-পুস্তক সংশোধন করিয়া লইলেন।

আসল কথা হইল, আল্লাহ্ পাক যাহাকে হেদায়েতের দৌলত নসীব করেন সে কখনো লোক-লজ্জা ও দুনিয়ার মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে না। পরকালের কঠিন আজাব ও গজবের ভয় তাহার অন্তরকে সর্বদা আত্মশুদ্ধির দিকে উৎসাহিত করিতে থাকে। সে কেবলি ভাবিতে থাকে যে, আজ যদি আমি নফ্‌সের সংশোধন না করিয়া নিজের মনগড়া মতের উপরই অটল থাকি, তবে আখেরাতে আমার পরিণতি কি হইবে?

আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা কবুল হয় না

আয়াত-১৭

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ج حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থঃ তওবা, যাহা কবুল করা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রহিয়াছে, উহা তো কেবল তাহাদেরই জন্য যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া ফেলে, অতঃপর অবিলম্বে (মৃত্যু আসিবার পূর্বেই) তওবা করে সুতরাং এইরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ্ কবুল করিয়া থাকেন; আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর এইরূপ লোকের জন্য তওবা নাই যাহারা পাপ করিতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন তাহাদের মধ্যে কাহারো সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বলে-আমি এখন তওবা করিতেছি, আর না ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় কুফরীর অবস্থায়। ইহাদের জন্য আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (অর্থাৎ মৃত্যুর হালাত শুরু হইয়া যখন আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ হইয়া যায় তখন আর কাফেরের ঈমান কবুল হয় না।) -ছুরা নেছা, রুকুঃ ৩

উপরোক্ত আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আর তওবা কবুল হয় না। যেমন এই বিষয়টি সকলেরই জানা আছে যে, না দেখিয়া বিশ্বাস করার নামই 'ঈমান' সুতরাং তওবাও তখনই কবুল হয় যখন কোন কিছু না দেখিয়া গায়েবের উপর ঈমান ঠিক থাকে।

যখন কোন মানুষ নিজের শারীরিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে, অচিরেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে, এখন আর তাহার বাঁচিয়া থাকার কোন সম্ভাবনাই নাই; তবে ঐ সময় যদি মৃত্যু কালীন অবস্থা বা আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ না পায় তবে তখনও তওবা এবং কাফেরের ঈমান কবুল হইবে। কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং পরকালের দৃশ্যাবলী দেখা যাইতে থাকিবে তখন আর গোনাহ্‌গারের তওবাও কবুল হইবে না এবং কাফেরের ঈমানও কবুল করা হইবে না।

বয়ানুল কোরআনে লিখিত আছে যে, মোহাক্কেক ওলামাদের ধারণায় উপরোক্ত মতই সঠিক। এতদ্ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হাদীসে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে-

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

অর্থঃ রূহ গলদেশে আসিয়া আটকাইবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক বান্দার তওবা কবুল করেন। -মেশকাত।

রূহ যখন গলদেশে আসিয়া আটকাইয়া গরগর শব্দ করিতে শুরু করে ঐ সময় তওবা করিলে উহা কবুল হয় না। সুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ সজ্ঞানে তওবা করিতে হইবে।

উপরে উদ্ধৃত يعملون السوء بجهالة আয়াতাংশের তরজমায় বয়ানুল কোরআনে লেখা হইয়াছে, "যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া

ফেলে” এখানে ‘বোকামি’ অর্থ এল্‌মী বোকামি নহে বরং আমলী বোকামি উদ্দেশ্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি গোনাহ্‌কে গোনাহ্‌ মনে করিয়াই গোনাহ্‌ করে তাহার তওবাও কবুল হইবে। অর্থাৎ এমন মনে করা যাইবে না যে, যেই ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া গোনাহ্‌ করে তাহার তওবা কবুল হইবে না। অর্থাৎ কথিত ব্যক্তির এলেম ঠিকই আছে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সে বোকামি করিতেছে। তওবা করিলে এমন ব্যক্তিও নাজাত পাইবে। আর গোনাহ্‌ সকল সময় বোকামির কারণেই হইয়া থাকে। কেহ যদি নিজের লাভ-লোকসান সম্পর্কে সচেতন না হয় তবে উহা হইতে বড় বোকামি আর কি হইতে পারে? ১

১। বয়ানুল কোরআনের প্রণেতা টীকায় উল্লেখ করেন যে, (উল্লেখিত আয়াতে) جهل এর অর্থ হইবে বোকামি, অজ্ঞতা নহে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ জানা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করে তথাপি তাহার তওবা কবুল হইবে এবং এই ক্ষেত্রে ‘বোকামি’ এই কারণে বলা হইবে যে, সে গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন ছিল।

তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীর হযরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ একমত ছিলেন যে, নাফরমানীর প্রতিটি কাজই جهالة উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হউক বা অনিচ্ছায় করা হউক।

তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার

আয়াত-১৮

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا
اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ـ

অর্থঃ আর এই (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হইতে গোনাহ্‌ মাফ করাও, তৎপর তাহার প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগ দান করিবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দিবেন। -ছুরা হুদ, রুকুঃ ১

উপরোক্ত আয়াতে তওবা ও এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা তওবা ও এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ্‌ পাক তাহাদিগকে দুনিয়াতে সুখ সম্ভোগ ও আরামের জীবন দান করিবেন এবং অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দান করিবেন।

আয়াত-১৯

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ
عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ٥

অর্থঃ আর হে আমার কওম! তোমরা নিজেদের পাপ নিজ রব হইতে ক্ষমা করাইয়া লও, অতঃপর তাহারই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন, আর পাপে লিপ্ত থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া রাখিও না। -ছুরা হুদ, রুকুঃ ৫

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নসীহতটি হযরত হুদ আলাইহিস্‌সালামের যাহা তিনি স্বীয় কওমকে করিয়াছিলেন।

আয়াত-২০

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ٥ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ
يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

অর্থঃ আর আমি বলিয়াছি যে, তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করাইয়া লও; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, এবং তোমাদিগকে ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন, আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ রচনা করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। –ছুরা নূহ, রুকুঃ ১

স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালামের উক্তিসমূহ উপরোক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল আয়াত দ্বারা এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা গোনাহ্‌ মাফ হইয়া আখেরাতের কঠিন আজাব হইতে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও উহা দ্বারা লাভবান হওয়া যায়।

১৮ নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে, তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া থাকিলে আল্লাহ্‌ পাক এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত) সুখ সম্ভোগের জীবন দান করিবেন। "সুখ সম্ভোগের জীবন" কথাটির অর্থ ব্যাপক। মানব জীবনের যাবতীয় সুখ–শান্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত। তওবা দ্বারা দুনিয়াতেই জাহেরী–বাতেনী, সুখ–শান্তি, নিরাপত্তা, শারীরিক সুস্থতা ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যাইবে। আর আখেরাতের ফায়দা ও বরকত তো আছেই।

১৯ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তওবা ও এস্তেগফার করিলে আল্লাহ্‌ পাক প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বর্ধন করিয়া দিবেন। বৃষ্টি আল্লাহ্‌ পাকের একটি বিশেষ রহমত। উহার ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিন উর্বর হইয়া ফসল উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়াও বৃষ্টির পানি দ্বারা মানুষ আরো বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। আর আল্লাহ্‌ পাক যে বলিয়াছেন, শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বৃদ্ধি করিবেন; এখানে শক্তি দ্বারা সকল প্রকার শক্তির কথাই বুঝানো হইয়াছে। অথচ মুসলমানগণ আজ এতটা দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, দুনিয়ার সর্বত্র তাহারা দুশমনের হাতে মার খাইতেছে। আজকাল মুসলমানগণ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়

করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির আসল উপায় কি? এই বিষয়ে তাহারা একেবারেই গাফেল। শক্তি বৃদ্ধির মূল উৎস হইল– যাবতীয় গোনাহ্‌ ত্যাগ করা এবং সেই সংগে তওবা এস্তেগফার করিতে থাকা। নেক আমল এবং তওবা ও এস্তেগফার দ্বারাই যে প্রকৃত শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এই কথাটি যেন আজ সকলেই ভুলিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা আজ অন্যায়–অপরাধ ও পাপের পথে শক্তির সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। অথচ যাবতীয় পাপকার্য হইল শক্তিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। মানুষ যখন পাপ করিতে থাকে তখন ক্রমে সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ফলে প্রতিপক্ষ ও শত্রুরা অনায়াসেই তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে। আলোচিত আয়াতের ولا تتولوا مجرمين –এ এই বিষয়ের প্রতিই সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, তওবা– এস্তেগফার কর, নেক আমল করিতে থাক এবং পাপ–পঙ্কিল জীবন যাপন করিও না।

২০নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, তওবা ও এস্তেগফার করিলে আল্লাহ্‌ পাক গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দিবেন, সন্তান–সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন এবং নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। এখানে এমন দুইটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই। ঐ দুইটি নেয়ামত হইল, সন্তান–সন্ততি দ্বারা উন্নতি দান এবং নহর প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। সকলেই জানেন যে, ইহা আল্লাহ্‌ পাকের বিরাট নেয়ামত। (অবশ্য ঐ দুইটি আয়াতে বর্ণিত "সুখ সম্ভোগ দান" এবং "তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন"– উক্তির মধ্যে ঐ দুইটি নেয়ামতও অন্তর্ভুক্ত বটে)।

তওবা এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব জীবনেও লাভবান হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। গোনাহ্‌–খাতা ত্যাগ করিয়া তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করা আম–খাস ও রাজা–প্রজা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য।

উপরে তওবা ও এস্তেগফার সংক্রান্ত কালামে পাকের বিশটি আয়াত বর্ণনা করা হইল। পাঠকের সুবিধার্থে নিম্নে আমরা ঐ আয়াত সমূহের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম।

আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ

১। আল্লাহ্ পাক তওবা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২। আল্লাহ্ পাক তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, যাহা আখেরাতের কামিয়াবী ও নাজাতের উছিলা।

৩। আল্লাহ্ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া মোমেনদের জন্য শোভন নহে।

৪। যদি বড় বড় গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া শরীয়তের জরুরী বিধানসমূহ পালন করা হয়, তবে আল্লাহ্ পাক ছোট ছোট গোনাহ্গুলি ক্ষমা করিয়া দেন।

৫। কৃত অপরাধ হইতে বিরত থাকা তওবা কবুলের পূর্বশর্ত।

৬। তওবা ও নেক আমলকারী ব্যক্তি সফলকাম।

৭। মৃত্যুর সময় যখন ভিন্ন জগতের দৃশ্যাবলি প্রকাশ হওয়া শুরু হয় তখন তওবা করিলে উহা কবুল হয় না। ঐ সময় কোন কাফের ঈমান আনিলে তাহাও কবুল হয় না।

৮। তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা দুনিয়াতে সুখ সম্ভোগের জীবন লাভ হয় এবং—

৯। শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১০। পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

১১। সম্পদ ও সন্তানাদিতে উন্নতি হয়।

সুতরাং আল্লাহ্ পাকের ফরমান অনুযায়ী উভয় জাহানের কামিয়াবী ও উন্নতির জন্য তওবা ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে হাদীসে পাকের আলোকে তওবার হাকীকত, ফজিলত, গুরুত্ব এবং তওবার পদ্ধতি ও এতদ্সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করা হইয়াছে।

তওবার গুরুত্ব, ফজিলত এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া

হাদীস—১

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ وَاَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ وَاللهِ لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَىَّ يَمْشِىْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তেমন (অর্থাৎ বান্দা আমার সম্পর্কে যেইরূপ ধারণা করিবে আমি তাহার সহিত সেইরূপই আচরণ করিব।) এবং আমি বান্দার সঙ্গেই আছি যেখানেই সে আমাকে স্মরণ করিবে। (অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন) আল্লাহ্‌র শপথ! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জনশূণ্য প্রান্তরে তাহার সওয়ারী (বাহন) ও মাল ছামান হারাইয়া যাইবার পর পুনরায় উহা ফিরিয়া পাইলে যেই পরিমাণ খুশী হয়, আল্লাহ্ পাক তাহার কোন বান্দা তওবা করিলে উহা হইতেও অধিক খুশী হন। (আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেন) যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে চার হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে নিবিষ্ট হইয়া পায়ে হাটিয়া (সাধারণভাবে) অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া (দ্রুত) অগ্রসর হই। —বোখারী ও মুসলীম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ঈমানদারদের জন্য কয়েকটি সুসংবাদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "আমি আমার বান্দার ধারণা পরিমাণ।" সুতরাং সে যখন ধারণা করিবে এবং আশা পোষণ করিবে যে, আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা করিবেন, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দার ধারণা ও আশা অনুযায়ী নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। বান্দার ধারণা ও আশাকে কখনো তিনি ভঙ্গ করেন না।

আল্লাহ্ পাক কত বড় মেহেরবান। তাহার প্রতি সুধারণা ও আশা পোষণ করিতে বান্দার কোন কষ্ট হয় না, পয়সাও খরচ করিতে হয় না। অথচ এই বিনা শ্রমের সুধারণা ও আশার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক কত অনুগ্রহের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি আমরা আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হইব না? তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার আমল না করিয়া শুধু রহমতের আশা করিলেই চলিবে না। নিয়মিত নেক আমলের পাশাপাশি যাবতীয় গোনাহ্ ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেননা, অপর হাদীসে বলা হইয়াছে—

أَلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি নির্বোধ, যে সর্বদা স্বীয় নফ্সানী খাহেশের পিছনে লাগিয়া থাকে আর আল্লাহ্ পাকের নিকট (রহমত) কামনা করে।

—তিরমিজি, ইবনে মাযা।

হাদীসে পাকে বর্ণিত দ্বিতীয় সুসংবাদটি হইল, বান্দা আমাকে যেখানেই স্মরণ করিবে আমি তাহার সঙ্গে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের "সঙ্গলাভ" যে কত বড় দৌলত উহা সেই ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারিয়াছেন যাহাদের মুখ ও অন্তর সর্বদা আল্লাহ্ পাকের জিকিরে মশগুল রহিয়াছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আল্লাহ্ পাকের 'সঙ্গলাভ' হইতে বড় সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না।

দুনিয়াতে কাহারো সঙ্গে যদি একজন সাধারণ পুলিশও থাকে তবে উহার দাপটেই তাহার মনের জোর এত বাড়িয়া যায় যে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া ভাবিতে থাকে, এখন কেহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে এই

পুলিশ আমার সাহায্য করিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার একজন তুচ্ছ পুলিশের সঙ্গলাভের কারণেই যদি মানুষের অন্তরে এতটা নিরাপত্তা ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারে তবে দুনিয়ার সকল শক্তির যিনি উৎস; সেই মহান রাব্বুলআ'লামীনের সঙ্গ পাইবার পর মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে?

তৃতীয় সুসংবাদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে সামান্য অগ্রসর হয় আল্লাহ্ পাক তাহার দিকে কয়েকগুণ বেশী অগ্রসর হন। অর্থাৎ বান্দাকে তিনি স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

চতুর্থ সুসংবাদে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের দিকে যদি কেহ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয় তবে আল্লাহ্ পাক তাহার নিকট দ্রুত হাজির হন। কোন শিশু যখন নূতন নূতন হাঁটা শিখে, তখন তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাত পাতিয়া নিকটে আহবান করিলে সে যেই মাত্র উঠি-পড়ি করিয়া দুই-এক কদম অগ্রসর হয়; সঙ্গে সঙ্গে আহবানকারী ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া বাহবা দিতে থাকে। (আসলে আল্লাহ্ পাক হাঁটা, চলা-ইত্যাদি বিষয় হইতে পবিত্র। নিজের বান্দার প্রতি তিনি যে কতটা মেহেরবান এবং গোনাহ্গার বান্দাগণ আল্লাহ্র পথে সামান্য অগ্রসর হইলে তিনি যে তাহাদের প্রতি কতটা রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্যই বিঘত, হাত এবং হাঁটা-চলা ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে।)

সুতরাং হে মোমেনগণ! আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হইতে থাকুন। তাহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। সর্বদা তাহাকে স্মরণ করুন এবং তওবা ও এস্তেগফার করিতে থাকুন। উপরোক্ত হাদীসে ইহাও এরশাদ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি জনমানবশূণ্য কোন বিরান ভূমিতে নিজের সওয়ারী, মাল-ছামান ও খাদ্য-সামগ্রী হারাইয়া ফেলিল। অতঃপর সে বহু খোঁজা-খুঁজি করিয়াও উহার সন্ধান করিতে না পারিয়া একেবারেই নিরাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এখন তাহার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। এই কঠিন দুর্ভাবনার মুহূর্তে হঠাৎ যদি সে তাহার সওয়ারীসহ হারাইয়া যাওয়া সকল মাল-ছামান ফিরিয়া পায় তবে ঐ ব্যক্তির মনে যে কতটা আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার মত নহে। ঠিক তেমনি কোন বান্দা যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তির আনন্দ হইতেও আরো অধিক আনন্দিত হন।

পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকিবে

হাদীস—২

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক প্রতি রাতে হস্ত প্রসারিত করেন বিগত দিনের গোনাহ্গারদের তওবা কবুল করার জন্য। এমনিভাবে দিনের বেলা নিজের হাত প্রসারিত করেন বিগত রাতের গোনাহ্গারদের তওবা কবুল করার জন্য। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (প্রতি রাতে ও দিনে) ইহা অব্যাহত থাকিবে। —মুসলিম, নাছাই।

ব্যাখ্যাঃ হস্ত প্রসারিত করিবার অর্থ হইল, আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের প্রতি খাছ তাওয়াজ্জুহ্ ও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। গোনাহ্গার বান্দা যখনই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তিনি উহা কবুল করেন।

উপরে হাদীসের তরজমায় বলা হইয়াছে, "পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকিবে।" অর্থাৎ তওবাকারীদের তওবা কবুল হইতে থাকিবে। ইহার ব্যাখ্যা হইল, কেয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, উহাই কেয়ামত নিকটবর্তী হইবার বড় নিদর্শন। ঐ নিদর্শন প্রকাশ পাইবার পূর্বে যাহারা গোনাহ্ করিয়াছে কিন্তু তওবা করে নাই; এক্ষণে আর তাহাদের তওবা কবুল হইবে না।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তওবা কবুলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা বানাইয়াছেন। যাহার প্রস্থ সত্তর বছরের দূরত্বের সমান। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দরজা বন্ধ হইবে না।

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ـ

অর্থঃ যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন আসিয়া পৌছিবে (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তাহার কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, অথবা (ঈমানদার তো ছিল, কিন্তু) সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন সৎকাজ করে নাই। —তিরমিযি, ইবনে মাজা।

গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে

হাদীস—৩

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব, তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তাহাতে আমি কিছুমাত্র পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি আকাশের মেঘ পরিমাণও হয় তথাপি তুমি আমার নিকট মাগফেরাত কামনা করিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব। আর তাহাতে আমি কোন

কিছুই পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি এত বিপুল পরিমাণ হয় যে, উহা দ্বারা গোটা জমিন ভরিয়া যায়; ঐ অবস্থায়ও যদি তুমি আমার নিকট এমনভাবে হাজির হও যে, আমার সহিত কাহাকেও তুমি শরীক কর নাই, তবে আমিও তোমাকে এত বিপলু পরিমাণ মাগফেরাত দ্বারা ধন্য করিব যে, উহা দ্বারাও গোটা ভূপৃষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। -তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে রাব্বুলআলামীনের পক্ষ হইতে মোমেন বান্দাদের জন্য একটি সাধারণ ঘোষণা প্রকাশ করা হইয়াছে। মানুষের দ্বারা সাধারণতঃ সকল সময়ই কিছু না কছি ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেই থাকে। শরীয়তের হুকুম পালন ও নিয়মিত আমলে শিথিলতা এবং অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে ছোট বড় গোনাহ্ তাহাদের দ্বারা অহরহই প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং মহান গাফুরুর রাহীম আল্লাহ্ পাকও বান্দার মাগফেরাতের সহজ উপায় বয়ান করিয়া দিয়াছেন। বান্দা যখন নেহায়েত আজেজী-এন্‌কেছারী ও অনুতাপ-অনুশোচনায় বিদগ্ধ মন লইয়া মাগফেরাতের দৃঢ় আশায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং "ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের অপরাধ হইবে না" এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তখন আল্লাহ্ পাক বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তাহার ঘোষণা হইল- لا أبالي -বান্দার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া আমার জন্য কোন বোঝা নহে, এই বিষয়ে আমার কোন অপারগতা ও পরোয়া করার প্রয়োজন নাই। বড় গোনাহ্ ক্ষমা করাও আমার জন্য কোন মুশকিল নহে এবং ছোট গোনাহ্ ক্ষমা করিতেও আমার কোন বাঁধা নাই।

বিপুল পরিমাণ পাপের দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া মোমেন বান্দাগণকে সান্ত্বনা দিয়া এরশাদ করা হইয়াছে- তোমাদের গোনাহ্ যদি এই পরিমাণও হয় যে, উহাকে যদি দেহের আকার প্রদান করা হয় তবে জমিন-আসমান এবং উহার মধ্যকার গোটা শূণ্য স্থান উহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও আমার নিকট ক্ষমা চাহিলে আমি ক্ষমা করিয়া দিব। আর তোমাদের গোনাহের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, উহা দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ভরিয়া যাইবে তথাপি আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিতে সক্ষম। আর আমি সকলকেই ক্ষমা করিয়া থাকি। তোমাদের গোনাহ্ যদি জমিনকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে আমার ... গোটা ভূপৃষ্ঠকে ভরিয়া ফেলিতে পারিবে। বরং আল্লাহ্ পাকের

মাগফেরাত এত অসীম যে, গোটা আসমান ও জমিনের বিশাল ভাণ্ডারও ঐ অন্তহীন মাগফেরাতের সামনে কিছুই নহে। ১ কিন্তু কাফের ও মুশরিকদিগকে ক্ষমা করা হইবে না।

১। হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর খলীফা করাচীর ডাঃ আব্দুল হাই (রহঃ) বলিতেন, করাচী শহরের কোটি কোটি মানুষের মল-মূত্র নর্দমা পথে সমুদ্রে যাইয়া পতিত হয়। অতঃপর সমুদ্রের একটি তরঙ্গ আসিয়া উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্তে সেখানে নাপাকীর চিহ্নমাত্র থাকে না। সমুদ্র আল্লাহ্ পাকের একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যেই এত শক্তি রহিয়াছে যে, এক মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষের নাপাক ময়লা এমনভাবে পাক-ছাফ করিয়া দেয় যে, অতঃপর কোন ইমাম সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিয়া নামাজ পড়াইলে তাহাও শুদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহ্ পাকের ক্ষুদ্র সৃষ্টি সমুদ্রের একটি তরঙ্গের মধ্যেই যদি এত শক্তি থাকে তবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের রহমতের অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গ কি আমাদের গোনাহ্-খাতাকে ধুইয়া-মুছিয়া পরিস্কার করিতে পারিবে না?

অনেককেই বলিতে শোনা যায় যে, আমি বার বার তওবা ভঙ্গ করিতেছি, আল্লাহ্ কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? আমার গোনাহ্ ক্ষমার যোগ্য নহে। এইরূপ ব্যক্তিকে দৃশ্যতঃ মনে হয় যেন স্বীয় অপরাধের অনুভূতিতে তাহার মধ্যে যথার্থ অনুশোচনা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মওলানা থানভী (রহঃ) বলেন, বাহ্যতঃ তাহাকে বিনয়ী মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে বড় অহংকারী বটে। কারণ সে নিজের অপরাধের তুলনায় আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডারকে তুচ্ছ মনে করিতেছে। সে যেন ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, আল্লাহ পাকের রহমত তাহার গোনাহ্‌কে ক্ষমা করিতে সক্ষম নহে। এই প্রসঙ্গে মওলানা থানভী (রহঃ) একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, একদা এক মশা এক ষাঁড়ের শিং-এর উপর বসিয়াছিল। উড়িয়া যাওয়ার সময় সে ষাঁড়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার শিং-এর উপর বসিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও। ষাঁড় জবাবে বলিল, তুমি যদি না বলিতে তবে তুমি কখন আসিলে আর কখন চলিয়া গেলে আমি কিছুই টের পাইতাম না। এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া মওলানা থানভী (রহঃ) বলেন, বান্দার সমুদ্র পরিমাণ গোনাহ্ও আল্লাহ্ পাকের রহমতের সামনে কিছুই নহে।

-(হাকিম মওলানা আখতার সাহেবের রচিত "ফাজায়েলে তওবা" হইতে সংগৃহীত -অনুবাদক)।

এই কারণেই হাদীসের শেষাংশে মাগফেরাতের শর্ত হিসাবে আল্লাহ্ পাকের সহিত কোন কিছু শরীক না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ তিনি যাহাকে উচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

কাফের ও মুশরিকদিগকে কখনো ক্ষমা করা হইবে না। তাহারা চিরদিন দোজখেই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। মোমেন বান্দাদের দ্বারা যত অধিক পরিমাণেই গোনাহ্ হউক আল্লাহ্ পাকের রহমত ও মাগফেরাত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। "আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন" এই দৃঢ় আশা লইয়া সর্বদা তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া থাকা উচিৎ।

আল্লাহর ক্ষমাগুণ

হাদীস—৪

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে এই দুনিয়া হইতে স্থানান্তর করিয়া অন্য এক কওমকে সৃষ্টি করিবেন। যাহারা গোনাহ্ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। –মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি কত বড় ক্ষমাশীল, আলোচিত হাদীসে

উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'কাহ্হার' ও 'জাব্বার' যেমন তাহার খাছ ছিফাত; ঠিক তেমনি 'গাফ্ফার' ও 'ছাত্তার'ও তাহার খাছ ছিফাত। প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি যেমন কঠোর, ঠিক তেমনি বান্দার অপরাধ গোপন করা এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। সৃষ্ট জীবের উপর বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ্ পাকের গুণ ও ছিফাতের বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেহ অপরাধ করিয়া যখন আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তখন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেই তিনি যে গাফ্ফার ও 'ক্ষমাশীল' তাঁহার এই ছিফাতটি প্রকাশ পাইবে। তাঁহার এই গাফ্ফারিয়াতের শানের উল্লেখ করিয়াই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের স্থানে অপর এক কওম সৃষ্টি করিবেন যাহারা অপরাধ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায়

হাদীস—৫

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার কোন গোনাহ্ নাই। –তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে বলা হইয়াছে, তওবা করার পর মানুষ এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তওবা করিল আর যেই ব্যক্তি জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ করে নাই– পাপের শাস্তির ব্যাপারে তাহারা উভয়ই সমান। অর্থাৎ তাহাদের কাহারো কোন শাস্তি হইবে না। তবে হাঁ, তওবার যাবতীয় শর্তসহ খাঁটি নিয়তে তওবা করিতে হইবে। (তওবার যাবতীয় আয়োজন ও শর্তসমূহ ১৮ ও ১৯ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে)।

মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করিয়া নেয়

হাদীস—৬

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْا ثُمَّ يَرْجِعُ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ আল খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, মোমেনের উদাহরণ এবং ঈমানের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন ঘোড়াকে তাহার নিজের জায়গায় বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ তাহার পায়ে একটি লম্বা রশি লাগানো আছে, ঐ রশি যেই পরিমাণ লম্বা ঐ পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত) সে ঘোরাফিরা করে, অতঃপর পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসে। (ঠিক এমনিভাবে) মোমেন ব্যক্তি ঈমানের দাবী ও চাহিদা হইতে দূরে সরিয়া) গাফেল হইয়া যায় (অপরাধ করিয়া ফেলে)। অতঃপর পুনরায় ঈমানের (দাবীর) দিকে ফিরিয়া আসে। সুতরাং তোমরা নিজেদের আহার মোত্তাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনগণকে প্রদান করিবে। ১

—ইবনে মাজা, বায়হাকী, আবু নাঈম নোয়াইম।

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, ঈমানের জন্য গোনাহ্ এমন, যেমন দেহের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হইয়া আস্তে আস্তে পিত্তাদির মেজাজ বিগড়াইতে থাকে, যাহা মানুষ টের পায় না। অতঃপর হঠাৎ সে রুগ্ন হইয়া মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ্ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এক দিন ঈমানকেই ডুবাইয়া দেয়। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিষাক্ত ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তাৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরন্তন ধ্বংসের ভয়ে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হইবে। বিষপানকারী স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যেমন তৎক্ষণাৎ উদরকে বিষমুক্ত করার জন্য বমি করিতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সচেষ্ট

হাদীস—৭

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَاطِئِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সকল মানুষই গোনাহ্গার, তবে গোনাহ্গারদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক তওবা করে।

—তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে হাঁ, বার বার একই গোনাহ্ করা মোমেনের শান নহে। কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া ঈমানের দাবী অনুযায়ী নেক আমলে লাগিয়া যাইবে। একগুঁয়েমি ও জিদ করিয়া অবাধ্য হইবে না। কারণ, ইহা বরবাদীর লক্ষণ।

৬নং হাদীসে বর্ণিত "নিজেদের আহার মোত্তাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনদেরকে প্রদান করিবে" দ্বারা এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে, নেককার, ছালেহীন ও ঈমানদারদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাহাদের সঙ্গেই উঠা বসা, চলা-ফিরা ও লেন-দেন কর যেন আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা পাওয়া যায় আর তোমাদের সম্পদ ফাসেক ও গোনাহ্গারদের জন্য খরচ না করিয়া ঐ সকল লোকদের জন্য খরচ করিবে যাহারা আল্লাহ্র জন্যই জীবন ধারণ করে এবং আল্লাহ্র জন্যই মৃত্যুবরণ করে।

✡

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ্ করে, তাহার জন্য গোনাহ্ হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসা ওয়াজিব। অতঃপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। সুতরাং গোনাহ্গারের উচিৎ দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুবা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হইয়া যাইবে।

—এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন হইতে সংগৃহিত। —অনুবাদক

গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের তওবা প্রকাশ্যে করিতে হইবে

হাদীস—৮

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّشَجَرٍ وَّمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوْءٍ فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً السِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ

অর্থঃ হযরত মু'আজ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমাকে বিশেষ কিছু নসীহত করুন। এরশাদ হইল, তুমি নিজের শক্তি–সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট (অর্থাৎ সর্বত্র) আল্লাহ্কে স্মরণ কর। আর যতবারই কোন গোনাহ্ করিবে নূতনভাবে উহার জন্য তওবা করিবে। গোপন গোনাহের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে তওবা করিবে। –তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীসে কয়েকটি অসীয়ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, তোমরা খোদা ভীতি বা তাক্ওয়া এখ্তিয়ার কর। বস্তুতঃ তাক্ওয়া বা খোদা–ভীতি মানব চরিত্রের এমন একটি গুণ যাহা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ছোট–বড় যাবতীয় গোনাহ্ হইতে দূরে রাখে। যেই ব্যক্তি তাক্ওয়া হাসিল করিয়াছে সে আল্লাহ্ পাকের খাছ বান্দায় পরিণত হইয়াছে। কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তাক্ওয়া হাসিল করার হুকুম করা হইয়াছে। কেননা তাক্ওয়ার মাধ্যমেই সকল আমল জিন্দা হয়। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ ـ

অর্থঃ তোমরা তাক্ওয়া এখতিয়ার কর। উহা দ্বারা তোমাদের সকল আমলের সৌন্দর্য আসিবে।

মানুষের মধ্যে যখন তাক্ওয়া হাসিল হইবে তখন তাহার দ্বীনী আমলসমূহও যথাযথভাবে আদায় হইবে এবং দুনিয়াবী কাজ–কর্ম ও আয়–উপার্জনেও সে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া হক ও হালাল পথে চলিতে থাকিবে। মানুষ যখন জানিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তির তাক্ওয়া ও পরহেজগারী হাসিল হইয়াছে, সকল কাজেই সে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে তখন সকলেই তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িবে।

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নসীহতটি হইল, সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট (অর্থাৎ সদা সর্বদা ও সর্বত্র) আল্লাহ্র জিকির কর। এই নসীহতটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "জিকিরে এলাহী" নামে আমার একটি কিতাব ছাপা হইয়াছে। উহাতে জিকিরের উপকারিতা ও ফাজায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় নসীহতটি হইল, যখনই কোন গোনাহ্ হইয়া যাইবে উহার জন্য নূতনভাবে তওবা করিয়া লইবে। ইতিপূর্বে যতবার তওবা করা হইয়াছে উহার ছাওয়াব, বরকত এবং উহা দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্তির উপকারিতা ইত্যাদি তো আছেই; উহার পরও যখনই কোন গোনাহ্ হইয়া যাইবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। তওবা করিতে কখনো বিলম্ব বরিবে না। এমন ধারণা করিবে না যে, পরে এক সময় তওবা করিয়া লইব। পরে সময় পাইবে কি–না উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কে কত সময় বাঁচিয়া থাকিবে এবং মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে উহা কেহই বলিতে পারে না। বিলম্ব করিলে জীবনে তওবার সুযোগ নাও হইতে পারে। তওবার ব্যাপারে নফস্ গড়িমসি করাইতে চাহিলে সেদিকে কান দিবে না।

তওবার ব্যাপারে আলোচিত হাদীসে অপর যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে উহা হইল, যেই গোনাহ্ গোপনে করা হইয়াছে উহার তওবাও গোপনেই করিতে হইবে, অপর কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না যে, আমি অমুক অপরাধ করিয়াছি। এমনিভাবে যেই গোনাহ্ প্রকাশ্য জনসম্মুখে করা হইয়াছে উহার তওবাও প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখে করিতে হইবে। যেমন কেহ মুর্খতা বশতঃ প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া ফেলিল যে, যাহার ঘরে খাবার নাই সে–ই রোজা রাখিবে। ইহা পরিষ্কার কুফরী কালাম। কেননা এখানে সে দ্বীনের এক মজবুত ভিত্তি রোজাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। সুতরাং এই

কুফরী কর্ম যদি কেহ গোপনে করিয়া থাকে তবে তাহাকে গোপনেই তওবা করিতে হইবে। আর যদি সকলের সামনে করিয়া থাকে তবে তওবাও সকলের সামনেই করিতে হইবে। এইভাবে তওবা করিলে তওবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অর্থাৎ "প্রকাশ্য অপরাধের তওবা প্রকাশ্যে" করার বিধানটি পালন করা হইবে। ফলে লোকেরাও তাহার তওবার সাক্ষী হইয়া যাইবে।

কোন মুসলমানকে বিশেষতঃ কোন আলেমকে যদি সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে অপমান করা হয় তবে এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে সকলের সম্মুখেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। ফলে একদিকে যেমন অপরাধীর নফ্সের এছলাহ্ হইবে, অপর দিকে যাহাদের সম্মুখে আলেমের মানহানি করা হইয়াছিল তাহাদের সম্মুখেই পুনরায় তাহার ইজ্জত ও একরাম করা হইবে। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, কোন সম্মানী ব্যক্তিকে হয়ত সকলের সম্মুখেই গাল-মন্দ করিয়া অপমান করা হইল; পরে হয়ত সকলের অগোচরে তাহার নিকট ক্ষমা চাওয়া হইল। এই ধরনের ক্ষমা চাওয়া দ্বারা ঐ অপমানের ক্ষতিপূরণ হয় না যাহা সকলের সম্মুখে করা হইয়াছে।

নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা

হাদীস-৯

وَعَنْ اَبِي ذَرٍّ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ـ

অর্থঃ হযরত আবু জর এবং হযরত মু'আজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বদ আমলের পরে নেক আমল কর; এই নেক আমল ঐ বদ আমলকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার কর। -তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যদি

কোন গোনাহ্ হইয়া থাকে তবে উহার পরই নেক আমলে ব্রতী হও। এই নেক আমল ঐ গোনাহের জন্য মাগফেরাত ও কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছিয়া ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে।

ইহাও আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যে, নেক আমল দ্বারা তিনি গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন কোন বান্দা অজু করে তখন তাহার চক্ষু, হাত, পা, চেহারা, মাথা ও কান হইতে পাপসমূহ ঝরিয়া পড়ে। -ছহী মুসলিম, মোয়াত্তা ইমাম মালেক।

হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের সম্মুখে যখন ফরজ নামাজ হাজির হয় (অর্থাৎ নামাজের সময় হয়) আর সে নামাজের জন্য উত্তমরূপে অজু করে এবং যথাযথভাবে নামাজের রুকু সেজদাসমূহ আদায় করে তবে এই নামাজ তাহার বিগত জীবনের গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে, যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গোনাহ্ করে। আর গোনাহের এই কাফ্ফারা এইরূপেই অব্যাহত থাকিবে। ১ -ছহীমুসলিম।

এক হাদীসে আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুমুআ হইতে আরেক জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমজান হইতে অন্য রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ্ সমূহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যায়- যদি কবীরা গোনাহ্ হইতে সে বাঁচিয়া থাকে। ২ -মুসলিম।

১। ওলামায়ে কেরামের মতে উল্লেখিত হাদীস এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেক আমল গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। সুতরাং কাহারো আমলনামায় যদি ছগীরা গোনাহ্ থাকে তবে নেক আমল দ্বারা উহার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যদি ছগীরার পরিবর্তে কবীরা গোনাহ্ থাকে তবে আমাদের আশা এই যে, আল্লাহ্ উহাকে শিথিল করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে আমলনামায় যদি ছগীরা, কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ না থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে নেক আমল দ্বারা তাহার আমল নামায় নেকী লেখা হইবে এবং তাহার দরজা বুলন্দ হইতে থাকিবে। -মেরকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫।

২। গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল, সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকা। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করিতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও

নেক আমল দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাখ্যায় হক্কানী ওলামাগণ বলিয়াছেন, ঐ গোনাহ্ দ্বারা ছগীরা গোনাহ্ বুঝানো হইয়াছে। আসলে ছগীরা গোনাহ্ মাফ হইয়া যাওয়াও কম কথা নহে। সাধারণতঃ মানুষের দ্বারা ছাগীরা গোনাহ্ই বেশী হইয়া থাকে। আল্লাহ্ পাক বান্দার নেক আমলের দ্বারাই এই সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার এন্তেজাম করিয়াছেন। আলেমগণ বলিয়াছেন, বান্দার ছগীরা গোনাহ্ যদি একেবারেই নগণ্য হয় তবে তাহার নেক আমল দ্বারা কবীরা গোনাহ্কেও কিছুটা শিথিল করা হয় এবং ঐ নেক আমলের ফলে তাহার দরজা বুলন্দ হইতে থাকে।

গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই

হাদীস—১০

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَاذُنُوْبَاهُ ! وَاذُنُوْبَاهُ ! فَقَالَ
هٰذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قُلِ اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ
مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ فَقَالَهَا ثُمَّ
قَالَ عُدْ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَقَالَ قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, "হায় আমার গোনাহ্" ! "হায় আমার গোনাহ্" !! দুই অথবা তিন বার এইরূপ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ
থাকে, উহার পর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখিয়া ও স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তবে দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে যেই অন্ধকার তাহার অন্তরে সৃষ্টি হইবে, উহার তুলনায় নিজেকে যিনা হইতে বাঁচাইয়া রাখার কারণে নূর বেশী হইবে। কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তাহার বিরত থাকা কাফ্ফারা হইবে না।

—এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন পৃঃ ১৩৮ (বাংলা সংস্করণ) —অনুবাদক।—

বলিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এইরূপ বল—

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ
مِنْ عَمَلِيْ

(অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক বেশী প্রশস্ত। আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু)

ঐ ব্যক্তি এইরূপই বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আবার এইরূপ বল, সে পুনরায় উহা বলিল। তিনি আবারো উহা বলিতে হুকুম করিলে সে এইবারও উপরোক্ত দোয়া পড়িল। এইবার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। —মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গোনাহের কারণে হযরত ছাহাবায়ে কেরামগণের অন্তরে কতটা ভয়-ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হইত। উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও গোনাহের কারণে ছাহাবায়ে কেরামদের মনে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হওয়ার আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মোমেন ব্যক্তি গোনাহ্কে এমন মনে করে যেন তাহার মাথার উপর একটি পাহাড় রহিয়াছ এবং যে কোন সময় উহা তাহার মাথার উপর পতিত হইতে পারে। আর গোনাহ্গার ও ফাজের ব্যক্তি গোনাহ্কে এমন মনে করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি আসিল, আর সে হাত দ্বারা উহাকে তাড়াইয়া দিল।

অর্থাৎ ফাজের বা গোনাহ্গার ব্যক্তি গোনাহ্কে একেবারেই মামুলী বিষয় মনে করে। গোনাহের কারণে তাহার অন্তরে কোন প্রকার ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে গোনাহের কারণে মোমেনের অন্তরে এমন পেরেশানী ও ভীতির সঞ্চার হয় যেন এক্ষুণি তাহার মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহা প্রকৃত মোমেনের ছিফাত যাহা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ণনায় অপর যেই বিষয়টি জানা গেল তাহা এই যে, মাগফেরাতের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়াটির তালিম দিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ

(দোয়াটির অর্থ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে)

গোনাহের কারণে লজ্জিত ও পেরেশান হইয়া আগত ছাহাবাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উপরোক্ত দোয়াটি পড়াইলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, উঠিয়া দাড়াও, আল্লাহ্ পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ছাহাবা তো পূর্ব হইতেই লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিলেন। অনুশোচনা হইল তওবার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এক্ষণে এই অনুশোচনা ও পাপের অনুভূতি, স্বীয় অপরাধ স্বীকার, পাপের তুলনায় আল্লাহ্র রহমতের অসীমতার অনুভূতি এবং সব শেষে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির বুকভরা আশা লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা– ইত্যাদি বিষয়গুলির যখন এক সঙ্গে সমাবেশ ঘটিল, তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য কত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর দোয়ার তালিম দিয়াছেন।

فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

পাপের অনুশোচনায় মুক্তি

হাদীস–১১

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ ـ

অর্থঃ হযরত উক্বা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একবার) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আরজ করিলাম, মুক্তির উপায় কি? এরশাদ হইল, তোমার জবানকে সংযত রাখ এবং নিজের ঘরেই অবস্থান কর। আর নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর।

–আহমদ,তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ হযরত উক্বা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু মুক্তি ও নাজাতের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি মূল্যবান নসীহত এরশাদ করিলেন। যেই ব্যক্তি ঐ সকল নসীহতের উপর আমল করিবে সে যাবতীয় গোনাহ্ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত হইতে মুক্তি পাইবে।

প্রথম নসীহতঃ

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, তুমি তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। যদি জবানকে সংযত না রাখ তবে সে তোমাকে নানা প্রকার গোনাহ্ ও মুসীবতে লিপ্ত করিয়া তোমার বিশেষ ক্ষতিসাধন করিবে। জবান সামান্য বস্তু হইলেও উহার কারণে মানুষ ভয়াবহ মুসীবতের শিকার হইয়া থাকে।

এক হাদীসে আছে, নিঃসন্দেহে নিজের পায়ের দ্বারা মানুষের যতটুকু পদস্খলন ঘটে উহার চাইতে অধিক স্খলন ঘটে তাহার জবানের কারণে।

–মেশকাত।

হযরত ছুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ ছাক্বাফী রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে আপনি সর্বাধিক কোন জিনিসের ভয় করিতেছেন? উত্তরে তিনি স্বীয় জবানকে স্পর্শ করিয়া এরশাদ করিলেন, এই জিনিসটিকেই আমি অধিক ভয় করিতেছি। –তিরমিযি।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا

"যে নীরব রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে"।

আমাদের করণীয় হইল, অর্থহীন কথা–বার্তা, মিথ্যা কথা, গীবত (পরোক্ষে নিন্দা), তোহ্মত (মিথ্যা অপবাদ),–ইত্যাদি গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া তেলাওয়াত, জিকির, এস্তেগফার, দরূদ পাঠ–ইত্যাদি এবাদতে

মশগুল থাকা এবং সংক্ষেপে জরুরী কথা শেষ করিয়া পুনরায় আল্লাহ্ পাকের জিকিরে মনোনিবেশ করা। আমার লিখিত "জাবান কি হেফাজত" নামক কিতাবে এতদ্‌বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। (সম্প্রতি ঢাকার মোহাম্মদী লাইব্রেরী "জবানের হেফাজত" নামে উক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। –অনুবাদক)।

দ্বিতীয় নসীহতঃ

দ্বিতীয় নসীহতটি হইল, "তোমার ঘরেই তুমি অবস্থান কর"। ইহা একটি অমূল্য নসীহত। দুনিয়ার পরিবেশ আজ এতই নোংরা হইয়া গিয়াছে যে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে তথা সর্বত্রই যেন পাপের বন্যা বহিতেছে। সুতরাং ঘর হইতে বাহির হইলে সহজেই মানুষ বিবিধ পাপকার্যে আক্রান্ত হইতেছে। বদ্‌নেগাহী বা কু-নজর এবং গান-বাজনা বর্তমানে একেবারেই সহজলভ্য গোনাহে পরিণত হইয়াছে। বিপথগামী লোকেরা সর্বত্র মানুষকে পাপের পথে আকর্ষণ করিতেছে। পথে বাহির হইলেই মানুষ অন্যায়-অপরাধ ও জুলুমের শিকার হইতেছে অথবা নিজেই অপরের উপর জুলুম করিয়া বসিতেছে। এক কথায়, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র আজ অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস, জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা ও বিবিধ ফেৎনা-ফাসাদের জাল বিস্তার করিয়া আছে। সুতরাং দ্বীনী ও দুনিয়াবী জরুরতে ঘর হইতে বাহির হইলে যথা সম্ভব দ্রুত কাজ সমাধা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসাই নিরাপদ। ঘরের বাহিরে যত বেশী সময় কাটানো হয় ততই বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত ও গোনাহ্-খাতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় নসীহতঃ

তৃতীয় নসীহতে বলা হইয়াছে, "তুমি নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর"। এই নসীহতটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বান্দার দ্বারা কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে কান্নাকাটি করা-ইহাই নাদামাত ও পেরেশানীর লক্ষণ। আর নাদামাত বা স্বীয় অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং কলবের মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াই তওবার মূল কথা। বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হইবে তখনই সে নিজের গোনাহের কারণে কান্নাকাটি ও রোনাজারী করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সেই ভয়ের কারণে

মওলার দরবারে রোনাজারী করা- ইহা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক দামী বস্তু।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন দুইটি চক্ষু আছে যাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে না (অর্থাৎ দোজখ হইতে হেফাজতে থাকিবে)। প্রথমতঃ ঐ চক্ষু যাহা আল্লাহ্ পাকের ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চক্ষু যাহা আল্লাহ্‌র পথে প্রহরায় থাকিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়াছে। –তিরমিযি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেন বান্দার চক্ষু হইতে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বাহির হয়, যদিও ঐ অশ্রু মাছির মাথার বরাবরই হউক না কেন অতঃপর ঐ অশ্রু তাহার চেহারায় পৌঁছিয়া যায়, তবে আল্লাহ্ পাক তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিবেন।

–ইবনে মাজা, বায়হাকী।

একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে ক্রন্দন করিতেছিলেন। কান্নার কারণে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে জাঁতা পেষণের শব্দ বাহির হইতেছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে হাড়িতে পানি ফুটিবার মত শব্দ হইতেছিল।

–আবু দাউদ, নাসাই, ইবেন হিব্বান।

আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসুল ছিলেন মাসুম ও নিস্পাপ। তবুও তাঁহার রোনাজারী ও কান্নাকাটির এই হাল ছিল। সুতরাং আমরা গোনাহগার বান্দাদের জন্য কি পরিমাণ কান্না-কাটি করা উচিৎ তাহা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন। যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করিয়া নিজের গোনাহ্-খাতা ক্ষমা করাইয়া লইবে, আখেরাতে সে রাহাত ও আরামের জীবন লাভ করিবে। ভাই সকল! দোজখের আজাব বড় কঠিন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দোজখের আজাব হইতে হেফাজত করুন।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, হে লোক সকল! ক্রন্দন কর, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। কেননা দোজখবাসীগণ দোজখের মধ্যে এত কান্নাকাটি করিবে যে, তাহাদের চোখের পানি পড়িতে পড়িতে চেহারার মধ্যে

নহরের মত নালা হইয়া যাইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের পানি শেষ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং চোখের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

গোনাহ্ স্বীকার করাই তওবার সূচনা

হাদীস—১২

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বান্দা যখন নিজের গোনাহ স্বীকার করিয়া তওবা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। —বোখারী।

ব্যাখ্যাঃ নিজের অপরাধ ও গোনাহ্ স্বীকার করা ভাল লক্ষণ। কারণ নিজের অপরাধ স্বীকারের পরই তওবা করিবার তওফীক হয়। যাহারা গোনাহ্কে গোনাহ্ বলিয়া মনে করে না, অথবা গোনাহ্ করিয়া অপরাধ স্বীকার করে না। এই ধরনের লোকদের তওবা করিবার সুযোগই হয় না। শয়তান মালাউন আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করিয়া হযরত আদম আলাইহিস্সালামকে সেজদা করে নাই। আল্লাহ্ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ

অর্থঃ তুমি যে সেজদা করিলে না, কিসে তোমাকে ইহা হইতে বিরত রাখিল?

উত্তরে সে বলিল—

ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا

অর্থঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করিব যাহাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছন?

মরদূদ শয়তান আল্লাহ্ পাকের হুকুমকেই অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিল। এমনিভাবে দুনিয়াতে যাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে তাহারা অন্যায়—অপরাধ ও গোনাহের কাজ করিয়াও এই কথা স্বীকার করে না যে, আমরা অন্যায় করিয়াছি। অনেকে আবার এমন ওজর—আপত্তিও পেশ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আবার কোন কোন হতভাগা এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ পাকের হুকুমকেই অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকে। আরেক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহ ও নাজায়েজকে জায়েজ বানাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহানা ও কারণ তালাশ করিয়া ফিরে। যাহাদের চরিত্র এইরূপ তাহারা কেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিবে? আর মানুষ যদি নিজের অপরাধকে অপরাধই মনে না করে তবে কি করিয়া তাহার তওবা নসীব হইবে? ইহা শয়তানের বিরাট সাফল্য যে, সে মানুষের দ্বারা অপরাধ করায় কিন্তু তাহাকে অপরাধ স্বীকার করিতে দেয় না এবং বিভিন্ন ছল—চাতুরী ও হীলা—বাহানা করিয়া তাহাকে তওবা হইতে বিরত রাখে। কোন মানুষ যখন তওবা না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন শয়তানের আনন্দের সীমা থাকে না।

এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা সুদ গ্রহণ করে কিন্তু উহাকে 'ব্যবসা' হিসাবে আখ্যা দিয়া স্বীয় নফ্সকে ধোকা দিতেছে। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে অথচ মুখে বলে যে, আমরা অহংকার করি না। (অথচ তাহারাই টাখনুর উপরে কাপড় পরাকে অভদ্রতা মনে করে, ইহা অহংকার নহে তো কি?) দাড়ি চাঁছিয়া অপরাধ স্বীকার করিবে তো দূরের কথা পাল্টা বলিয়া বেড়ায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সাধারণ রেওয়াজ হিসাবেই দাড়ি রাখিয়াছিলেন। আজ যদি তিনি দুনিয়াতে জীবিত থাকিতেন, তবে তিনিও দাড়ি চাঁছিয়া ফেলিতেন (নাউযুবিল্লাহ্) শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কত মারাত্মক অপব্যাখ্যা করা হইতেছে। আজকাল অনেকেই মদ্য পান করিয়া উহাকে ভিন্ন নামে আখ্যা দিয়া স্বীয় অপরাধ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘুষকে 'হাদিয়া' নাম দিয়া চালানো হইতেছে। এই সবই হইল নফ্স ও শয়তানের ধোকা। এই ধরনের ছল—চাতুরী দ্বারা আখেরাতের আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

গোনাহ্ করিবার পর মানুষের মনে যদি অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, নিজের অপরাধের অনুভূতিতে যদি সে লজ্জিত হয় তবে তাহার দ্বারা তওবা করা

সম্ভব। পক্ষান্তরে যাহারা অপরাধ ও গোনাহ্ করিবার পর পাল্টা তর্ক করে, গোনাহ্কে হালাল মনে করে এবং এই গোনাহ্ হইতে যাহারা বাঁধা দান করে তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া বোকা বানাইতে চেষ্টা করে- তওবা করা কখনো তাহাদের ভাগ্যে জোটে না।

প্রকৃত মোমেনের শান হইল, প্রথমতঃ সে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। আর যদি কখনো কোন প্রকার গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া যাইবে।

ছোট ছোট গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ

হাদীস-১৩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা! যেই সকল গোনাহ্কে ছোট ও নগণ্য মনে করা হয় উহা হইতেও বাঁচিয়া থাক। কেননা, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে উহার ব্যাপারেও তলবকারী অর্থাৎ লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তা মওজুদ রহিয়াছে। -ইবনে মাজা, দারেমী, বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ছগীরা গোনাহ্ হইতেও বাঁচিয়া থাকার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে, উহাকে কখনো মামুলী কনে করিও না। কারণ, ছগীরা গোনাহের জন্যও জবাবদিহি ও শাস্তি হইতে পারে। আসল ব্যাপার হইল, কবীরা গোনাহের তুলনায় ছগীরা গোনাহ্কে "ছোট গোনাহ্" মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের শান ও আজমত এবং বান্দার প্রতি তাঁহার অফুরন্ত নেয়ামত, রহমত ও অনুগ্রহের কথা চিন্তা করিলে ঐ ছগীরা গোনাহ্কেও "মহা পাপ" বলিয়াই মনে হইবে।

মানুষ যখন ছগীরা গোনাহ্কে মামুলী মনে করিতে থাকে, তখন প্রথমতঃ তাহার তওবা করার সুযোগ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ছগীরা গোনাহ্ ক্রমে তাহাকে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। আর তওবার অভ্যাস না থাকার কারণে তাহার কবীরা গোনাহ্ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে ছগীরা গোনাহ্সমূহ বার বার করিবার কারণে উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। এইভাবে মানুষ যখন যাবতীয় গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন সে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে ক্রমে একেবারেই বে-পরোয়া হইয়া উঠে এবং একদিন তওবা ছাড়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মোমেন বান্দাদের জন্য সর্বাবস্থায় যাবতীয় ছগীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। যখনই কোন গোনাহ্ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার করিয়া লইবে। ছগীরা গোনাহ্কে কখনো তুচ্ছ মনে করিবে না।

নফ্স ও শয়তান মানুষকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ছোট হইতে বড় অপরাধের দিকে টানিতে থাকে। প্রথমে সে কোন মাকরূহ আমলের বিষয়ে অভয় দিয়া বলে যে, ইহা তো মাকরূহ, হারাম নহে। সুতরাং তেমন ভয়ের কোন কারণ নাই। অথচ মাক্রূহ হইতে বাঁচিয়া থাকাও আবশ্যক। কিন্তু চতুর শয়তান মানুষকে প্রথমে মাক্রূহে তানযীহ্, পরে মাক্রূহে তাহ্রিমী এবং সব শেষে হারাম কাজে অভ্যস্ত করাইয়া ছাড়ে।

মানুষ যখন গোনাহের কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার পক্ষে গোনাহ্ ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরনের লোকেরা তওবার সুযোগ হইতেও মাহরূম থাকে। আগুন কম হউক আর বেশী হউক সকল অবস্থায়ই উহা মানুষের জন্য বিপদজনক। মানুষের সর্বনাশ করিতে বেশী আগুনের প্রয়োজন হয় না। আগুনের সমান্য একটি স্ফুলিঙ্গ যদি কোন ক্রমে মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে, তবে উহাই ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মানুষকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিতে পারে। বিষ বেশী হউক আর কম হউক, সর্বাবস্থায় উহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমনিভাবে ছোট-বড় সকল গোনাহ্ই মানুষের জন্য আজাবের কারণ হইবে। আল্লাহ্ পাক বড় মেহেরবান, তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন, আবার ক্ষমা না করিয়া শাস্তিও দিতে পারেন। আমাকে যদি ক্ষমা না করিয়া আজাবে নিক্ষেপ করা হয়

তবে সেই ক্ষেত্রে আমার পরিণতি কি হইবে? এই সকল মোরাকাবা করিয়া নিজেকে যাবতীয় গোনাহ্ ও নাফরমানী হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

সমাজে এক ধরনের মানুষ আছে, তাহাদিগকে যদি বলা হয় যে, অমুক কাজটি করা শরীয়ত সম্মত নহে; তখন তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসে যে, উহা কি নাজায়েজ না হারাম? অর্থাৎ তাহারা যেন এই কথাই বলিতে চায় যে, হারামের হাতুড়ী হইতে আত্মরক্ষার চিন্তা করা যাইতে পারে কিন্তু নাজায়েজের চাবুক হইতে বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। অথচ হারামও নাজায়েজই বটে। শরীয়তে যাহার অনুমতি নাই উহাই নাজায়েজ। সুতরাং না জায়েজের মধ্যে মাকরূহ, হারাম সবই সমান। কাজেই দুনিয়ার সামান্য ভোগ-বিলাসের জন্য আখেরাতের কঠিন আজাব সহিতে নিজেকে প্রস্তুত করা ভয়াবহ বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

আসল ব্যাপার হইল আমাদের মন-মানসিকতায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার স্বভাব গড়িয়া ওঠে নাই। অন্যথায় যেই মহান রাব্বুলআলামীন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার অসংখ্য নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করিতেছি; তাহার নাফরমানী ছোট হউক বড় হউক, উহা সরাসরি অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের গোনাহের কারণে আল্লাহ্ পাক যদি আমাদিগকে কোন প্রকার শাস্তি নাও দেন এবং তিনি আমাদিগকে "ক্ষমা করিয়া দিবেন" এমন নিশ্চিত সংবাদ যদি পূর্ব হইতেই জানাইয়া দেওয়া হইত, তথাপি ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক। আজাবের ভয়ে নাফরমানী হইতে বিরত থাকা হইল নিমক হারাম গোলামের চরিত্র। যেই গোলাম শাস্তির ভয়ে মনিবের আনুগত্য করে সে কখনো মনিবের প্রকৃত অনুগত হইতে পারে না। প্রকৃত ওফাদার ও অনুগত গোলাম কস্মিনকালেও মনিবের অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও করিতে পারে না। বরং মনিবের অসংখ্য নেয়ামতে অবগাহন করিয়া আনুগত্যই যেন তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। হুকুম অমান্য করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, অথবা অপরাধ স্বীকার করিলে মার্জনা পাওয়া যাইবে- ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাহার হয় না। সে শুধু ইহাই জানে যে, মনিব যাহা হুকুম করিবেন আমাকে তাহাই মানিতে হইবে। মনিবের সামান্য অবাধ্যতা ও নাফরমানীই তাহার নিকট আজাবের মত মনে হয়।

প্রকৃত গোলাম ও নেক বান্দাদের অবস্থা হইল, লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে দৃশ্যতঃ দেহের উপর কষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু সামান্য নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারীতে যেই বিঘ্ন সৃষ্টি হইল, উহার অনুশোচনায় কলবের মধ্যে যেই পেরেশানী ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় উহার জ্বলন ও দহন শারীরিক আজাব হইতেও অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পরও ঐ ভাগ্যবান ছাহাবাগণ ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্কে সর্বদা ভয় করিয়া চলিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

মানব হৃদয়ে সর্বদা আল্লাহ্র ভয় বিরাজ করিতে থাকা ইহা আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। কলবের মধ্যে যদি সর্বদা আল্লাহ্র ভয় বিরাজ করিতে থাকে তবে সে নিজের নফ্সকে যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত রাখিতে পারিবে। হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনগণ মামুলী গোনাহ্কেও অনেক বড় মনে করিতেন।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন অনেক আমল করিয়া থাক যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও চিকন মনে হয়, কিন্তু আমরা উহাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় ধ্বংসাত্মক অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতাম।

মোট কথা, যাহার অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় বসিয়া গিয়াছে সে ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্ হইতে নিজের নফ্সকে হেফাজত করিয়া সর্বদা নেক আমলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

★

হাদীস-১৪

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ -

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সকল বেদ্আতীর তওবা স্থগিত রাখিয়াছেন যতক্ষণ না তাহারা ঐ বেদ্আত ত্যাগ করিবে। —তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন বেদ্আতী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার বেদ্আত ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করিবেন না। বস্তুতঃ বেদ্আত এমন এব ভয়াবহ বস্তু যে, উহা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করিয়া দেয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের সকল বিভাগ ও শাখা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কোন্‌টি নেক আমল আর কোন্‌টি বদ আমল উহা পরিপূর্ণভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধণের প্রয়োজন নাই।

আলেমগণ বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কোন বেদ্আতের প্রচলন করিল সে যেন তাহার আমল দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের পরিপূর্ণ বিধান পেশ করেন নাই। সুতরাং দ্বীনের ঐ অসম্পূর্ণ বিধানসমূহ আমি আমল করিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছি। ভাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় গোমরাহী। অথচ আজ বহু মুসলমানই এই গোমরাহীতে লিপ্ত। তাহাদিগকে ঐ ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করিয়া সুন্নত ও শরীয়তের উপর আমল করিতে আহবান করিলেও তাহারা উহাতে কর্ণপাত করিতেছে না। বেদ্আতীদের জন্য সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, তাহাদের জীবনে তওবা করিবার সুযোগ হয় না। কারণ, তাহারা তো ঐ বেদ্আতকেই সুন্নত ও শরীয়ত মনে করিয়া আমল করিতেছে, সুতরাং তওবা করিবার প্রশ্নই আসে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ইবলিস বলে যে, আমি মানুষের দ্বারা পাপ করাইতে করাইতে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি, আর তাহারা এস্তেগফার দ্বারা আমাকে ধ্বংস করিয়াছে। (অর্থাৎ আমি বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাদের মধ্যে পাপের যেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি মানুষ এক তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া দিয়াছে)। যখন আমি এই দৃশ্য দেখিতে পাইলাম তখন আমি তাহাদিগকে নফ্‌সের খাহেশাতের মাধ্যমে বরবাদ করিলাম (অর্থাৎ

এমন সব আক্বীদা ও আমলের মধ্যে লাগাইয়া দিলাম যাহার সাথে কোরআন ও হাদীসের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু মানুষ উহাকে দ্বীন মনে করিয়াই আমল করিতে লাগিল)। তাহারা যেহেতু বেদ্আতী আক্বীদা ও আমলকেই ছহী দ্বীন মনে করিয়া উহার উপর জমিয়া রহিয়াছে সুতরাং তাহারা কখনো তওবা করিতেছে না। —তারগীব ওয়া তারহীব।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, বেদ্আতীগণ বিভ্রান্তির শিকার হইয়া স্বীয় বেদ্আত হইতে তওবা করিতেছে না। তাহারা যদি নিজেদের অপরাপর গোনাহের ব্যাপারে তওবা করে তবে উহাও কবুল হইবে না— যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের বেদ্আত হইতে তওবা করিবে। ১

ছুনানে ইবনে মাজাতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক কোন বেদ্আতীর রোজা, নামাজ, হজ্ব, ওমরা, জেহাদ এবং কোন ফরজ ও নফল আমল কবুল করিবেন না। আটা কাই বানানোর পর উহা হইতে চুল যেমন পরিষ্কারভাবে বাহির হইয়া আসে, তদ্রূপ বেদ্আতী ব্যক্তি ইসলাম হইতে পরিষ্কার বাহির হইয়া যাইবে।

—তারগীব ওয়া তারহীব, মুনজিরী।

কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা

হাদীস—১৫

وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اَنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ - اَوْكَمَا قَالَ -

অর্থঃ হযরত জুনদুব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন

১। বেদ্আতের নূতন নূতন নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কারকারী এবং উহার প্রতি মানুষকে আহবানকারীদের চরম পরিণতির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার দ্বারা শুধু যে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এমন নহে, বরং যত মুসলমান ঐ ভ্রান্ত নীতির উপর আমল করিবে উহার সমুদয় গোনাহ্ তাহার আমল নামায়ও লেখা হইবে। —আহকামে মাইয়্যেত।

গোনাহ্গার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, আল্লাহ্র কসম! অমুককে আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না। অথচ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি কে? যে শপথ করিবার অধিকার না পাইয়াও শপথ করিয়া আমার উপর বাধ্যতা আরোপ করিতেছে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করিব না। হে ঐ ব্যক্তি! যে এমন শপথ করিয়াছে, আমি তোমার আমলকে বরবাদ করিয়া দিলাম আর ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। –ছহী মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ এবং তাহার বান্দার মধ্যকার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নহে। মানুষ যত বড় পাপীই হউক, সে যখন খালেছ নিয়তে এবং যথাযথভাবে তওবা করিবে তখন আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অনেকেই এমন মন্তব্য করিয়া বসে যে,অমুক ব্যক্তি কিভাবে ক্ষমা পাইবে? তাহার নিকট তো ক্ষমা পাওয়ার মত কোন ছামান দেখা যাইতেছে না। এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই অর্থহীন। আগে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন। নিজের চিন্তায় যে মশগুল থাকিবে সে অপরের ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগই পাইবে না। নিজের দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর উপর অহংকার করা, নিজের মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আর অপরের গোনাহ্–খাতার হিসাব–নিকাশ করিয়া মন্তব্য করা যে, অমুকের মাগফেরাত হইবে না– ইত্যাদি বড় বোকামি ও দুর্ভাগ্যজনক। ইহা মোমেনের শানের খেলাফ। প্রকৃত অবস্থা হইল,কোন মুসলমানই নিজের হাল ও পরিণতি কি হইবে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং অপরের মাগফেরাতের ব্যাপারে মন্তব্য করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। মাগফেরাতের মালিক আল্লাহ্। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ক্ষমা করিবেন। এই ব্যাপারে দখল দেওয়ার কাহারো কোন অধিকার নাই। এই অনধিকার চর্চার কারণেই আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির আমল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক অমুককে ক্ষমা করিবেন না। বরং যাহার ব্যাপারে মন্তব্য করা হইয়াছিল আল্লাহ্ পাক তাহাকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব, কোন গোনাহ্গারের ব্যাপারেই এই ধরনের মন্তব্য করা সমীচীন নহে। কাহার পরিণতি কি হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইস্রাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর গভীর ভালবাসা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল বড় আবেদ আর অপরজন ছিল গোনাহ্গার। আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বন্ধুকে সর্বদা বলিত, তুমি আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাক। সে জবাব দিত, আমার বিষয়ে ভাবিও না। আমার অবস্থা আমি জানি আর জানেন আমার আল্লাহ। মাঝে–মধ্যেই তাহাদের মধ্যে এই ধরনের কথা হইত। একদিন আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বন্ধুকে এমন এক অপরাধ করিতে দেখিল যে, সে মনে করিল, ইহা বড় মারাত্মক গোনাহ্। সুতরাং সে আগের মতই তাহাকে বলিল, তুমি পাপ হইতে বিরত থাক। সেও আগের মতই জবাব দিল, আমাকে আমার অবস্থায় ছাড়িয়া দাও, আমার অবস্থা আমি জানি আর আমার আল্লাহ্ জানেন। আমার উপর কি তোমাকে নেগরান বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? এই কথা শুনিবামাত্র আবেদ রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ কখনো তোমাকে ক্ষমা করিবেন না এবং তোমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে দিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তা পাঠাইয়া উভয়ের জান কবজ করাইলেন। তাহাদিগকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হইলে তিনি আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বান্দার প্রতি যদি আমি রহম নাজিল করি তবে উহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে কি? উত্তরে সে তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিল, এইবার আল্লাহ্ পাক গোনাহ্গার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়া আবেদকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিলেন। –মেশকাত।

উপরের ঘটনায় দেখা গেল, এক গোনাহ্গার ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করা এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে মাগফেরাতের আশা পোষণ করার কারণে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পক্ষান্তরে এক আবেদ ব্যক্তিকে তাহার বে–পরোয়া আচরণের কারণে দোজখে নিক্ষেপ করা হইল।

ছহী বোখারী ও মুসলিম শরীফে অপর এব ব্যক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহগত প্রাণ ব্যক্তি)–এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেব জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া

ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। কেহ তাহাকে বলিয়া দিল, তুমি অমুক বস্তিতে যাও। সে ঐ বস্তির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বস্তির দিকে ঘুরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে সে যাইতেছিল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রহমত ও আজাবের ফেরেস্তাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেস্তা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিৎ। আজাবের ফেরেস্তা যুক্তি দেখাইয়া বলিল, সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব, তাহার সহিত আজাবের মোয়ামালা হওয়া উচিৎ। এই সময় আল্লাহ্ পাক (মৃত ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে যাইতেছিল সেই) বস্তিকে হুকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বস্তি হইতে সে যাত্র করিয়াছে উহাকে হুকুম করিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাগণকে হুকুম করিলেন, উভয় বস্তির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কোন্ বস্তির নিকটবর্তী। ফেরেস্তাগণ মাপিয়া দেখিল, যেই বস্তির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বস্তি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী। আর যেই বস্তি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বস্তির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

–মেশকাত।

আল্লাহু আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল মাত্র। আল্লাহ্ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বস্তিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বস্তিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উছিলা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং মানুষ যতবড় গোনাহ্গারই হউক তাহার কর্তব্য

হইল আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হওয়া, মনোযোগী হওয়া এবং যথা সম্ভব তওবার শর্তসমূহ আদায়ের মাধ্যমে তওবা করিতে থাকা। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ পাক জরুর ক্ষমা করিয়া দিবেন।

গোনাহ্ প্রকাশ করাও গোনাহ্

হাদীস—১৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا كَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উম্মতই নিরাপদ (অর্থাৎ মাগফেরাতযোগ্য)। ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে। ইহাও মানুষের অসাবধানতা ও বেপরোয়া আচরণ (যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়) যে, মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে কোন পাপ কার্য করে আর আল্লাহ্ পাক উহাকে গোপন রাখা সত্ত্বেও সকালে সে মানুষকে ডাকিয়া বলে, আমি রাতে এমন এমন কাজ করিয়াছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে আবরণের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর সকাল হইতেই সে আল্লাহ্র দেওয়া সেই আবরণ নিজের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিল। –বোখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে গোনাহ্কে গোপন রাখার কথা বলা হইয়াছে। মোমেনের প্রথম কর্তব্য হইল, ছোট–বড় সকল গোনাহ্ হইতে পরহেজ করিয়া চলা। আর কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে উহা প্রকাশ না করিয়া গোপনে আল্লাহ্ পাকের নিকট লজ্জিত হইয়া তওবা–এস্তেগফার করা। অপর কেহ যেন ঐ অপরাধ সম্পর্কে জানিতেও না পারে। মনিব ও গোলামের মধ্যেই

যেন সকল কিছু সমাধা হইয়া যায়।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোপনে গোনাহ্ করিয়া পরে উহা ইয়ার-বন্ধুদের নিকট বলিয়া বেড়ায়। আর গোনাহ্ প্রকাশ করাকে ফখর ও গৌরবের বিষয় মনে করে। এই ধরনের বে-পরোয়া ও গর্হিত আচরণ আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। গোনাহ্ প্রকাশ করাও অপরাধ। সুতরাং যাহারা গোনাহ্ করিয়া আবার উহা প্রচার করে তাহারা গোনাহের উপর গোনাহ্ করিল। শরীয়তের পরিভাষায় তাহাদিগকে 'মুজাহির' ও 'ফাসেকে মু'লিন' বলা হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাভাবিক লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সম্মুখে বে-পরোয়াভাবে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতে থাকে তাহাদিগকেও 'ফাসেকে মু'লিন বলা হয়। এই ধরনের নাফরমানী ও নির্লজ্জতার কারণে মানুষের দিলের এতমিনান ও আত্মার শান্তি তিরোহিত হইয়া এক সার্বক্ষণিক মুসীবত ও পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া ও তওবা করার সুযোগ হয় না। আর বিনা তওবায় ইন্তেকাল করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

তাহাজ্জুদের সময় তওবা করা

হাদীস-১৭

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ
كُلَّ لَيْلَةٍ اِلىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ
يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ تَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهٗ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ পাক (পৃথিবীর) নিকটবর্তী আসমানে নাজিল হইয়া ঘোষণা দেন; এমন কে আছ, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া

কবুল করিব? কোন কিছু প্রার্থনা করিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব?
-বোখারী,মুসলিম।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "এমন কে আছ, যে এমন সত্তাকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে, আর তিনি কাহারো উপর জুলুম করেন না।" ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এইরূপ ঘোষণা দিতে থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে শেষ রাতে দোয়া করা এবং স্বীয় গোনাহ্-খাতার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বলা হইয়াছে। দোয়া কবুল হওয়ার সবচাইতে উত্তম সময় হইল, ফরজ নামাজের পর এবং শেষ রাতের মাঝামাঝি সময়। -তিরমিযি।

শেষ রাতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন; কে আছে, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট কোন কিছু চাহিবে, আর আমি তাহাকে দান করিব? আল্লাহ্ পাকের এই ঘোষণা সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যাহারা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত তাহারা তো প্রতি দিনই ঐ সময় আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করার এবং তওবা-এস্তেগফার ও নিজের হাজত পেশ করার সুযোগ পাইয়া থাকেন। যাহারা তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হন না তাহারা অন্ততঃ মাঝে-মধ্যে ঐ সময় উঠিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া-খায়ের ও কান্নাকাটি করা উচিৎ। দোয়া এবং তওবা সকল সময়ই কবুল হইয়া থাকে। কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এমন কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাহিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি ক্ষমা করিয়া দিব? ঠিক ঐ সময় দোয়া ও তওবা কবুলের খাছ সময়। তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকিলেও যদি কোন দিন ঐ সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তবে ঐ সুযোগেই কিছু দোয়া-কালাম ও তওবা-এস্তেগফার করিয়া লওয়া উচিৎ, যেন আল্লাহ্ পাকের দেওয়া এই বিশেষ সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইতে না হয়।

আল্লাহু আকবার। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ক্ষমা করার জন্য ডাকিতেছেন আর আমরা আরামের সহিত ঘুমাইয়া রহিয়াছি; ইহা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ছহী সমঝ দান করুন। আমরা যেন একমাত্র তাহার নিকটই সকল কিছু কামনা করি। আমাদের জাহের–বাতেন ও মন–প্রাণ দিয়া যেন তাহার দিকেই ধাবিত হইতে পারি।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে– "কে আছ, যে এমন পাক জাতকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে এবং তিনি কখনো জুলুম করেন না।" ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছদকা, জাকাত–খয়রাত যাহা কিছুই দান করিবে উহার প্রতিদানে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক বেশী বিনিময় দান করিবেন। খরচ করা হইবে মাখলুকের উপর আর বিনিময় দিবেন সৃষ্টিকর্তা খালেক। তাঁহার কোন জিনিসেরই প্রয়োজন নাই। দুনিয়াতে যত মানুষের নিকট যত বস্তু আছে ঐ সমুদয় বস্তু আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়াতে মাখলুক সৃষ্টির পর হইতে সকলের যাবতীয় ছামান তিনিই যোগান দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অফুরন্ত খাজানায় কখনো বিন্দুমাত্র কমী আসে নাই, আসিবেও না। ইহা তাঁহার খাছ মেহেরবানী যে, আল্লাহ্র দেওয়া জান–মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করাকেই তিনি বান্দার পক্ষ হইতে 'করজ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। উপরন্তু উহার বদলা হিসাবে অনেক বড় বিনিময় দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। আর আল্লাহ্ পাক যাহা ওয়াদা করিয়াছেন উহা অবশ্যই পূরণ করিবেন।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার সকল ধন–সম্পদের মালিক আল্লাহ্, দুনিয়ার যেই মানুষ উহার 'অস্থায়ী মালিক' সেও আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্ট মাখলুক। অতঃপর উহা হইতে ছদকা দেওয়ার নাম রাখা হইয়াছে 'করজ' (ঐ ছদকাও আবার মানুষই ভোগ করিতেছে)। আবার ঐ করজের বিনিময়ে ছাওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁহার দয়া ও রহমতকে সহজলভ্য করার জন্যই তিনি এতসব আয়োজন করিয়াছেন।

তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা

হাদীস–১৮

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ لَهٗ اَبِىْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ النَّدَامُ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ -

অর্থঃ প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মা'কিল (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাছউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে হাজির হইলাম। আমার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, লজ্জিত হওয়াই তওবা? উত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ! আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহা শুনিয়াছি। ১ –মুসতাদরাকে হাকিম।

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সমন্বয়ে তওবা অস্তিত্ব লাভ করে। জ্ঞান, অনুশোচনা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ্ বর্জন করা। সাথে সাথে অতীত দিন সমূহের ক্ষতিপূরণ আদায় করাও কর্তব্য। এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শঃ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয় এবং জ্ঞানকে উহার ভূমিকা এবং গোনাহ্ বর্জনকে উহার ফলাফল আখ্যা দেওয়া হয়। এই দিক দিয়াই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, الندامة توبة 'অনুশোচনা হইতেছে তওবা।' কেননা অনুশোচনার নিশ্চয় কোন কারণ থাকিবে এবং পরবর্তীতে উহার ফলাফলও কিছু প্রকাশ পাইবে। জনৈক বুজুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন, তওবা হইতেছে সাবেক গোনাহের জন্য অনুশোচনার অনলে অন্তর বিগলিত হওয়া। এই সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই মর্মবেদনার পরিষ্কার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা একটি অগ্নি, যাহা অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এবং একটি বেদনা, যাহা হৃদয় হইতে আলাদা হয় না। কেহ কেহ গোনাহ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা হইল অনাচারের পোশাক খুলিয়া সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা। সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্ তশতরী (রহঃ) বলেন, নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে রূপান্তরের নাম তওবা। ইহা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নহে। সম্ভবতঃ এই সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তওবার প্রথম বিষয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল এই কথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তাহার প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র মধ্যে আড়াল হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের ফল স্বরূপ অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

–এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, (বাংলা সংস্করণ) পৃঃ ১২ –অনুবাদক

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দ্বারা কোন প্রকার গোনাহ্ বা অপরাধ সংঘঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু গোনাহ্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া মওলার দরবারে নিজের অপরাধের জন্য পেরেশানী জাহের করা– ইহা আল্লাহ্ পাকের নিকট বড় পছন্দনীয়। আর ইহাই তওবার মূল কথা ও প্রধান অঙ্গ। নিজের হীন অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়া এই কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহ্ পাক আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনিই আমার অস্তিত্ব দান করিয়া উহার মধ্যে অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন। অতঃপর জীবন ধারণের অসংখ্য নেয়ামত দান করিয়াছেন। জীবন ও জীবিকা তাঁহারই দেওয়া সম্পদ। অথচ আমি আল্লাহ্ পাকের সেই নেয়ামত সমূহের দ্বারা তাঁহার বন্দেগী ও গোলামীর পরিবর্তে তাঁহার নাফরমানী করিতেছি। ইহার চাইতে বড় অপরাধ ও নাশুকরী আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে বার বার আল্লাহ্ পাকের আজমত ও বড়ত্বের মোরাকাবা করিয়া নিজের দীনতা–হীনতার কথা স্মরণ করা যে, আমি কি ছিলাম, কোন বস্তু দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আমাকে কত নেয়ামত দান করা হইয়াছ। কিন্তু হাঁয়! আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ভোগ করিবার পরও আমি অধম কেমন করিয়া তাঁহার নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া গেলাম?

লজ্জা ও অনুশোচনাকে এই জন্য তওবার প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে যে, গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হইবে তখন উহার আছর ও প্রভাব তাহার আমলের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এবং তওবার বাকী দুইটি অংশের উপরও আমল করা সহজ ইহয়া যাইবে। অতীতের অপরাধ ও গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা ও অনুতাপের সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্যও পাকা এরাদা করিবে; যেন আর কখনো এই ধরনের অপরাধ ও গোনাহ্ না হয়। এই যাবৎ হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে উহার তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করিতে থাকিবে। হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদের পরিমাণ যদি অধিক হয় তবে যত দিন উহা আদায় না হইবে তত দিন অবিরাম উহা আদায় করিতে থাকিবে। ইহাই সত্যিকার তওবা। শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিতে থাকিলেই তওবা হয় না। ১

১। ছুনানে ইবনে মাজার টীকায় বলা হইয়াছে, অনুতাপ হইল তওবার বড় অংশ। অনুতাপই তওবার অন্যান্য অংশগুলিকে বাস্তবায়িত করে। কেননা, অনুতপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত

হাদীস—১৯

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থঃ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে যথার্থ বলিয়াছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেহ গোনাহ্ করিবার পর যদি ভালভাবে পাকী হাসিল করে (অর্থাৎ যথাযথভাবে অজু করে এবং গোসল ফরজ হইয়া থাকিলে ভালভাবে গোসল করে) অতঃপর নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী হাদীসে তওবার প্রধান তিনটি অংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ–

১। অতীতের অপরাধ সমূহের উপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

২। ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার অঙ্গীকার এবং–

৩। আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক যাহা নষ্ট করা হইয়াছে তাহা আদায় করা।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

গোনাহ্ হইতে পবিত্র হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মূলতঃ এই দুই কাজের দ্বারাই তওবা পূর্ণতা লাভ করে। তবে ফরজ কাজের ক্ষেত্রে উহা আদায় করা এবং হক্কুল এবাদের বেলায় বান্দার হক বান্দার নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন। আর এই কথা সুস্পষ্ট যে, অনুতাপ এই কাজগুলিকে তরান্বিত করে।

এইভাবে যখন তওবা করা হইবে তখন উহা অবশ্যই কবুল হইবে। তওবার উপরোক্ত বিধানের সহিত যদি আরো কিছু আমল যোগ করা হয় তবে তওবা কবুলের বিষয়ে আরো বেশী আশাবাদী হওয়া যায়। যেমন– বেশী বেশী নেক আমল করা অথবা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বড় ধরনের কোন নেক আমলে যত্নবান হওয়া–ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অনেক অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার তওবা কবুল হইবে কি? পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা জীবিত আছেন কি? সে জানাইল, তাহার মাতা জীবিত নাই। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন খালা জীবিত আছেন? সে আরজ করিল, তাহার খালা জীবিত আছেন। রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবার এরশাদ করিলেন, তোমার খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। –তিরমিযি।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি মাতা ও খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে তাহার ঐ "ভাল ব্যবহার" তওবা কবুলের ব্যাপারে সহায়ক হইবে।

নামাজ পড়িয়া তওবা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে, উহাও এই কারণে যে, নামাজ আল্লাহ্ পাকের অনেক বড় এবাদত। কয়েক রাকাত নামাজ পড়িয়া তওবা করিলে তওবা কবুলের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী হওয়া যায়।

আলোচিত হাদীসে কালামে পাকের একটি আয়াতের যেই অংশবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল এমরানের আয়াত। পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থঃ আর তাহারা এমন লোক যে, যখন এমন কোন কাজ করিয়া বসে যাহাতে অন্যায় হয়, অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া বসে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। অতঃপর নিজের গোনাহ্ সমুহের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে আছে, যে গোনাহ্ মাফ করিবে? আর তাহারা স্বীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।

অতঃপর এই সকল ব্যক্তিবর্গের ছাওয়াবের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে–

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

অর্থঃ তাহাদের পুরস্কার হইবে মার্জনা তাহাদের প্রভূর নিকট হইতে এবং এমন উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং কত উত্তম প্রতিদান ঐ সব কর্মীদের।

পূর্বের আয়াতে বর্ণিত ومن يغفر الذنوب الا الله (এবং আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে আছে, যে গোনাহ্ মাফ করিবে।) দ্বারা নাছারাদের এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, প্রাদ্রীগণ ক্ষমা করিয়া দিলেই গোনাহের মার্জনা হইয়া যাইবে।

শেষোক্ত আয়াতে ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون [আর তাহারা স্বীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।] এখানেও এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে যে, বার বার গোনাহ্ করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাহাকেও যদি এমন দেখা যায় যে, তওবা–এস্তেগফারও করিতেছে এবং উহার পাশাপাশি গোনাহের কাজেও লিপ্ত আছে, তবে মনে করিতে হইবে যে, সে খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই। কেননা, সত্যিকার তওবা উহাকেই বলা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয় এবং তওবা করিবার পরে পূর্ণ হিম্মতের সহিত গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি জরুরী কথা হইল, "তওবা করিয়া লইব" এই ভরসার উপর কোন গোনাহের কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে এই ধারণার উপর তওবা করিতে বিলম্ব করা যে, বর্তমানে যেহেতু আমার দ্বারা খাঁটি তওবা হইতেছে না, সুতরাং এখন গোনাহ্ করিতে থাকি, যখন বৃদ্ধ হইব

(মন–মানসিকতার পারিবর্তন ঘটিবে) তখন তওবা করিয়া লইব; এই ধরনের চিন্তা–ভাবনা নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে। নফ্‌স আমোদ–প্রমোদ ও ভোগ–বিলাসের কারণে আর শয়তান আদম সন্তানের সহিত চির দুশমনীর কারণে মানুষকে তওবা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চায়। সুতরাং মানুষের চিরশত্রু নফ্‌স ও শয়তানের কথায় কখনো কান দিবে না। যখনই কোন গোনাহ্ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া কর্তব্য। ভবিষ্যতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কার হায়াত কতদিন আছে কেহই বলিতে পারে না। আল্লাহ্ না করুন, যদি বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ হয় তবে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগ–বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরকালের কঠিন আজাবকে সামনে রাখিবে, তাহা হইলে নফ্‌স তওবা করিতে বিলম্ব করিবে না।

খাঁটি তওবা করিবার পরও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। এইবারও খাঁটি নিয়তে তওবা করিবে। কয়েকবার এইরূপ হওয়ার পর ইনশায়াল্লাহ্ গোনাহের অভ্যাস ছুটিয়া যাইবে।

নিজের অপরাধ ও গোনাহের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা– ইহাই তওবা। তবে তওবার অপর দুইটি জরুরী বিষয় হইল, আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হকের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা

আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক সংক্রান্ত যেই সকল বিষয় নিজের জিম্মায় আছে উহা আদায় করাও তওবার অন্যতম অংশ। অনেকেই তওবা করেন কিন্তু হক্কুল্লাহ্ এবং হক্কুল এবাদ আদায়ের বিষয়ে মোটেই ফিকির করেন না। অথচ ইহা ব্যতীত তওবা কবুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। মানুষের হক ও আল্লাহ্‌র হক আদায় না করিয়া শুধু মুখে মুখে তওবা করিয়া মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা নিছক বোকামি ও নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

আল্লাহ্‌র হক আদায়ের বিবরণ

হুকূকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র হক আদায়ের মূল কথা হইল, বালেগ হওয়ার পর হইতে যেই সকল ফরজ এবং ওয়াজিব তরক হইয়াছে উহা আদায় করা। নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত– ইত্যাদি ফরজ আহকাম সমূহের যাহাই তরক হইয়াছে উহাই আদায় করিতে হইবে।

কাজা নামাজঃ

নামাজ কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করার হুকুম নাই। সুতরাং জীবনে যত নামাজ স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে এবং অসুস্থতা ও ছফর–ইত্যাদিতে ছুটিয়া গিয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উহা হিসাব করিয়া কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি হইল, গভীরভাবে মনে মনে চিন্তা করিবে যে, বালেগ হওয়ার পর জীবনে কত নামাজ কাজা হইয়াছে। অনুমান করিয়া কাজা নামাজ সমূহের এমন একটা সংখ্যা নির্ধারণ করিবে যাহার উপর দিল সাক্ষ্য দেয় যে, আমার কাজা নামাজের সংখ্যা উহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে। অতঃপর ঐ নামাজ সমূহের কাজা পড়িয়া লইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, জুমাতুলবিদা বা অন্য কোন বিশেষ দিনে 'ওমরীকাজা' নামে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লইলে জীবনের সকল কাজা নামাজ আদায় হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাজা নামাজ আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। সূর্যের উদয়–অস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য সকল সময়ই কাজা নামাজ পড়া যায়। সূর্য উদয় হইয়া যখন উহা এক বর্শা পরিমাণ উপরে ভাসিয়া উঠে তখন হইতেই কাজা ও নফল নামাজ পড়া যায়। আছর নামাজের পর নফল নামাজ পড়া যায় না। কিন্তু কাজা নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বক্ষণে যখন উহা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে তখন কাজা নামাজও প'ড়া যায় না।

এক দিনের ফরজ নামাজ ১৭ রাকাত এবং ৩ রাকাত বিতির– এই হিসাবে প্রতি দিনের বরাবরে মোট ২০ রাকাত কাজা আদায় করিবে। আর মুছাফির হালাতে চার রাকাতের ফরজ নামাজ যেহেতু দুই রাকাত (কছর) পড়িতে হয় তাই ঐ চার রাকাতের কাজাও দুই রাকাতই পড়িতে হইবে (যদিও উহা ঘরে বসিয়াই আদায় করা হইতেছে।)

এখানে আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের নামাজ যে সমান সংখ্যক হইবে ইহা জরুরী নহে। বরং সকল

ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, সকল মানুষের অবস্থা এক রকম নহে! কেহ ফজর নামাজ বেশী কাজা করিয়া থাকেন, কেহ আছর নামাজ, কাহারো হয়ত জোহরের নামাজই বেশীর ভাগ ছুটিয়া যায়। তা ছাড়া অনেকেই হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় নামাজ ঠিকই পড়েন কিন্তু ছফর ও বিমারীর হালাতে নামাজ ছাড়িয়া দেন। মোট কথা, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যেই ওয়াক্তের নামাজ যেই পরিমাণ কাজা হইয়াছে যথা সম্ভব সঠিক অনুমান করিয়া সেই পরিমাণই আদায় করিতে হইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আরেকটি ভুল ধারণার প্রচলন হইল, যেই ওয়াক্তের নামাজ সেই ওয়াক্তেই আদায় করিতে হইবে। অর্থাৎ জোহরের কাজা জোহরের সময় এবং আছরের কাজা আছরের সময়ই আদায় করিতে হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। যে কোন ওয়াক্তের নামাজ যে কোন সময়ই আদায় করা যাইবে। এমনিভাবে এক দিনে কায়েক দিনের কাজা নামাজ আদায় করিতেও কোন বাঁধা নাই। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ যদি কাজা হইয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা আদায়ের সময় নামাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরী নহে। আছরের নামাজ আগে এবং জোহরের নামাজ পরে আদায় করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

অনেকেই বিশেষ গুরুত্বের সহিত নফল নামাজ আদায় করিয়া থাকেন অথচ তাহাদের জিম্মায় হয়ত বছরের পর বছরের কাজা নামাজ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন ফিকির করেন না। ইহা বড় দুর্ভাগ্যের কথা। নফল ও সুন্নতে গায়রে মোআক্কাদার স্থলে কাজা নামাজ পড়া উচিৎ। ইহা ছাড়াও কাজা নামাজের জন্য ভিন্নভাবে সময় বাহির করিয়া লইবে। সম্পূর্ণ কাজা নামাজ আদায়ের পূর্বে যদি মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে কঠিন আজাবের শিকার হইতে হইবে।

জীবনে কত দিন কত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে উহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, যেই নামাজের কাজা পড়িবে সেই নামাজ জীবনে যত ওয়াক্ত কাজা হইয়াছে প্রথমে উহার সর্ব প্রথম ওয়াক্তের নিয়ত করিবে। যেমন জোহরের কাজা আদায়ের সময় এইরূপ নিয়ত করিবে যে, আমার জীবনে জোহরের যত ওয়াক্ত ফরজ কাজা হইয়াছে, উহার সর্বপ্রথম ওয়াক্তের কাজা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আদায় করিতেছি। অন্যান্য নামাজের বেলায়ও এইভাবেই নিয়ত করিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ওয়াক্ত সমূহের তরতীব ও ধারাবাহিকতা ঠিক থাকিবে।

জাকাত আদায়

জাকাত ফরজ হইবার পর যদি উহা আদায় করা না হইয়া থাকে তবে উহারও কাজা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং ভাল করিয়া খেয়াল করিবে, জীবনে কখনো জাকাত ফরজ হইয়াছিল কি-না। যদি হইয়া থাকে তবে উহা আদায় করা হইয়াছে কি-না। কোন বছরের জাকাত হয়ত পূর্ণই অনাদায় রহিয়া গিয়াছে, আবার কোন বছরের হয়ত আংশিক আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ নিজের জিম্মায় কি পরিমাণ জাকাত আদায় করা হয় নাই উহার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিলে ভাল, অন্যথায় অনুমান করিয়া উহার পরিমাণ নির্ণয়ের পর মন যখন পরিপূর্ণ আস্থার সহিত এই কথা সাক্ষ্য দিবে যে, আমার জাকাত ইহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে তখন ঐ পরিমাণ জাকাত প্রকৃত প্রাপকদিগকে দান করিয়া দিবে। এক সঙ্গেও আদায় করা যাইবে অথবা অল্প অল্প করিয়াও আদায় করিতে পারিবে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে এক সঙ্গে আদায় করিয়া ফেলাই ভাল। সামর্থ্য না থাকিলে যখন যেই পরিমাণ সম্ভব আদায় করিবে এবং পাক্কা নিয়ত রাখিবে যে, আমার জীবনে যত জাকাত ফরজ হইয়াছে আমি অবশ্যই উহা আদায় করিব। অতঃপর যখনই হাতে অর্থ আসিবে তখনই সাধ্য মত উহা আদায় করিবে। এই বিষয়ে অবহেলা করিবে না।

ফেৎরা আদায় করাও ওয়াজিব। সুতরাং কোন বছরের ফেৎরা যদি অনাদায় থাকে তবে উহাও আদায় করিতে হইবে। এমনিভাবে মান্নত আদায় না করিয়া থাকিলে উহাও আদায় করিতে হইবে। তবে কোন নাজায়েজ বিষয়ের মান্নত করাও পাপ এবং উহা আদায় করাও পাপ। এই ধরনের কোন জটিল বিষয় সামনে আসিলে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট উহার মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

কাজা রোজা

বালেগ হওয়ার পর হইতে যত রোজা কাজা হইয়াছে অথবা অসুস্থতা ও

ছফরের কারণে যেই সকল রোজা ছুটিয়া গিয়াছে ঐ সমুদয় রোজার সংখ্যা হিসাব করিয়া উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা রোজা আদায়ের মাসআলা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। মহিলাদের 'মাসিক ঋতু' অবস্থায় নামাজ পড়া ও রোজা রাখা জায়েজ নহে। শরীয়তের বিধান মতে ঋতুকালের নামাজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ দিবসগুলির রোজা পরে কাজা আদায় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মহিলারা বড় অবহেলা করিয়া থাকে। খামখেয়ালী ও অলসতা করিয়া ঋতুকালীন কাজা রোজাসমূহ পরে আর আদায় করা হয় না। ফলে দেখা যায়, কোন কোন মহিলার জিম্মায় কয়েক বছরের কাজা রোজা জমিয়া থাকে। অথচ উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন খেয়ালই করা হয় না। এই সকল রোজার জন্য কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং যদি জানা থাকে তবে কাজা রোজার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিয়া উহার কাজা আদায় করিবে। আর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে সঠিক অনুমানের ভিত্তিতে উহার হিসাব বাহির করিবে। মোট কথা, (যেই কারণেই হউক) বালেগ হওয়ার পর হইতে এই যাবত যত রোজা কাজা হইয়াছে ঐ সমুদয় রোজার কাজা আদায় করিতে হইবে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম, জীবনে যত রোজা কাজা হইয়াছে উহা আদায় করিতে হইবে।

হজ্ব আদায় করা

অনেক নারী-পুরুষই হজ্বের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেন না। যাহাদের উপর হজ্ব ফরজ হইয়াছে, অথবা পূর্বে কখনো ফরজ হইয়াছিল কিন্তু তখন হজ্ব আদায় না করিয়া টাকা-পয়সা অন্য কোন কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের ফরজ হজ্ব অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। যদি কাহারো উপর হজ্ব ফরজ হইয়া থাকে আর সে বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে বর্তমানে এতটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হজ্বের ছফর করিবার মত সুস্থতা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ভরসা হয় না, তবে এই ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ হইতে অপর কাহাকেও পাঠাইয়া "বদলী হজ্ব" করাইয়া লইবে। জীবদ্দশায় করাইতে না পারিলে মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিশগণকে অসিয়ত করিয়া যাইবে যেন তাহার মাল হইতে হজ্ব করানো হয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপরই অসিয়ত করা যাইবে, উহার বেশী

নহে। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের নিজেদের অংশ হইতে মৃতের জন্য খরচ করিতে পারিবে।

বান্দার হক আদায়ের বিবরণ

হুকূকুলএবাদ বা বান্দার হক আদায়ের মূল কথা হইল, মানুষের যেই সকল হক নষ্ট করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। বান্দার হক দুই প্রকার- ১। মালের হক। ২। মান-সম্ভ্রমের হক।

মালের হক

মালের হকের অর্থ হইল, কাহারো কোন সম্পদ (তাহার জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে) হস্তগত করিয়া থাকিলে উহা ফেরৎ দেওয়া। যেমন কাহারো কোন সম্পদ চুরি করিয়া বা ডাকাতি করিয়া আনা হইল কিংবা করজ লইয়া আর ফেরত দেওয়া হইল না (করজদাতার স্মরণে থাকুক বা না থাকুক) এমনিভাবে সুদ, ঘুষ আমানতের খেয়ানত বা খেলাচ্ছলে ও দুষ্টামী করিয়া কাহারো কোন বস্তু (তাহার অসম্মতিতে) রাখিয়া দেওয়া- এই ধরনের যাবতীয় সম্পদ মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।১

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, বন্দার হক সমূহের মধ্যে যদি কাহারো ধন-সম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা আত্মসাৎ, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে তবে উহা হইতে তওবার বিশেষ পদ্ধতি রহিয়াছে। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলেই সমান; অর্থাৎ সকলকেই তওবা করিতে হইবে। সুতরাং জীবনের শুরু হইতে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করিয়া হিসাব করিবে এবং দেখিবে যে, তাহার জিম্মায় কাহার কত পাওনা আছে। অতঃপর এই সকল পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করিবে এবং পাওনাদারদের খোঁজে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। অতঃপর যাহার যাহা পাওনা, তাহা শোধ করিয়া দিবে অথবা আদায় করা সম্ভব না হইলে তাহাদের নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাহাদের ওয়ারিশদেরকে তালাশ করা সম্ভ না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে নেক আমল করিবে, যাহাতে কেয়ামতের দিন এই নেক আমলের ছাওয়াব দিয়া পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা যায়। সুতরাং মানুষের পাওনা পরিমাণ অনুযায়ী নেক আমল করিবে, যাহাতে কেয়ামতের দিন এই নেক আমলের ছাওয়াব দিয়া ঐ ঋণ শোধ করা যায়। যদি নেক আমল দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে পাওনাদারদের গোনাহ্ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে সে অপরের গোনাহের বদলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। যদি কহারো ধন-সম্পদে হালাল-হারাম মিশিয়া যায়, তবে আন্দাজ করিয়া হারাম মাল বাহির করিয়া খয়রাত করিয়া দিবে। -অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

মাল ফেরৎ দেওয়ার সময় এই কথা বলা জরুরী নহে যে, আমি আপনার খেয়ানত করিয়াছিলাম। বরং হাদিয়ার নাম করিয়া দিলেও আদায় হইয়া যাইবে।

মান—সম্ভ্রমের হক

মান–সম্ভ্রমের হক আদায়ের অর্থ হইল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে আঘাত করা, গীবত করা, গীবত শোনা, গালী দেওয়া, অপবাদ দেওয়া১ অথবা অন্য কোন উপায়ে কাহাকেও দৈহিক, মানসিক বা আত্মিকভাবে কষ্ট দিয়া থাকিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যাহার হক নষ্ট করা হইয়াছে সে যদি অনেক দূরে থাকে তবে ইহাকে ওজর মনে করা চলিবে না। বরং তাহার নিকট গমন করিয়া অথবা প্রত্রযোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মোট কথা, যেইভাবেই হউক ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে রাজী করাইবে। যদি অন্যায়ভাবে প্রহারের বদলায় সেই ব্যক্তিও প্রহার করিতে চায় তবে উহাতেও আপত্তি করিবে না।

১। কুৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে উহার তওবা এই যে, যাহাদের মনে কষ্ট দিয়াছে তাহাদের সকলকে তালাশ করিয়া ক্ষমা করাইয়া লইবে। তাহাদের কেহ যদি মারা গিয়া থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণ নেক আমল করিবে যেন পরকালে ইহা দ্বারা বিনিময় দেওয়া যায়। যাহাকে তালাশ করিয়া পাওয়া যায় সে যদি মনের খুশিতে ক্ষমা করিয়া দেয় তবে উহা ঐ অপরাধের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কিন্তু যেই অপরাধ করা হইয়াছে এবং মুখে যাহা বলা হইয়াছে, ক্ষমা চাওয়ার সময় উহা বর্ণনা করা ওয়াজিব। অস্পষ্ট ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর ক্ষমা করিতে মন চায় না এবং কেয়ামতেই বিনিময় নেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহা বর্ণনা করিলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাইবে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষমা করানোর পথ রুদ্ধ। তবে ইহা সম্ভব যে, অস্পষ্ট ক্ষমা করাইয়া লইবে এবং অবশিষ্ট ত্রুটিসমূহ নেক আমল দ্বারা পূরণ করিয়া লইবে। অপরাধ উল্লেখ করিবার পর প্রতিপক্ষ যদি ক্ষমা করিতে সম্মত না হয় তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থাকিয়া যাইবে। কেননা প্রতিপক্ষের হক এখনো বহাল রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর কর্তব্য হইল, তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করা, তাহার খেদমত করা এবং তাহার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করা। ফলে প্রতিপক্ষের মন তাহার প্রতি নরম হইবে এবং শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবে। যদি ইহাতেও সে ক্ষমা না করে তবে এই নম্র ব্যবহার বিফলে যাইবে না, কেয়ামতে উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে।

—এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন হইতে সংগৃহীত। —অনুবাদক

গীবত সম্পর্কে আমাদের আকাবের ও বজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে এই ব্যাপারে সে যদি অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার জন্য বেশী বেশী মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মনে এমন ধারণা জন্মাইবে যে, যেই পরিমাণ গীবত করা হইয়াছে অথবা গীবত শোনা হইয়াছে উহার বিনিময়ে তাহার জন্য এত অধিক দোয়া করা হইয়াছে যে, যখন সে ঐ দোয়া দেখিতে পাইবে তখন অবশ্যই খুশী হইবে এবং ঐ গীবত ক্ষমা করিয়া দিবে- তখন মনে করিতে হইবে যে, এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, শুধু তওবা দ্বারা বান্দার হক কখনো ক্ষমা হইবে না। আর বালেগ হওয়ার পূর্বে রোজা–নামাজ ফরজ হয় না বটে কিন্তু ঐ সময় যদি কোন মানুষের হক নষ্ট করা হয় তবে উহা ক্ষমা করা হইবে না। যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে অপর কাহারো কোন আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে তবে তাহার ওলী বা অভিভাকের কর্তব্য হইল, সে তাহার অধীন ঐ ছেলে বা মেয়ের মাল হইতে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। যাহার ক্ষতি করা হইয়াছে সে যদি এই ক্ষতি সম্পর্কে জানিতে নাও পারে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। যদি ওলী নাবালেগের পক্ষ হইতে ঐ হক আদায় না করে তবে সেই নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর নিজে উহা আদায় করিবে অথবা তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবে।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা প্রকাশ্যে দ্বীনদার বলিয়া গণ্য এবং সর্বদা মৌখিক তওবা করিয়া থাকে, কিন্তু গোনাহ্ ও পাপের কাজ ত্যাগ করে না। অবৈধ ও হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করা হইতেছে, মানুষের গীবত করাকে জায়েজ মনে করিতেছে, অথচ মনে একটুও ভাবান্তর হইতেছে না যে, আমি হারাম কামাই করিতেছি, মানুষের গীবত করিতেছি। তাহাদের দ্বীনদারী যেন শুধু টুপী–দাড়ি, সুন্নতী জামা ও নামাজ আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোনাহ্ ও পাপের কাজ ত্যাগ না করিয়া এবং হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায় না করিয়া শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ যাহারা সুদ–ঘুষ গ্রহণ করে, ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাবাজী করিয়া অর্থ উপার্জন করে তাহাদের অবস্থা বড় কঠিন। যত মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে,

তাহাদের সকলের হক আদায় করিতে হইবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া হয়ত এমন অসংখ্য মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে যাহাদের নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নাই। জীবনে হয়ত একবারই তাহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আর ঐ সুযোগেই তাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, বর্তমানে তাহারা কে কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই জানা নাই। এক্ষণে তাহাদের সকলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের হক আদায় করা সহজ ব্যাপার নহে। পাহাড় কাটিয়া চূর্ণ করা সম্ভব কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হওয়া বড় কঠিন। তবে যাহাদের অন্তরে পরকালের কঠিন আজাবের একীন বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে, তাহারা যে কোনভাবেই হউক হকদারদের হক আদায় করিবেই।

আমাদের এক উস্তাদ জনৈক তহ্সীলদারের ঘটনা শুনাইতেন। ঐ তহ্সীলদার হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিকট মুরীদ হইবার পর যখন তাহার মধ্যে দ্বীনদারী আসিল তখন তিনি পরকালের আজাবের ভয়ে হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে মানোযোগী হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি পাঞ্জাবের তহসীলদার ছিলেন। সেই কর্মস্থলে গমন করিয়া তাহার জমানার পুরাতন ফাইল-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া যত মানুষের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মোকদ্দমার কাগজ-পত্র হইতে তাহাদের নাম-ঠিকানা বাহির করিলেন। অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া কাহারো নিকট ক্ষমা চাহিলেন আবার কাহাকেও নগদ অর্থ দিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

ঐ তাহ্সীলদারের সঙ্গে আমাদের উস্তাদ ছাহেবের সাক্ষাত হইয়াছিল। তহ্সীলদার নিজেই ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

একটি প্রশ্নের জবাব

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, কোন ব্যক্তি এক সময় হয়ত মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে কিন্তু বর্তমানে তাহার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ নাই, সুতরাং এই ব্যক্তি কিভাবে মানুষের হক আদায় করিবে? অথবা তাহার নিকট অর্থ-সম্পদ আছে বটে কিন্তু যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ঠিকানা জানা নাই, খুঁজিয়া বাহির করাও সম্ভব নহে; এক্ষণে সে কি করিয়া তাহাদের হক আদায় করিবে?

উপরোক্ত সমস্যার সহজ সমাধান হইল, যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথবা পত্রযোগে ক্ষমা চাহিবে। তাহাদিগকে এমনভাবে খুশী করিবে যেন নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, প্রকৃত অর্থেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। যদি ক্ষমা না করে তবে কিছু সময় চাহিয়া লইবে এবং নিজের উপার্জিত অর্থ হইতে সামান্য সামান্য বাঁচাইয়া তাহাদের হক আদায় করিবে। হক আদায় হইবার পূর্বেই যদি পাওনাদারদের কেহ ইন্তেকাল করে তবে অবশিষ্ট অর্থ তাহার সন্তানদিগকে দিয়া দিবে।

পক্ষান্তরে পাওনাদারদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের ঠিকানা জানা নাই তাহাদের হকের সম পরিমাণ অর্থ মিছকীনদিগকে ছদকা করিয়া দিবে। যত দিন সকলের ছদকা আদায় না হইবে, ততদিন ছদকা করিতে থাকিবে এবং সকল পাওনাদারদের জন্য নিয়মিত দোয়া-এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি, যাহার নিকট দেরহাম ও সম্পদ নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) গরীব হইবে ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা এবং জাকাত লইয়া হাজির হইবে (অর্থাৎ দুনিয়াতে সে নিয়মিত নামাজ পড়িয়াছে, রোজা রাখিয়াছে এবং জাকাতও আদায় করিয়াছে) কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে এমন অবস্থায় (হাশরের মাঠে) উপস্থিত হইবে যে, সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহারো নামে অপবাদ দিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহারো অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে অথবা কাহাকেও হত্যা করিয়াছে বা প্রহার করিয়াছে (আর কেয়ামতের দিন যেহেতু বিচার দিবস) সুতরাং তাহার বিচার এইভাবে করা হইবে যে, তাহার নেকীসমূহ তাহার হকদারদের সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই পর্যায়ে সকলের হক পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি তাহার নেকী ফুরাইয়া যায় তবে হকদারদের গোনাহ্‌সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। -মুসলিম শরীফ।

অন্য হাদীসে রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তাহার কোন ভাইয়ের অসম্মান করিল অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার হক নষ্ট করিয়া তাহার উপর জুলুম করিল, সে যেন ঐ দিনের পূর্বেই তাহার হক আদায় করিয়া দেয় অথবা ক্ষমা করাইয়া লয়– যেই দিন কোন দিনার ও দেরহাম কিছুই থাকিবে না। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি তাহার সঙ্গে কোন নেক আমল থাকে তবে যেই পরিমাণ জুলুম করা হইয়াছে সেই পরিমাণ নেকী লইয়া লওয়া হইবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

–বোখারী শরীফ

উপরোক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা জানা গেল যে,শুধু অবৈধ উপায়ে টাকা–পয়সা উপার্জন করাই জুলুম নহে, বরং অন্যায়ভাবে কাহাকেও গালি দেওয়া, প্রহার করা, মানহানী করা ইত্যাদিও জুলুম এবং বান্দার হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই নিজেকে দ্বীনদার মনে করিতেছেন অথচ উপরোক্ত বিষয় হইতে পরহেজ করিয়া চলেন না। প্রকৃত অবস্থা হইল, আল্লাহর হক তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা ক্ষমা হইতে পারে কিন্তু শুধু তওবা করিলেই বান্দার হক ক্ষমা করা হইবে না। বান্দার হক বান্দাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমা করাইয়া লইতে হইবে।

ক্ষমার বিষয়ে আরেকটি জরুরী বিষয় হইল, হকদার খুশী মনে ও সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা করিলেই উহা গ্রহণযোগ্য হইবে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে মুখে মুখে ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা এই কারণে (বাহ্যিক) ক্ষমার কথা বলিয়া দেওয়া যেন তাহার সহিত সম্পর্কের অবনতি না ঘটে– এই জাতীয় ক্ষমার কোন মূল্য নাই।

দিল্লীতে আমি অধমের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু–বান্ধবের নিকট আমার কিছু করজ ছিল, তাহারা আমার ঐ করজ ক্ষমা করিয়া দিয়াছে, সুতরাং আমার ঐ করজ ক্ষমা হইয়াছে কি? উত্তরে আমি বলিলাম, তাহারা ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার মনে সন্দেহ হইতেছে কেন? আপনার মনের এই সন্দেহই প্রমাণ করিতেছে যে, তাহারা খুশি মনে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। আমি আরো জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার করজ ক্ষমা করিয়া দিবার পর কাহরো নিকট তাহারা এমন মন্তব্য করিয়াছে কি যে, অমুক

ব্যক্তি আমাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে।? উত্তরে সে বলিল, হাঁ! তাহারা এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছে। আমি বলিলাম, ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের অর্থ হইল, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। কোন কারণে শুধু উপরে উপরে ক্ষমার কথা বলিয়াছে মাত্র। এই ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং আপনি আপনার করজ আদায়ের ব্যাপারে ফিকির করুন।

হুকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য

এক

যেই সকল লোক কোন মসজিদ বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী কিংবা কোন মাদ্রাসার মোহ্তামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাহারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য ও শর্ত অনুযায়ী তাহার সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে। এমনিভাবে জনসাধারণ হইতে উসুলকৃত চাঁদার অর্থও দাতাগণ যেই কাজে দিয়াছেন সেই কাজেই ব্যয় করিতে হইবে। অনেকেই এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জানিয়া শুনিয়াই এমন সব কর্ম–কাণ্ড করিয়া থাকেন যাহা তাহাদের জন্য পরকালের আজাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকেই মসজিদ–মাদ্রাসার মোহাচ্ছেল বা চাঁদা সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে রশিদ গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ যথারীতি রশিদ গ্রহণ করিলেও রশিদের যেই অংশটি মাদ্রাসায় জমা দেওয়া হইবে উহাতে কি লেখা হইয়াছে তাহা যাচাই করিয়া দেখেন না। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত চাঁদার অর্থ আত্মসাৎ করা বড় সহজ। অন্তরে পরকালের আজাব ও জবাবদিহির ভয় না থাকিলে এই সুযোগে শয়তান মানুষের দ্বারা খেয়ানত করাইয়া বসে।

ঈদগাহ অথবা অন্য কোন বড় সমাবেশে ঘোষণা দিয়া চাঁদা উঠানো হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রশিদ দেওয়া হয় না। উসুলকৃত সকল অর্থ দায়িত্বশীলদের নিকট জমা হয়। তাহারা যদি আমানতদার না হন তবে ঐ অর্থ হইতে ইচ্ছামত আত্মসাৎ করিতে পারিবেন। আজ–কাল এই ধরনের বহু অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ওয়াকফের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজে ভোগ করিতেছে এবং নিজের আওলাদ ফরজন্দের মধ্যেও বিলাইয়া দেওয়া

হইতেছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের আত্মসাতের তুলনায় মসজিদ–মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ করা অধিকতর ভয়াবহ। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা চাহিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের পর তাহাদের সকলের নিকট তাহাদের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা লাভ করা সহজ নহে। স্বীয় অপরাধের উপর অনুশোচনা সৃষ্টি হইবার পরও হকদারদের পরিচয়ের অভাবে তাহাদের হক ফেরৎ দিবার কোন উপায় থাকিবে না।

কাহারো প্রতি বিদ্বেষ এবং কোন প্রকার সমালোচনার উদ্দেশ্যে নহে, বরং সকলের খায়েরখাহী ও কল্যাণ কামনা করিয়া একান্তই আত্মসচেতনতা ও আত্মসমালোচনা মূলকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। এই ধরনের গর্হিত অপরাধে যাহারা লিপ্ত তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিবেচনা করুন। অপরের আমানতের মাল যাহারা অবৈধভাবে নিজের জন্য খরচ করিতেছেন তাহারা আখেরাতের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করুন।

দুই

এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, শরীয়তের হুকুম অমান্য করিয়া এতীমের মাল ভক্ষণ করা বা উহা দখল করিয়া নিজের জন্য বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা কঠিন গোনাহ্ ও সম্পূর্ণ হারাম। কালামে পাকে এরশাদ করা হইয়াছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যাহারা এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরিতেছে না এবং অতি সত্বরই তাহারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে।

যাহারা বিভিন্ন এতীমখানার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন তাহারা কালামে পাকের উপরোক্ত ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এতীমদের অর্থ হইতে যাহা নিজের জন্য গ্রহণ করা হইতেছে তাহা যেন কোন অবস্থাতেই স্বীয় শ্রমের তুলনায় অতিরিক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সতর্কতা, সততা ও আমানতদারীর হিসাব–নিকাশ এই দুনিয়াতেই করিয়া ফেলুন। যদি কোন প্রকার অসতর্কতা ও অবহেলা হইয়া থাকে তবে সময় থাকিতে উহা সমাধা করিয়া ফেলুন।

অনেকেই আবার মনে করিতে পারেন, যাহারা এতীম খানার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত শুধু তাহাদের দ্বারাই এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ হইয়া থাকে। এই ধারণা সঠিক নহে। সমাজের ঘরে ঘরে আজ এতীমদের সম্পদ ও অধিকার হরণ করা হইতেছে। পিতার ইন্তেকালের পর শরীয়তের সঠিক বিধান অনুযায়ী সন্তানদের মধ্যে মিরাছ বন্টন হইতেছে না। চাচা বা বড় ভাই যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিয়া ছোট ছেলে–মেয়েদের জন্য নামে মাত্র খরচ করেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষ এতীমদিগকে পিতৃসম্পদের কোন অংশই দেওয়া হয় না। এইভাবে আজ সমাজের ঘরে ঘরে এতীমদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হইতেছে।

তিন

সমাজে দ্বীনদার বলিয়া পরিচিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা মৃত ভাইয়ের সম্পদ হইতে তাহার বিধবা স্ত্রীকে অংশ দেন না। ভাইয়ের যাবতীয় সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে বিধবাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাজী হইতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। অসহায় বিধবাও বাধ্য হইয়া বিবাহে রাজী হয়। এই বিবাহের ফলে মনে করা হয় যে, এক্ষণে মৃত ভাইয়ের সম্পদ বন্টনের সকল ঝামেলা চুকিয়া গেল। অথচ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেই তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে প্রাপ্য মিরাছ নিজে দখল করা যাইবে না। আর এই ধরনের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যদি ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে অংশ দেওয়া হয় তবে তো আমাদের জমা–জমি অন্য বংশের মধ্যে চলিয়া গেল। এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা–ভাবনা কত বড় জুলুমের কথা। যাহার হক তাহাকে দিয়া দেওয়াতেই মঙ্গল। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে বিধবার হক নষ্ট করিলে পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে।

চার

আমাদের এলাকার রেওয়াজ হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার কন্যাদেরকে অংশ দেওয়া হয় না। শুধু ছেলেরাই উহা ভোগ করে। ইহা সরাসরি

জুলুম ও হারাম। অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলে যে, তাহারা তো উহা দাবী করে না এবং ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা করিয়া দেয়। প্রকাশ থাকে যে, কেহ নিজের হক দাবী না করিলেই উহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয় না যে, সে নিজের হক ত্যাগ করিয়াছে। আর দেশের রেওয়াজী ক্ষমার কোন শরয়ী ভিত্তি নাই। কারণ, মেয়েদের স্থির ধারণা যে, তাহারা পিতার অংশ পাইবেই না, এই কারণেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় বা নিজেদের হক দাবী করে না। যদি তাহাদের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ শরীয়তের বিধান মোতাবেক পৃথক করিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বলা হয় যে, "ইহা তোমাদের পিতৃপক্ষের মিরাছী সম্পদ" -উহার পরও যদি তাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে।

অনেকেই শরীয়তের বিধানের তোয়াক্কা না করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, ভগ্নিগণকে তাহাদের বাল-বাচ্চা সহ মাঝে মাঝে দাওয়াত করিয়া আপ্যায়ন করিব, তাহারা আসা-যাওয়া করিবে, বেড়াইবে-খেলিবে, ইহাতেই তাহাদের হক আদায় হইয়া যাইবে। এই সবই হইল ভগ্নিদের হক না দেওয়ার ফন্দি-ফিকির মাত্র। প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভগ্নিগণ যেই পরিমাণ মিরাছী অংশ পাইবে, তাহাদের উপর সেই পরিমাণ খরচ করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভগ্নি হিসাবে যদি তাহাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিতে হয় তবে নিজের পয়সায় করিবে, তাহাদের পয়সা তাহাদের উপর খরচ করিয়া এই কথা দাবী করা যে, "আমি ভগ্নিদিগকে আপ্যায়ন করিয়াছি" ইহা ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ ভগ্নিদের অংশ তাহাদের হাতে তুলিয়া না দিয়া এইভাবে তাহাদের উপর খরচ করাতে তাহারা সম্মত কি-না, এই বিষয়েও তাহাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় না। এইভাবে এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নহে।

পাঁচ

এমনিভাবে স্ত্রীদের মোহরের বেলায়ও একই হুকুম। দেশের রেওয়াজী ক্ষমা দ্বারা স্ত্রীর মোহর ক্ষমা হয় না। তবে হাঁ স্ত্রী একান্তই যদি সন্তুষ্টচিত্তে ও মনের খুশিতে নিজের মোহর ক্ষমা করিয়া দেয় তবে অবশ্যই উহা ক্ষমা হইবে। কিন্তু স্ত্রী যদি এই কথা চিন্তা করিয়া ক্ষমা করে যে, ক্ষমা করিলেই কি আর না করিলেই কি, মোহর তো আর পাওয়া যাইবে না অথবা ক্ষমা না করিয়া মোহর দাবী করিলে দাম্পত্য সুখ নষ্ট হইবে। তবে এই ক্ষমার কোন অর্থ নাই। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓئًا مَّرِيٓئًا

অর্থঃ হাঁ তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে উক্ত মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তোমরা উহা সুস্বাদু-তৃপ্তিদায়ক মনে করিয়া উপভোগ কর।

এই ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যে, তাহাদের মোহর তাহাদের হাতে দিয়া দাও। অতঃপর যদি তাহারা খুশি মনে উহা ক্ষমা করিয়া দেয় তবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইবে।

ছয়

বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পাত্রপক্ষ হইতে উসুলকৃত মোহরের টাকা মেয়ের পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক নিজের নিকটই রাখিয়া দেন। নিজের নিকট আমানত হিসাবে রাখাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু মেয়ের অনুমতি ছাড়া নিজের মনে করিয়া উহা খরচ করা, মেয়েকে কখনো ঐ টাকা না দেওয়া বা মিথ্যা ক্ষমা করাইয়া লওয়া জায়েজ নহে।

অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, বিবাহের মধ্যে যেই টাকা খরচ করা হইয়াছে উহার বিনিময়ে ঐ মোহরের টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ আজ-কাল বিবাহ-শাদীতে যেই সকল রেওয়াজী খরচ-পত্র করা হয় উহার অধিকাংশই শুধু নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে করা হয়। তা ছাড়া এই উপলক্ষে নাচ-গান সহ এমন সব ক্রিয়া-কর্মে টাকা-পয়সা খরচ করা হয় যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যৌতুক হিসাবেও এমন সব দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া হয় যাহা হয়ত জীবনে কখনো কাজে লাগিবে না। জানিয়া-শুনিয়া শরীয়তের হুকুমের খেলাফ কোন কাজে অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ হারাম। আবার কন্যার অর্থ তাহার অনুমতি ছাড়া খরচ করাও হারাম। বিবাহ-শাদীতে যাবতীয় খরচ-পত্র শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হওয়াতেই সকলের জন্য মঙ্গল এবং তাহাও নিজের সম্পদ হইতেই করিতে হইবে। কন্যার অনুমতি ছাড়া তাহার মোহরের অর্থ খরচ করা সরাসরি জুলুম। কিন্তু আজ- কাল সমাজে এই অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার অর্থ খরচ

করা হয় তাহাকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা নীরব থাকে, ইহাই সম্মতি। তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। লেন-দেনের ব্যাপারে "নীরবতা সম্মতির বিধান" প্রযোজ্য নহে। যাহার অর্থ তাহার হস্তগত করিয়া দাও; অতঃপর যদি তাহার উপর কোন প্রকার জবরদস্তী, সামাজিকতা ও দুর্নামের ভয় না থাকে এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে উহা দিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে উহা গ্রহণ করিতে কোন বাঁধা নাই।

শরীয়তের বিধান মত বিবাহ হইলে তাহাতে তেমন কোন খরচ নাই। ইজাব-কবুল দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর মেয়ে রুখছত করিয়া দিবে। পথ খরচ স্বামীই বহন করিবে। এই সকল বিষয়ে কন্যাপক্ষের জিম্মায় কোন খরচ নাই। কিন্তু বর্তমান সমাজ শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করিয়া নিছক রুছম-রেওয়াজ ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ-শাদীকে একটি ভয়াবহ আজাবে পরিণত করিয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও বলিতে শোনা যায় যে, জন্মের পর হইতে আমি তাহাকে লালন-পালন করিয়াছি, সুতরাং এই সুযোগে কিছু উসুল করিয়া লইলাম। কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাষণ্ড ছাড়া কেহ এই ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করিতে পারে না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সন্তানের লালন-পালন পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং আপনি স্বীয় উপার্জিত অর্থে সন্তান লালন করিয়া নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বই পালন করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবৈধভাবে উহা উসুল করিয়া লওয়া শরীয়তসম্মত নহে। তাছাড়া মানবিক দৃষ্টিতেও এই আচরণ পিতৃসুলভ নহে। সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহের সহজাত চেতনা ও মমত্ববোধই তাহাকে সন্তান লালন করিতে উৎসাহিত করিবে। এখানে কোন প্রকার লেন-দেন ও বেচাকেনার প্রশ্ন অমানবিক।

সাত

• গৃহকর্তার নিমন্ত্রণ ছাড়া কোন দাওয়াতে যাইয়া আহার করা হালাল নহে। সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতার খাতিরে গৃহকর্তা হয়ত তাহাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু এই কিছু না বলাকেই তাহার পক্ষ হইতে অনুমতি মনে করা যাইবে না। কোন ঘরে চার জনকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে যদি পঞ্চম ব্যক্তিও

যাইয়া হাজির হয় তবে গৃহকর্তা ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তথায় ঐ পঞ্চম ব্যক্তির আহার হারাম হইবে।

আট

অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়ত ঠাট্টা-কৌতুকের ছলেই অপর কাহারো কোন জিনিস লইয়া লয়। কিন্তু পরে সত্য সত্যই উহা আর ফেরৎ দেওয়া হয় না। ঐ জিনিসের মালিক ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তিনি হয়ত সন্তুষ্টচিত্তে উহার দাবী ত্যাগ করেন না। সুতরাং এইভাবে কাহারো জিনিস নেওয়া হারাম।

নয়

সাধারণতঃ কাহারো ইন্তেকালের পর তাহার অর্থ হইতে খরচ করিয়া গরীব-মিসকীনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ানো হয় এবং তাহার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দান করিয়া দেওয়া হয়। মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করিবার পূর্বে এইভাবে খরচ করা ঠিক নহে। ওয়ারিশদের মধ্যে অনেক নাবালেগ থাকে, আর বালেগদের মধ্যে সকলে হয়ত সেই সময় উপস্থিত থাকে না। ওয়ারিশদের যৌথ মালিকানার সম্পদ হইতে সকলের অনুমতি ছাড়া খরচ করা জায়েজ নহে। আর নাবালেগের অনুমতি এবং অন্য সকলের রেওয়াজী অনুমতির কোন মূল্য নাই। ফরায়েজ অনুযায়ী সকলের অংশ বুঝাইয়া দিবার পর ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় নিজের অংশ হইতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইসালে ছাওয়াবের জন্য খরচ করিতে কোন বাঁধা নাই। তবে কোন নাবালেগ খুশি মনে নিজের অংশ হইতে খরচ করার অনুমতি দিলেও তাহার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নহে।

দশ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওয়ারিশগণ মৃতের করজ আদায় না করিয়াই তাহার ত্যাজ্য সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে। ইহা মাইয়্যেতের উপর অনেক বড় জুলুম। করজের দায়ে মাইয়্যেতকে আখেরাতের জবাবদিহি করিতে হইবে।

শরীয়তের বিধান হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে প্রথমে তাহার

কাফন–দাফনের ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহার কোন করজ থাকিলে উহা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মৃতের কোন অসিয়ত থাকিলে উহা পূরণ করা হইবে এবং সব শেষে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বন্টন করিতে হইবে। মৃতের করজ যদি তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে বেশী অথবা বরাবর হয় তবে ওয়ারিশগণ কিছুই পাইবে না, ইহাই শরীয়তের বিধান।

কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের করজ আদায় করিলেও তাহার অসিয়তের উপর আমল করা হয় না। অথচ করজ আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত করা তাহার ধর্মীয় অধিকার। সুতরাং তাহার অধিকার থাকিলে উহা বাস্তবায়ন করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। তাহার অসিয়ত পূরণ করিবার পরও যদি কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে উহা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইবে।

মৃতের দাফন–কাফন ও করজ আদায়ের পর যেই সম্পদ অবশিষ্ট থাকিবে ঐ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারাই মৃতের অসিয়ত পূরণ করা হইবে। উহার অধিক ওয়াজিব নহে। এমনিভাবে শরীয়তের খেলাফ কোন অসিয়ত পূরণ করাও ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব নহে।

যদি কেহ দশ হাজার টাকা কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করার অসিয়ত করিয়া যায় তবে তাহার দাফণ–কাফন ও করজ আদায়ের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ যদি দশ হাজার অঙ্কের ভিতর হয় তবে অবশ্যাই তাহার অসিয়ত পূরণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মৃতের অসিয়ত পূরণ না করিয়া ঐ অর্থ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইলে ওয়ারিশগণ গোনাহগার হইবে। পক্ষান্তরে টাকার পরিমাণ যদি দশ হাজারের কম হয় এবং বালেগ ওয়ারিশগণ যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের অংশ হইতে উহা পূরণ করিয়া দিতে সম্মত না হয় তবে যেই পরিমাণ আছে সেই পরিমাণই মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করিয়া দিবে।

ফায়দা

মৃতের জিম্মায় যদি কোন করজ না থাকে তবে দাফন–কাফনের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মরহুমের অসিয়ত পূরণ করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। অথচ আজ–কাল নিছক প্রথা রক্ষা ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে মৃতের জন্য ইসালে ছাওয়াবের নামে ডেক–ডেকচি জড়ো করা হয়, কিন্তু মৃতের জায়েজ অসিয়ত অপূর্ণই থাকিয়া যায়। এইভাবে মৃতের হক নষ্ট করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে।

অনেকের উপরই হজ্ব ফরজ হয় কিন্তু তাহারা সুস্থ জীবনে অবহেলা করিয়া হজ্ব আদায় করেন না। অতঃপর বিবিধ রোগ–ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত কারণে এতটা দুর্বল হইয়া পড়েন যে, তখন ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক কারণে হজ্বের ছফর করিতে পারেন না। অবশেষে একদিন হজ্ব না করিয়াই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হজ্বের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া যান যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার অর্থ দ্বারা 'বদলী হজ্ব' করাইয়া লইবে। ইন্তেকালের পর মাইয়্যেতের কোন করজ থাকিলে উহা আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মাইয়্যেতের নামে বদলী হজ্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা ওয়ারিশদের উপর ফরজ। এই ক্ষেত্রে কোন কোন ওয়ারিশ অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে মক্কা বা মদীনায় অবস্থানরত কোন ব্যক্তি দ্বারা সামান্য কয়েক রিয়ালের বিনিময়ে বদলী হজ্ব আদায় করাইয়া লন। এইভাবে পয়সা বাঁচাইয়া উহা নিজে ভোগ করা হারাম এবং ইহাতে মরহুমের অসিয়তও আদায় হইবে না। কারণ এইভাবে বদলী হজ্ব করানো বিধিসম্মত নহে।

পিতার সহিত সন্তানের মোহাব্বতের দাবী হইল, পিতা অসিয়ত না করিলেও তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার নামে বদলী হজ্ব আদায় করা এবং ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি হজ্ব সম্ভব না হয় তবে স্বেচ্ছায় নিজেদের পক্ষ হইতে উহার আয়োজন করা। পক্ষান্তরে পিতার অসিয়ত থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার নামে হজ্ব করা না হয় তবে উহা পিতার প্রতি জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

বান্দার হকের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সকলের জন্যই ফরজ। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারে অবহেলা করা হইতেছে। মানুষ খবরই রাখে না যে, দৈনন্দিন জীবন–যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে কোথায়, কিভাবে এবং কাহার হক নষ্ট করা হইতেছে বা উহা আদায়ের উপায়ই বা কি? উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় এই সকল বিষয়ে আমরা পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্ট করিয়াছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তওফীক দান করুন।

একটি ভুল ধারণার অবসান

সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা হইল, হজ্ব করিলে সকল গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। এই ধারণার সপক্ষে তাহারা যেই হাদীসটি পেশ করিয়া থাকে উহা হইল– নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোযদালিফায় বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দোয়া কবুল হইয়াছিল। সুতরাং মানুষের হক আদায় করা জরুরী নহে (নাউযুবিল্লাহ্)। হাদীসে পাকের এই অর্থ গ্রহণ করা স্রেফ নফ্স ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাজী সাহেবের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে সাক্ষাত হইত। হাজী সাহেবের অনেক বন্ধু–বান্ধব তাহার নিকট টাকা পাইত। এই প্রসঙ্গে আমি তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলাম, মানুষের হায়াত–মউতের কোন ঠিক–ঠিকানা নাই। বয়স হইয়াছে,কখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসিয়া হাজির হয়; আপনি মানুষের হকসমূহ আদায় করিয়া ফেলুন। একদিন তিনি আমার কথার উত্তরে বলিলেন, মোযদালেফায় অবস্থান করিয়া দোয়া করিলে সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। আমি বলিলাম, আপনি হাদীসের অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। হাদীসের অর্থ এই নহে যে,হজ্ব করিলেই বান্দার সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। যদি এইরূপই হইত তবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)–গণ বিশেষতঃ ঐ সকল ছাহাবাগণ যাহারা স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্ব আদায় করিয়াছেন তাহারা আর মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামগণ হাদীসে পাকের এই অর্থ করেন নাই যে, জানিয়া–শুনিয়া মানুষের হক নষ্ট করিবার পর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহার ক্ষতিপূরণ কিংবা ক্ষমা চাহিয়া দায়মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। ছাহাবায়ে কেরামগণের পরবর্তী যুগ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত কোন মোহাদ্দেস, ইমাম, মোজতাহিদ এবং কোন মাজহাবের কোন ফকীহ বা মুফতী এই কথা বলেন নাই যে, বান্দার হক ও জুলুম হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্ব করিয়া লইলেই চলিবে। অতঃপর আর উহার ক্ষতিপূরণ, করজ পরিশোধ কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইবে না। যদি কোন জাহেল হাদীসের এই অর্থ বুঝিয়া থাকে যে, আজীবন বান্দার হক তথা জুলুম–অত্যাচার ও

আত্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্ব করিয়া লইলেই সকল কিছু পাক–ছাফ হইয়া যাইবে; তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। এমন বিধান থাকিলে তো প্রতি বছর মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খেয়ানত, ধার–করজ ইত্যাদি উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া বছর শেষে লাখ খানেক টাকা খরচ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসের উছিলায় বিনা শ্রমে বছরে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করা যাইবে এবং পরকালের জবাবদিহির ব্যাপারেও কোন দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। এই হইল শয়তানের কাজ। দুনিয়াতে মানুষ যে যেই লাইনে থাকে শয়তান তাহাকে সেই লাইনেই ধোঁকা দেয়। যেই ব্যক্তি ধন–সম্পদ ও ভোগ–বিলাসে আগ্রহী তাহাকে সেই পথে রাখিয়াই ধোকা দেয়, যাহারা শরীয়তের হুকুম–আহকাম মানিয়া চলিতে চায় তাহাদিগকে সরাসরি আল্লাহ্র নাফরমানীর কথা না বলিয়া বরং কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা বুঝাইয়া দ্বীনের ছুরতেই বিপথগামী করে।

যেই হাদীসটিকে কেন্দ্র করিয়া উপরোক্ত অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই হাদীসটি হইল; নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করিলেন, হে আমার রব! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে মজলুমকে জান্নাত দান করুন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিন। এই দোয়া আরাফাতে কবুল হয় নাই। অতঃপর সকালে মোযদালেফায় যখন পুনরায় সেই দোয়া করিলেন তখন উহা কবুল হইল।

ছুনানে ইবনে মাজাতে হাদীসটি এইভাবে উল্লেখ আছে–

قَالَ اَىْ رَبِّ اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاُجِيْبَ اِلٰى مَا سَأَلَ ط

হাদীসের অর্থ আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে কোথাও এই কথা বলা হয় নাই যে, যেই ব্যক্তি হজ্ব করিবে তাহার জিম্মায় মানুষের যত হক আছে, যত জুলুম ও করজ করিয়াছে– অর্থাৎ যাবতীয় হক্কুল এবাদ ঐ এক হজ্ব দ্বারাই ক্ষমা হইয়া যাইবে এবং আখেরাতে এই বিষয়ে তাহাকে কোন প্রকার

জবাবদিহি করিতে হইবে না।

হাদীসে পাকে শুধু এই কথা বলা হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে নিজের পক্ষ হইতে মজলুমকে জান্নাত দিয়া দিবেন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অর্থাৎ ইহাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে এই অনুগ্রহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে করিবেন না।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না তাঁহার সহিত শরীক স্থির করাকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হাদীসে এমন বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্ পাক মজলুমকে নিজের পক্ষ হইতে যাবতীয় হক দান করিয়া জালেমকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন, ইচ্ছা না করিলে ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং এই গ্যারান্টি কোথা হইতে পাওয়া গেল যে, একবার হজ্ব করিলেই মানুষের হক, করজ, জুলুম ইত্যাদি নির্ভাবনায় ক্ষমা হইয়া যাইবে? আসলে হাদীস বিষয়ে যাহারা বিশেষ পারদর্শী তাহারাই উহার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। উহা সকলের কাজ নহে। তদুপরি হাদীসের সনদও দেখিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন কেনান। তাহার সম্পর্কে ছুনানে ইবনে মাজার টীকাকার আল্লামা ইবনে সিন্ধি (রহঃ) জাওয়ায়েদে ইবনে মাজা হইতে নকল করেন, হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন যে, তাহার বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ নহে। হাফেজ ইবনে জাওযী আব্দুল্লাহ্ বিন কেনানার পিতা কেনানা সম্পর্কে মন্তব্য বরিয়াছেন, তাহার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। আর কেনানার কারণেই তিনি ঐ হাদীসকে 'মওজু' বা জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। হাদীসটি মওজু না হইলেও উহার সনদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এতসব সংশয় সন্দেহ ও দুর্বলতা

থাকা সত্ত্বেও উহারই ভিত্তিতে "মানুষের হক নষ্ট করিয়া একবার হজ্ব করিলেই সকল অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে" এমন বিশ্বাস করা নিছক অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর হাদীসের ভাণ্ডারে কি ঐ একটি হাদীসই আছে, যেই হাদীসকে মোহাদ্দেসীনগণ 'মওজু' ও 'জইফ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন? উহার পাশাপাশি মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের প্রতি কেন নজর দেওয়া হইতেছে না? মানুষের গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, সম্ভ্রমহানী করা, করজ আদায়ের ব্যাবস্থা না করিয়াই মৃত্যুবরণ করা– অর্থাৎ যে কোনভাবেই মানুষের উপর জুলুম করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে যেই সকল সতর্কবাণী আসিয়াছে উহার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিলে আখেরাতে কোন ক্রমেই মুক্তি পাওয়া যাইবে না। এতদ্বিষয়ে আমার লিখিত "হালাল উপার্জন ও মানুষের হক আদায়" শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মুরীদের কর্তব্য

অনেক মুরীদকেই জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না যে, সে কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে। সমাজের সর্বত্র আজ হুজুগের এতই দাপট যে, পীর–মুরীদীও উহা হইতে রক্ষা পায় নাই। এখানেও মানুষ সকলের দেখাদেখি পীর ধরিতেছে। কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারে না। সে শুধু এতটুকুই বলিতে পারে যে, অমুক তরীকায় মুরীদ হইয়াছি। আরেক শ্রেণীর মুরীদের ধারণা হইল, পীর ছাহেব কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা পীরের হাতে বাইয়াত হয়। যেই পীর নিজেই শরীয়তের উপর আমল করে না, সে অপরের জন্য কি সুপারিশ করিবে?

পীরের হাতে বাইয়াত হওয়ার সময় যেই তওবা করা হয় উহা কবুল হওয়ার জন্য তওবার শর্তসমূহ এবং উহার আনুসঙ্গিক বিষয়াদির উপর আমল করা জরুরী। তওবার যাবতীয় শর্তসমূহ পিছনে আলোচনা করা হইয়াছে। মুরীদ হওয়ার পরও যদি শরীয়তের হুকুম মানিয়া না চলে, এবং যাবতীয় গোনাহ হইতে যেমন, হালাল–হারামের পরোয়া না করা, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা, নাজায়েজ কাজে অর্থ খরচ করা, মানুষের হক নষ্ট করা, আত্মসাৎ করা

ইত্যাদি পাপাচার হইতে নিজেকে হেফাজত করা না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে, সেই মুরীদ খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই অথবা পীর সাহেব নিজেই একজন খাঁটি দুনিয়াদার। "গদীনশীন পীর" নামে খ্যাত এক শ্রেণীর মুর্খ পীর যাহারা বাপ-দাদার গদীর হাল ধরিয়া মিরাছ সুত্রে পীর হইয়াছেন তাহারা ঐ পীরালীকে নিছক অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। শরীয়ত ও আখেরাত সম্পর্কে তাহাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নাই। এই শ্রেণীর পীরের হাতে বাইয়াত হইবার পর আখেরাতের চিন্তা ও ফিকির সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার মোহাব্বতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারেও তাহাদের অন্তরে কোন ফিকির পয়দা হয় না।

ভাই সকল! মুরীদ হওয়ার পূর্বে এমন হক্কানী পীর তালাশ করিতে হইবে যিনি শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী, দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরুৎসাহী, আল্লাহ্র নাফরমানী ও পাপ যাহাকে স্পর্শ করে না এবং যাহার স্পর্শে আসিলে আখেরাতের ফিকির বৃদ্ধি পাইয়া পাপের প্রতি সৃষ্টি হয় ঘৃণা। যেই পীরের ছোহবতে আসিলে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া বান্দার হক আদায়ের প্রতি মনোযোগ এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তিনিই হক্কানী পীর। পক্ষান্তরে যদি কোন পীর মানুষকে মুরীদ করে বটে কিন্তু নিজে শরীয়তের আহকাম ও বান্দার হকের প্রতি কোন খেয়াল না করে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে সে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী হইতে পবিত্র না হয়, তবে সে মানুষকে মুরীদ করার উপযুক্ত নহে। এমন পীর হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে তওবার ফাজায়েল এবং উহার দ্বীনী ও দুনিয়াবী উপকারিতা ও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের বিবরণ পেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব কথা

তওবা অর্থ আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হওয়া আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। অতীতের গোনাহ্–খাতা ও ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। ইহাই তওবার মূল কথা। আর আত্মসংশোধনের উপায় অবলম্বন এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা ইত্যাদি হইল তওবার আনুসঙ্গিক উপাদান। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হাদীসে পাকের বিবরণে জানা গিয়াছে যে, বেশী বেশী এস্তেগফার করা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক পছন্দনীয়। তওবা দ্বারা গোনাহ্ ক্ষমা হওয়া ছাড়াও দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক ফায়দা রহিয়াছে। হুজুরে কলবী ও মনের একাগ্রতা ছাড়া অবচেতন মনে শুধু মুখে মুখে এস্তেগফার করিলেও উহা ফায়দা হইতে খালি নহে। বেশী বেশী এস্তেগফার করিলে এক দিকে আল্লাহ্ পাকের জিকির এবং অপর দিকে এস্তেগফার– এই উভয় ফায়দা পাওয়া যাইবে।

এস্তেগফার করা

হাদীস–২০

وَعَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا اِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ ثَلٰثَ سَاعَاتٍ فَاِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهٖ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত উম্মে ইসমাতা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান গোনাহ্ করে তখন (গোনাহ্ লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেস্তা কিছু সময় অপেক্ষা করে, এই সময় যদি এস্তেগফার করা হয় তবে

ঐ গোনাহ্ তার আমলনামায় আর লেখা হয় না এবং ঐ গোনাহের কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাহাকে আজাব দিবেন না।

– মুসতাদরাকে হাকিম

ব্যাখ্যা– উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ পাকের অসীম রহমতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যখন কোন মুসলমান গোনাহ্ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ফেরেস্তা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখে যে, সে তওবা করে কি–না যদি সে তওবা করে তবে ফেরেস্তা তাহার ঐ গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করে না। সুতরাং কেয়ামতের দিন ঐ গোনাহ্ পেশ করা হইবে না। এবং শাস্তিও দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে একটি নেক আমল করা হইলে উহা দশগুন বৃদ্ধি করিয়া দশটি নেকী লেখা হয় আর একটি বদ আমল করিলে মাত্র একটি গোনাহ্ লেখা হয়। তাহাও আবার বদ আমল করার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয় না। বান্দার এস্তেগফারের জন্য অপেক্ষা করা হয়। যদি এস্তেগফার করা হয় তবে ঐ গোনাহ্ আদৌ লেখা হয় না। এমনিভাবে ছগীরা গোনাহ্সমূহ নেক আমলের বিনিময়ে ক্ষমা করিযা দেওয়া হয়। আর কবীরা গোনাহ্ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্ পাকের তওবার দরজা সকল সময়ই খোলা আছে। আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও ক্ষমাকারী। তাহার রহমত ও দয়ার কথা জানিবার পরও তওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

আমলনামায় এস্তেগফার

হাদীস–২১

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছরি রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা অনেক উত্তম, যে কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় প্রচুর এস্তেগফার পাইবে। – ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে বেশী বেশী এস্তেগফার করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় অধিক সংখ্যায় এস্তেগফার পাইবে তাহার উত্তম পরিণতির সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বেশী বেশী এস্তেগফার করিলে নেক আমলে নিরুৎসাহ ও দুর্বলতা দূর হইয়া তদস্থলে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং গোনাহ্খাতা ক্ষমা হয়। সুতরাং এস্তেগফার দ্বারা উত্তম পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশী বেশী এস্তেগফার করিবে সেই ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন তাহার আমলনামায় বেশী বেশী এস্তেগফার দেখিতে পাইবে।

আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার

হাদীস–২২

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ اِلَى اللّٰهِ فِيْ يَوْمٍ فَيَرٰى تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ اَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ اِسْتِغْفَارًا وَفِيْ اٰخِرِهَا اِسْتِغْفَارًا اِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيْفَةِ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের আমলনামা লেখায় নিয়োজিত দুই ফেরেস্তা যখন কোন বান্দার আমলনামা পেশ করে আর ঐ আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার থাকে তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। – বাজ্জার

ব্যাখ্যাঃ মানুষের পাপ–পূণ্য লেখায় নিয়োজিত ফেরেস্তাদ্বয় ফজর ও আছরের সময় তাহাদের কর্মকাল পরিবর্তন করে। ফজরের সময় রাতের ফেরেস্তা চলিয়া যায় এবং দিনের ফেরেস্তা আগমন করে। এমনিভাবে আছরের সময় দিনের ফেরেস্তা চলিয়া যায় এবং রাতের ফেরেস্তা আগমন করে। ফেরেস্তাগণ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে বান্দাদের আমলনামা পেশ করে তখন যেই সকল

বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার থাকে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ অনুযায়ী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, যদিও ঐ আমলনামার মধ্যবর্তী স্থলে গোনাহ্ থাকে। ইহা আল্লাহ্ পাকের কত বড় এহ্সান যে, আমলনামার শুরু ও শেষের এস্তেগফারের উছিলায় মাঝখানের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর যাহারা সকাল সন্ধ্যায় এস্তেগফার করিয়া থাকে তাহাদের আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার লেখা হয়।

এস্তেগফারের সুফল

হাদীস—২৩

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকে সে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না যাহার বারংবার গোনাহ্ করে; যদিও সে একদিনে সত্তরবার গোনাহ্ করে।

– তিরমিজী, আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ বস্তুতঃ পাপ ও গোনাহ্ হইল মানুষের জন্য অভিশাপ ও আজাবের কারণ। আর একই পাপ বার বার করা যেন আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্রোহেরই নামান্তর। এই কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ লিখিয়াছেন, কোন ছগীরা গোনাহ্ যখন বার বার করা হয় তখন উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি নিয়মিত তওবার ছেলছেলা জারী রাখে সে বারংবার গোনাহ্কারী বলিয়া গণ্য হয় না। উপরোক্ত হাদীসে এই বিষয়টির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখানে অপর যেই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে তাহা হইল– স্বীয় অপরাধের উপর বার বার লজ্জিত হইয়া এস্তেগফার করিতে থাকিলে ক্রমে গোনাহের অভ্যাসও ছুটিয়া যাইবে। কারণ, বার বার এস্তেগফারের পর গোনাহের পুনরাবৃত্তি করিতে নিজের কাছেও লজ্জাবোধ হইতে থাকিবে। আর

বান্দা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্ পাকও তাহাকে সাহায্য করিবেন।

আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব

হাদীস—২৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ

অর্থঃ আবু ছাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই শয়তান বলিয়াছে যে, হে রব! তোমার ইজ্জতের কসম! তোমার বান্দাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে আমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিতেই থাকিব। উত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, আমার ইজ্জত–সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! বান্দা যতক্ষণ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।

ব্যাখ্যাঃ শয়তান মানুষের অনেক বড় শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে বিপথগামী করিয়া দোজখে নিক্ষেপের ফিকিরে লাগিয়াই আছে। যখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে দরবার হইতে বহিষ্কার করিয়া 'মালাউন' (অভিশপ্ত) আখ্যা দিলেন তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনা কবুল করিবার পর সে বলিল, আমি আদম সন্তানকে সত্যের পথ হইতে প্রতারিত করিয়া বিপথগামী করিব। শয়তান তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। তাহার অসংখ্য অনুচর দ্বারা আদম সন্তানকে ধোঁকা দিয়া বিপথগামী করিতেছে। শয়তান কখনো তাহার নিজের কাজে অবহেলা করিতেছে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হইতেছে।

শয়তান যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিল যে, মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমি তাহাদিগকে ধোঁকা দিতেই থাকিব; তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব যতক্ষণ তাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

শয়তান প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিতেই বাঁধা প্রদান করে। সে চায় মানুষ যেন কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়া চির জাহান্নামী হয়। আর মুসলমানদিগকেও কুফরীতে লিপ্ত হইতে ধোকা দিতে থাকে। যদি উহা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ ছগীরা ও কবীরা গোনাহে্ অবশ্যই লিপ্ত করাইয়া ছাড়ে। সুতরাং মানুষের করণীয় হইল, নিজের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করিয়া চিরশত্রু শয়তানের ধোকায় কর্ণপাত না করা। যদি কখনো কোন অপরাধ হইযা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা, যেন শয়তান গোনাহ্গারের ক্ষমাপ্রাপ্তি দেখিয়া অপমানিত হইয়া জ্বলিতে থাকে।

আত্মশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার

হাদীস—২৫

وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ
اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত আগার আল মাজানী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার অন্তরেও কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দৈনিক একশত বার অবশ্যই তওবা করি। – মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ হক্কানী ওলামা ও আরেফীনগণ উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি "আমার অন্তরেও কলূষতা আসিয়া পড়ে" এর বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। উহার একটি হইল জেহাদের তদারক এবং উম্মতের কল্যাণ ও ভালাই'র প্রতি দৃষ্টিদানের কারণে আল্লাহ্ পাকের উপর হইতে দিলের তাওয়াজ্জহ' তে যেই সামান্য ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি হইত

উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কলুষতা' দ্বারা ব্যাখা করিয়াছেন। জেহাদের এন্তেজাম, যুদ্ধ পরিচালনা এবং উম্মতের ভালাই'র প্রতি দৃষ্টি দান করা, ইহাও বড় এবাদত বটে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে আত্মনিয়োগ করার কারণে একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ পাকের স্মরণের মধ্যে যেই সামান্য বিঘ্ন সৃষ্টি হইল– উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের জাত বহির্ভূত অপর বস্তুর 'কলুষতা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উহাকে দূর করার জন্যই তিনি এস্তেগফার করিতেন।

রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের সম্পর্কে এরশাদ করিতেছেন যে, আমার অন্তরে কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং আমি উহাকে এস্তেগফার দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করি, তখন আমাদের নিজেদের এস্তেগফারের ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা তো সদা–সর্বদা গোনাহের সমূদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সুতরাং নিয়মিত তওবা ও এস্তেগফারে নিমগ্ন থাকা আমাদের জন্য নেহায়েত জরুরী।

হাদীস—২৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ
سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ عُقِلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ
حَتّٰى تَعْلُوَا قَلْبَهٗ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَلَّا
بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে মোমেন বান্দা যখন গোনাহ্ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করিয়া লয় তবে তাহার অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি সে তওবা না করিয়া গোনাহের মধ্যেই লিপ্ত থাকে তবে তাহার অন্তরের কালো দাগও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমনকি অন্তরের উপর উহার প্রাধান্য সৃষ্টি হইয়া যায়। অন্তরের এই

কালো দাগ সম্পর্কেই কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

–না, কখনো এইরূপ নহে, বরং তাহাদের অন্তরসমূহ তাহাদের (গর্হিত) কার্যকলাপের মরিচা ধরিয়াছে। – আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা

ব্যাখ্যাঃ হযরত আগার মাজানী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়, গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি মন নিবিষ্ট হওয়ার কারণে মনের মধ্যে কলুষতা সৃষ্টি হয়। আর হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত দ্বারা জানা গেল যে, পাপের কারণে অন্তরে মরিচা পয়দা হয়। দিলের কলুষতা ও মরিচা দূর করার জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেগফারের কথা বলিয়াছেন। এস্তেগফারই হইল অন্তরকে কলুষমুক্ত করার একমাত্র চিকিৎসা। সর্বাবস্থায় অন্তরকে পাপের কালিমা হইতে পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। সুতরাং যদি কখনো কোন গোনাহ্‌ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া আবশ্যক। যাহারা তওবা ও এস্তেগফার করে না, গোনাহ্‌ করিতে করিতে তাহাদের অন্তরের পতন ঘটে। অতঃপর অন্তরে আর পাপের অনুভূতিও থাকে না। মানবাত্মার এই বিপর্যয় চরম দুর্ভাগ্যের আলামত।

মানুষের সঙ্গে বেশী মিলামিশা ও গল্প গুজবে মাতিয়া থাকা, বিশেষতঃ ফাসেক, ফাজের ও গোনাহ্‌গারদের সঙ্গে বেশী উঠা বসা করাই আত্মার পবিত্রতা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। তাই সাধারণ মানুষের আড্ডা ও সমাবেশ হইতে দূরে থাকা ভাল।

ছফরের হালাতে বা অন্য কোন কারণে যদি একান্তই মানুষের সঙ্গে বসিতে হয় তবে এস্তেগফারে মশগুল থাকিবে। এবং কথাবার্তা ও আলোচনা হইতে ফারেগ হওয়ার পরও এস্তেগফার জারী রাখিবে যেন দিলের উপর পতিত যাবতীয় বদ আছর দূরীভূত হইয়া যায়।

আমলের পরিশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার

হাদীস–২৭

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ذَابَ اللِّسَانِ عَلٰى اَهْلِىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُّدْخِلَ لِسَانِىْ النَّارَ قَالَ: اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ؟ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার ঘরের লোকদের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় কথা বলিতাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার জবান আমাকে দোজখে প্রবেশ করাইয়া না দেয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি এস্তেগফার হইতে দূরে থাক কেন? আমি আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করি।

– মুসতাদরিকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে জবানের এছলাহ্‌ ও সংশোধনের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, এস্তেগফারের বহুবিধ উপকারিতার মধ্যে ইহাও একটি যে, উহা দ্বারা মানুষের আমল সংশোধন হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

হাদীস–২৮

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهٖ اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ হইতে ফারেগ হইয়া তিনবার এস্তেগফার হিসাবে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

– মুসলিম

হাদীস–২৯

عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِيْ صَلٰوتِيْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন দোয়া বলিয়া দিন যাহা আমি নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করিব। এরশাদ হইল, তুমি এইরূপ বল–.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আমার প্রবৃত্তির উপর অনেক জুলুম করিয়াছি, আর গোনাহ্সমূহকে কেবল তুমিই ক্ষমা করিতে পার। সুতরাং তুমি স্বীয় মাগফেরাত দ্বারা আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর। নিশ্চয় তুমিই মেহেরবান ও ক্ষমাকারী

ব্যাখ্যাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ছালাম ফিরাইয়া তিনবার এস্তেগফার করিতেন। দৃশ্যতঃ এখানে এস্তেগফার করার কোন কারণ দেখা যায় না। ক্ষমা চাওয়ার মত কোন অপরাধও করা হয় নাই। নামাজ আদায়ের পর এস্তেগফার করা হইতেছে। আর এই নামাজও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সত্তা সাইয়্যেদুর্‌রুসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছেন। যেই নামাজের খুশু–খুজু, এখলাস ও আন্তরিকতার মধ্যে কাহারো কোন সন্দেহ নাই।

অপর হাদীস হইতে জানা গেল যে, হযরত ছিদ্দীকে আকবার রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজের মধ্যে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ছরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি দোয়া বলিয়া দিলেন। এই প্রসিদ্ধ দোয়াটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত। অধিকাংশ নামাজের কিতাবে দোয়াটি উল্লেখ আছে। নামাজীগণ ইহাকে আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদের পর পাঠ করিয়া থাকেন। এই দোয়াটির মাধ্যমে নামাজের ভিতর অর্থাৎ নামাজ শেষ হইবার পূর্বক্ষণে মাগফেরাত কামনা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে। দোয়ার শুরুতেই বলা হইয়াছে " হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি।" কি আশ্চর্যের বিষয়! পড়া হইল নামাজ, আর তাহাও পড়িলেন স্বয়ং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু, অথচ নামাজের পর তিনি বলিতেছেন, আমি নিজের নফসের উপর জুলুম করিয়াছি। ইহার রহস্য কি? আসল ব্যাপার হইল আল্লাহ্ পাকের দরবার অনেক বড়। তাঁহার শান অনুযায়ী এবাদত করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এবাদতের মধ্যে যাহা কিছু ত্রুটি হয়, এস্তেগফার দ্বারা উহার তালাফী বা ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নামাজের পর এস্তেগফার করিতেন। পবিত্র কোরআনে হজ্জের সময় আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরও এস্তেগফার করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও হজ্জের যাবতীয় ত্রুটির তালাফী হিসাবে এস্তেগফার করিতে বলা হইয়াছে।

আসলে আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দি হাসিলের পদ্ধতিই হইল এবাদত করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এস্তেগফার করিতে থাকা। ছালেহীন ও আল্লাহ্ওয়ালাগণ ঠিক ঐ তরীকায় এবাদত–বন্দেগী করেন যাহা তাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোনাহ্ করিবার পর তো সকলেই এস্তেগফার করে। আর আল্লাহ্ওয়ালাগণ নবী ছাহাবীদের ন্যায় নেক আমল করিবার পরও এস্তেগফার করেন।

রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদুল মাসুমীন বা শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনিই আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। আল্লাহ পাক তাঁহাকে যাহা দান করিয়াছেন,অপর কোন মাখলুককে উহা দান করেন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সারারাত্র নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ফলে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। আল্লাহ্‌র জমিনে

আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তিনি অবিরাম মেহনত করিতেন। তথাপি আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে হুকুম করিলেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۵

অর্থঃ তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাস্‌বীহ্ ও তাহমীদ (প্রশংসা) করুন আর তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ হইতেই বেশী বেশী এস্তেগফার করিতেন। তাঁহার অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। নেক আমলের পাশাপাশি এস্তেগফার করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখা যে, আমরা যত এবাদত বন্দেগী করিতেছি, উহার মধ্যে অবশ্যই ক্রটি-বিচ্যুতি হইতেছে। আর বান্দার পক্ষে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক এবাদত করা কখনো সম্ভব নহে।

শেখ শাদী বলেন–

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش　　عذر بدرگاہ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش　　کس نتواند کہ بجا آورد

ভাবার্থঃ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের শান অনুযায়ী এবাদত করিয়া কেহই স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে সর্বদা আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

অজুর পরে এস্তেগফার করা

হাদীস–৩০

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থঃহযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অজুর পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে তাহার এই দোয়াকে একটি পাত্রে মোহর করিয়া আল্লাহ্ পাকের আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মোহর ভাঙ্গা হইবে না। দোয়াটি এইঃ–

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ـ

– তাবারানী, নাসাঈ

ব্যাখ্যাঃ অজু একটি নেক আমল উহা দ্বারা গোনাহ্ ক্ষমা হয়। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য অজু শর্ত। বিনা অজুতে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার কোন উপায় নাই। অজুর সময় হস্ত, পা, চোখ, কান ও নাক হইতে গোনাহ্‌সমূহ ঝরিয়া পড়ে। হাদীস শরীফেও উহার বিবরণ উল্লেখ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অজুর পরে এস্তেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে। অজুর মধ্যে যেই সকল ক্রটি এবং সুন্নত ও মোস্তাহাবের খেলাফ আমল হইয়াছে, এস্তেগফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। অজুর পরে যখন কেহ উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করতঃ মোহর লাগাইয়া আল্লাহ্‌র আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হয়। কেয়ামতের দিন ঐ মোহর খোলা হইবে। সেই দিন উহা তাহার কাজে আসিবে। তাহার নাজাতের ছামান হইবে। হিসনে হাসীনের শরাহ্ ফজলে মুবীনে অজুর পরে অন্যান্য দোয়ার কথাও উল্লেখ আছে।

এস্তেঞ্জার পরে এস্তেগফার

হাদীস—৩১

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন পায়খানা হইতে বাহিরে আসিতেন তখন غفرانك পড়িতেন।

– তিরমিজী, ইবনে মাজা, দারেমী।

ব্যাখ্যাঃ এস্তেঞ্জা হইতে ফারেগ হওয়ার পর বাইতুল খালার বাহিরে আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غفرانك পড়িতেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এখানেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এস্তেঞ্জা করা কোন গোনাহ্ বা অপরাধ নহে, সুতরাং উহার পরে কেন ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল? ওলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়াছেন।

(১) পায়খানায় অবস্থান কালে মুখে আল্লাহ্ পাকের জিকির করা হয় নাই। তাই পায়খানা হইতে ফারেগ হওয়ার পর এস্তেগফার করিলে ঐ জিকিরবিহীন সময়ের ক্ষতিপূরণ হয়।

(২) আল্লাহ্ পাক মানুষকে খানাপিনার নেয়ামত দান করিয়াছেন। আহারের পর উহাকে পাকস্থলীতে হজম করাইয়া মল আকারে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেন এবং উহার প্রোটিন দ্বারা দেহকে সতেজ করেন। আল্লাহ পাকের এই সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে যেই ত্রুটি হইয়াছে এস্তেগফার দ্বারা উহার তালাফী হইবে।

(৩) নিজের জাহেরী নাপাকীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার ফলে বাতেনী নাপাকী বা গোনাহের কথাও স্মরণ হইবে। অতএব, এখানে গোনাহের স্মরণের পর এস্তেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে।

সকল মজলিসে এস্তেগফার করা

হাদীস—৩২

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ
عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةً

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আমরা প্রত্যেক মজলিসে গণনা করিতাম, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশতবার এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতেন–

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

– আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী এস্তেগফার করিতেন। অসংখ্য হাদীসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিস্পাপ ছিলেন, তথাপি এস্তেগফারের প্রতি তিনি এতটা যত্নবান ছিলেন। এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি সকল মজলিসে একশত বার উপরোক্ত শব্দগুলি পাঠ করিতেন। তা ছাড়া ২৬ ও ২৮ নং হাদীসে তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আমি দৈনিক একশত বার এস্তেগফার করি। এই সকল বর্ণনায় কোন বিরোধ নাই। সম্ভবতঃ প্রথমে দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করিতেন। পরে সকল মজলিসেই একশতবার করিয়া এস্তেগফার করিতে শুরু করেন। এমনও হইতে পারে যে, মজলিসে এস্তেগফার ছাড়াও তিনি দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করিতেন। অথবা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝাইবার জন্য একশতের অংক বলা হয় নাই; বরং বর্ণনাকারী " অধিক সংখ্যা " বুঝাইবার জন্যই ঐ সংখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছেন। (১) যাহাই হউক, আমাদের দেখিবার

---

(১) আমাদের দেশেও এই ধরনের কথার প্রচলন আছে। যেমন বলা হয় যে "একশ একবার" বলার পরও তুমি সেখানে গেলে কেন? এখানে "একশ একবার" দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নেহ বরং অধিক সংখ্যা বুঝাইবার জন্যই "একশ একবার" বলা হয়।
–অনুবাদক।

বিষয় হইল,স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এত অধিক এস্তেগফার করিতেন তখন এই বিষয়ে আমাদের কতটা যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা কে কি পরিমাণ এস্তেগফার করিতেছি তাহা নিজেরাই একবার তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

মজলিসের আলোচনার কাফ্ফারার জন্য এস্তেগফার

হাদীস—৩৩

وَعَنْ أَبِي بُرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا يَقُوْلُ بِآخِرِهٖ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَّا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ -

হযরত আবু বুরজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মজলিসে তাশরীফ রাখিতেন তখন মজলিস শেষ হইবার পর এই দোয়া পাঠ করিতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ -

একদা এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন বাক্যসমূহ বলিলেন যাহা পূর্বে কখনো বলেন নাই। উত্তরে তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা মজলিসে আলোচিত কথা–বার্তার কাফ্ফারা। – আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য বিষয়ের হাদীস হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতেও বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা এইরূপ– নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসে যদি ভাল

কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহাকে মোহর করিয়া রাখিবে। আর মজলিসে যদি খারাপ কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহার জন্য কাফ্ফারা হইবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে এই দোয়াটি তিনবার পড়িবার কথাও বলা হইয়াছে। মজলিস হইতে উঠিবার পূর্ব মুহূর্তে” উহা পাঠ করিতে হয়। হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় “ দাড়াইবার পূর্ব মুহূর্তে বলা হইয়াছে।

আজকালকার মজলিস ও আলোচনার বৈঠক সমূহে অধিকাংশই অর্থহীন কথা–বার্তা এবং সরাসরি গোনাহের আলোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং মজলিস শেষে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করা একান্তই জরুরী। ফলে উহা দ্বারা অর্থহীন কথাবার্তার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। তবে হক্কুলএবাদ তথা গীবত–শেকায়েত ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস—৩৪

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবতের এক কাফ্ফারা হইল, তুমি যাহার গীবত করিয়াছ তাহার জন্য এস্তেগফার কর। (তাহার জন্য এস্তেগফার করিয়া)এইরূপ বল– اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ অর্থাৎঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। – বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, কাহারো গীবত করা এবং শোনা উভয়ই হারাম। কিন্তু গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়কে গীবত বলা হয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অনেকেই গীবত হইতে পরহেজ করিযা চলে না।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছাহাবাগণকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, গীবত কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করার নাম গীবত যাহা শুনিলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।

এক ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ভাইয়ের মধ্যে যদি আলোচিত দোষটি বিদ্যমান থাকে (তবে উহা গীবত হইবে কি?) এরশাদ হইলঃ তোমার ভাইয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহাই যদি তুমি আলোচনা কর (আর উহা যদি সে অপছন্দ করে) তবেই তো তুমি গীবত করিলে। পক্ষান্তরে তাহার সম্পর্কে তুমি যদি এমন কোন আলোচনা কর যাহা তাহার মধ্যে নাই, তবে তুমি তাহার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গীবত হইল কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে ঐ ব্যক্তি মনে আঘাত পাইতে পারে। আর যাহারা মনে করেন "যেই দোষ আলোচনা করা হইল উহা যদি সত্য হয় তবে উহা গীবত নহে" তাহাদের ধারণা ভুল। অর্থাৎ অনেকেই মনে করেন, কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা বা দোষ–ত্রুটির উল্লেখ করা যাহা সত্য সত্যই তাহার মধ্যে বিদ্যমান– তবে উহা গীবত হইবে না, এই ধারণা শরীয়ত সম্মত নহে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কোন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করার নামই গীবত। যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ না থাকে আর বলা হয় যে, অমুকের মধ্যে এই ত্রুটি আছে, তবে উহার নাম বোহতান বা অপবাদ (ইহা গীবত হইতে আরো মারাত্মক)।

অনেকেই বলিয়া থাকেন "আমি এই কথা তাহার মুখের উপর বলিতে পারিব।" হয়ত বলিয়াও থাকেন, কিন্তু ইহাতেই গীবত জায়েজ হইয়া যায় না। গীবত সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য হইল "কাহারো সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।" সুতরাং বোঝা গেল, গীবতের অপরাধ ও গোনাহের ভিত্তি হইল

"মনে কষ্ট পাওয়া" মনের এই কষ্ট সামনে বলিলেও হইবে এবং অগোচরে বলিলেও হইবে।

কালামে পাকে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে–

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থঃ আর একে অন্যের গীবত (অগোচরে দুর্নাম)ও করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাইতে পছন্দ করিবে? উহা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করিয়া থাক; আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু। – সুরা হুজুরাত, রুকুঃ ২

অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া যেমন অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়, ঠিক তেমনি গীবত করাকেও তোমরা ঘৃণা কর।

গীবত করা এবং পরের মুখে গীবত শোনা উভয়ই জুলুম। শুধু মারামারি ও অর্থ ছিনতাই করার নামই জুলুম নহে, বরং কাহারো মানহানি করা (সম্মুখে বা অগোচরে) ইহাও জুলুম। বান্দার উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইলে যতক্ষণ মজলুমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিবে অথবা জুলুমের ক্ষতিপূরণ না করিবে ততক্ষণ উহা ক্ষমা করা হইবে না। সম্পদের হক সম্পদের দ্বারাই আদায় হয়। যাহার সম্পদ নষ্ট করা হইয়াছে, সে যদি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পদ তাহার ওয়ারিশগণকে দিতে হইবে। অথবা তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু যদি কাহারো গীবত করা হয় অথবা গীবত শোনা হয় তবে এই ক্ষেত্রে যাহার গীবত করা হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তি ক্ষমা করিলেই উহা ক্ষমা হইবে। তাহার ওয়ারিশগণ উহা ক্ষমা করিতে পারিবে না।

যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথবা এমন জায়গায় সে অবস্থান করিতেছে যেখানে ডাক যোগাযোগ নাই এবং নিজেও সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই কিংবা বহু খোঁজা খুঁজির পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তবে এই ক্ষেত্রে উহা হইতে অব্যাহতি লাভের পথ হইল। তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া

করা; যতক্ষণ না মনে মনে এইরূপ একীন হয় যে, তাহার গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসে এই দোয়ার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

– হে আল্লাহ্! আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা কর।

আলেমগণ লিখিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে যদি ঐ গীবত সম্পর্কে অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সে যদি গীবতের খবর না পাইয়া থাকে তবে তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মন এই সাক্ষ্য দিবে যে, তাহার গীবত এবং তাহার জন্য কৃত মাগফেরাতের দোয়া উভয়কে তাহার সামনে হাজির করা হইলে সে মাগফেরাতের দোয়া দেখিয়া খুশী হইয়া যাইবে, তবে মনে করিতে হইবে যে, গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমা না চাহিয়া তাহার জন্য দোয়া করার কারণ এই যে, সে যখন গীবত সম্পর্কে কিছুই জানে না, সুতরাং ক্ষমা চাহিতে যাইয়া গীবত সম্পর্কে তাহাকে অবগত করাইয়া তাহার মনে ব্যথা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্ষেত্রে ইহাই ভাল মনে করা হইয়াছে যে, নীরবে তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া গীবতের তালাফী করিবে।

গীবত করা এবং শোনা উভয়ই ক্ষতিকর। অথচ এই সর্বনাশা গীবতে এমন লোকেরাও লিপ্ত যাহাদিগকে দ্বীনদার বলিয়া গণ্য করা হয়। অনেকের অবস্থা তো এইরূপ যে, গীবত না করিলে তাহাদের পেটের ভাতই হজম হয় না। গীবতের মাধ্যমে যাহারা নিজের নেকী অপরকে দিয়া দিতেছে তাহারা নিজের হাতেই নিজের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করিতেছে।

হাশরের মাঠে লেনদেন হইবে গোনাহ্ ও নেকী দ্বারা। সেখানে দুনিয়ার কোন মুদ্রা চলিবে না। যাহার গীবত করা হইযাছে বা শোনা হইয়াছে সে গীবতকারীর নেকী সমুহ লইয়া যাইবে। ঐ নেকী দ্বারা যদি গীবতের ক্ষতিপূরণ না হয় তবে তাহার গোনাহ্সমূহ গীবতকারীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। হক্কুল এবাদের বর্ণনায় এই বিষয়ে হাদীসের উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মোটকথা, মানুষের হক যেইভাবেই নষ্ট করা হউক তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অথবা তাহাদের হক আদায় করিয়া উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। আর ব্যাপকভাবে সকলের জন্য নিম্নরূপ দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهٗ شَتَمْتُهٗ لَعَنْتُهٗ جَلَدْتُّهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلٰوةً وَّزَكٰوةً تُقَرِّبُهٗ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে একটি নিবেদন করিতেছি এবং আশা পোষণ করিতেছি যে, আপনি উহা অবশ্যই কবুল করিবেন। আমার সেই নিবেদন এই যে, আমি একজন মানুষ; আমি যাহাকেই কষ্ট দিয়াছি, মন্দ বলিয়াছি, অভিশাপ দিয়াছি, আপনি আমার এই আমলকে তাহার জন্য রহমত, পবিত্রতা এবং আপনার নৈকট্য লাভের উছিলা বানাইয়া দিন; যাহা দ্বারা কেয়ামতের দিন আপনি তাহাকে স্বীয় নৈকট্যে ধন্য করিবেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াটি ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দোয়াটি বড়ই উপকারী। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাঁহার কল্পনায়ও আসে নাই। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুল মোত্তাক্বীন। তথাপি তিনি উপরোক্ত দোয়া করিতেন। আল্লাহ্ পাকের মাখলুককে বিভিন্নভাবেই আমরা কষ্ট দিয়া থাকি। কখন কিভাবে কাহাকে কষ্ট দিয়াছি তাহা জানাও থাকে না। সুতরাং হক্কুল এবাদ আদায়ের পাশাপাশি নিয়মিত এই দোয়াটি জারী রাখিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইবে।

মৃত মাতা–পিতার জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস–৩৫

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهٗ

لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ بَارًّا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা তাহাদের যে কোন একজন যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করে যে, তাহাদের জীবিত অবস্থায় সে তাহাদের নাফরমানী করিত এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিত। অতঃপর যদি সে তাহাদের ইন্তেকালের পর তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ।

হাদীস—৩৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক বেহেস্তে নেক বান্দাদের মরতবা বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই মরতবা কিভাবে লাভ করিলাম? উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলিবেন, তোমার সন্তানগণ তোমার জন্য যেই মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছে, উহার বিনিময়ে তুমি ইহা লাভ করিয়াছ।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্

মৃত মুসলমানের জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস—৩৭

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ

الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ডুবন্ত মানুষ যেমন (সাহায্যের আশায়) ফরিয়াদ করিতে থাকে, ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে তাহার মাতা-পিতা, ভাই বেরাদর ও দোস্ত আহবাবের পক্ষ হইতে দোয়ার আশা করিতে থাকে। অতঃপর যখন সে তাহাদের পক্ষ হইতে কোন দোয়া পায় তখন উহা তাহার নিকট গোটা পৃথিবী এবং উহার যাবতীয় সম্পদ হইতেও অধিক প্রিয় মনে হয়। আর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবী বাসীদের দোয়ার ফলে কবরবাসীদের জন্য পাহাড় পরিমাণ (ছাওয়াব) কবরে পৌছাইয়া দেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হইল, তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা।

–বায়হাকী।

সকল মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত

হাদীস—৩

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً۔

অর্থঃ হযরত আবু উবাদা বিন ছামিত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি মুসলমান নর-নারীদের জন্য এস্তেগফারের দোয়া করিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে ঐ এস্তেগফারের বিনিময়ে সকলের পক্ষ হইতে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দিবেন। – তাবরানী

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে সাধারণভাবে সকল মুসলমান নর-নারীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত-জীবিত যত মুসলমানের জন্য দোয়া করা হইবে তাহাদের সকলের সংখ্যা পরিমাণ ছাওয়াব, যে দোয়া করিবে তাহার নামে লেখা হইবে। ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক নেকী কামাইবার কত সহজ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সামান্য সময় ব্যয় করিয়া মানুষের জন্য দোয়া করিলে লক্ষ-কোটি নেকী লাভ করা যাইতে পারে।

আয় আল্লাহ্! জীবিত ও মৃত সকল মুসলমান নর-নারীকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

এস্তেগফার আজাবকে বাধা দেয়

হাদীস-৩৯

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ "وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ" فَاِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক আমার নিকট আমার উম্মতের জন্য দুইটি নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। (নিম্নের আয়াতে উহা বর্ণিত হইয়াছে)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

অর্থঃ আর আল্লাহ্ তায়ালা এইরূপ করিবেন না যে, আপনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আর আল্লাহ্ এই অবস্থায়ও তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

যখন আমি ইন্তেকাল করিব তখন (একটি নিরাপত্তা উঠিয়া যাইবে এবং অপর নিরাপত্তা অর্থাৎ) এস্তেগফার কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের জন্য ছাড়িয়া যাইব। -তাবরানী।

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা আবু জেহেল আল্লাহ্ পাকের নিকট এই দোয়া করিল, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি সত্যই আপনার কালাম হইয়া থাকে তবে ইহাকে অমান্য করার কারণে আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন কষ্টদায়ক আজাব নাজিল করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করিলেন।

-বোখারী হইতে দুররে মনছুর।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে আজাব নাজিল করিবেন না। আর যাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে তাহারাও আল্লাহ্র আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

দুনিয়াবী বালা-মুছীবত হইতে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি" এই নেয়ামত ধরিয়া রাখা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পাকের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন তিনি স্বীয় হাবীবকে উঠাইয়া নিয়াছেন। অপর বিষয়টি হইল এস্তেগফার করিতে থাকা- ইহা মানুষের এখ্তিয়ারী বা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলেই মানুষ ইহা করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলে পার্থিব নিরাপত্তার এই দ্বিতীয় সুযোগটি কেয়ামত পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য দুইটি নিরাপত্তা নাজিল করিয়াছেন। একটি হইল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উপস্থিতি, অপরটি এস্তেগফার। তাহার ওফাতের পর কেয়ামত পর্যন্ত এস্তেগফারের মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকিবে।

মক্কার কাফেরদের নেতা ছিল আবু জেহেল। সে আকাশ হইতে পাথর নিক্ষেপ অথবা অন্য কোন আজাব প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি ও তাহাদের এস্তেগফারের কারণে আজাব নাজিল করা অনুমোদন করেন নাই। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হিজরতের পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। আর তৎকালে কাফেরগণও (তাহাদের ভ্রান্ত রীতি অনুযায়ী হজ্ব আদায়ের সময় বাক্য উচ্চারণ করিত) এই বাক্যটি মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, এস্তেগফারের উছিলায় মক্কাবাসীগণ কুফরী অবস্থায়ও যদি দুনিয়াবী আজাব হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকে তবে মুসলমানগণ এস্তেগফার করিলে আরো উত্তমভাবেই দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল এস্তেগফারে লিপ্ত থাকা। আরো সোজা কথায় এস্তেগফার যেন আল্লাহ্ পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার দুর্গবিশেষ। এস্তেগফার করিলে দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকা যায়। আর শরীয়তের উসুল অনুযায়ী পাকা তওবা করিলে আখেরাতের আজাব হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

সকল বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস–৪০

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে যাবতীয় মুশকিলাত হইতে

মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন। আর এমন জায়গা হইতে রিজিকের ব্যবস্থা করিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। – আহ্মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে বেশী বেশী এস্তেগফারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে যাবতীয় বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন। বান্দার প্রতি ইহা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত বটে।

পার্থিব জীবনে মানুষ বিবিধ বালা–মুসীবত ও পেরেশানী হইতে বাঁচিবার জন্য কতভাবে চেষ্টা–তদ্বির ও মেহনত করিতে থাকে, রিজিকের সন্ধানে মানুষের প্রাণান্ত শ্রমের কোন ইয়ত্তা নাই। অথচ মানুষ এস্তেগফার করে না। এস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিতভাবে এই সকল মৌলিক বিষয়ের সহজ সমাধান পাইতে পারে। মহান আল্লাহ্ পাক এবং তাহার রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করিয়াছেন, নিয়মিত এস্তেগফার করিলে বান্দা অজস্র ধারায় লাভবান হইতে থাকিবে। সুতরাং হে মুসলমান ভাই সকল! তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হইলেই মানুষ জীবনের প্রকৃত নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

তওবা ও এস্তেগফারের ক্ষেত্রে যেই সকল বাক্য কোরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত আছে এই অধ্যায়ে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে যে কোন ভাষায়, যে কোন উপায়ে এবং যে কোন বাক্য দ্বারাই তওবা করা যাইবে। তবে কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত বাক্যসমূহ দ্বারা তওবা করাই উত্তম এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক সম্ভাবনাময়। সুতরাং পাঠকদের সুবিধার্থে এই অধ্যায়ে আমরা কোরআন–হাদীসে বর্ণিত বেশ কিছু দোয়া সংকলন করিয়াছি। প্রথমে কালামে পাকের দোয়াসমূহ এবং পরে হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া সমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়াসমূহ

আয়াত–১

وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থঃ আর আমাদিগকে আমাদের হজ্বের আহকাম বলিয়া দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।

– ছুরা বাক্বারা, রুকুঃ ১৫

আয়াত–২

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থঃ আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করিলাম, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আল্লাহ্ তায়ালা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না; কিন্তু উহাই যাহা তাহার সামর্থ্যে আছে। সে ছাওয়াবও উহাই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও উহাই ভোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের রব! আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা ভুল করিয়া বসি। হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠাইয়াছিলেন, হে আমাদের রব! এবং আমাদের প্রাতি এমন কোন গুরুভাব চাপাইবেন না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের

নাই। আর ক্ষমা করিয়া দিন আমাদিগকে এবং মার্জনা করিয়া দিন। আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক। সুতরাং আমাদিগকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।

– ছুরা বাক্বারার শেষ আয়াত

আয়াত—৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের গোনাহ্সমূহ এবং আমাদের কর্ম সমূহে সীমা অতিক্রমকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখুন, আর আমাদিগকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

– ছুরা আল্ এমরান, রুকুঃ ১৫

আয়াত—৪

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা এক আহবানকারী (রাসূলুল্লাহ্)—এর (আহবান) শুনিয়াছি, তিনি ঈমান আনয়নের জন্য আহবান করিতেছেন যে,তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনিলাম। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের গোনাহ্সমূহকে মাফ করিয়া দিন এবং ভুল ত্রুটিগুলিকেও আমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিন এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সহিত করুন। – ছুরা আল্ এমরান, শেষ রুকু

আয়াত—৫

رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং আমাদের

গোনাহ্সমূহ মাফ করিয়া দিন। এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে পরিত্রান দিন। – ছুরা আল্ এমরান, রুকুঃ ২

আয়াত—৬

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই আমাদের নেহায়েত ক্ষতি হইবে। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ২

হযরত আদম আলাইহিস্সালাম উপরোক্ত দোয়া করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল তখন হযরত আদম ও হাওয়া স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্তরে উপরোক্ত দোয়াটি ঢালিয়া দিলেন। তাহারা ঐ দোয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ পাক তাহাদের তওবা কবুল করিলেন।

আয়াত—৭

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ -

অর্থঃ আপনিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদিগকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন,আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ১৯

আয়াত—৮

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ -

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি ত্রুটি—বিচ্যুতির দ্বারা নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। – ছুরা ক্বাসাস, রুকুঃ ৩

আয়াত—৯

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে মার্জনা করুন এবং অনুগ্রহ করুন আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

– ছুরা মো'মেনূন, রুকুঃ ৬

আয়াত—১০

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ক্রুটি মাফ করিবেন, এবং তিনি সকল মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান। – ছুরা ইউসুফ, রুকুঃ ১১

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম এই দোয়াটি নিজ ভাইদের জন্য করিয়াছিলেন।

আয়াত—১১

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার ক্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার ভ্রাতারও এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতের মাঝে দাখিল করুন। বস্তুতঃ আপনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়াশীল। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ১৮

আয়াত—১২

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا -

অর্থঃ হে আমার রব! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার মাতা–পিতাকে, আর যে মোমেন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহাকে আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকে আর অনাচারীদের ধ্বংস হওয়াকে আরও বর্ধিত করিয়া দিন। – ছুরা নূহ, রুকুঃ ২

উপরোক্ত দোয়াটি হযরত নূহ অলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম নিজের জন্য, নিজের পিতা–মাতা ও মুসলমান নর–নারীর জন্য করিয়াছিলেন। তখন তিনি জালেমদের বিনাশও কামানা করিয়াছিলেন।

আয়াত—১৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার মাতা–পিতাকে এবং সমস্ত মোমেনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।

– ছুরা ইব্রাহীম, রুকুঃ ৬

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম উপরোক্ত দোয়াটি নিজের জন্য নিজের মাতা–পিতা ও ঈমানদারদের জন্য করিয়াছিলেন।

আয়াত—১৪

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ
اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপানার রহমত ও আপনার জ্ঞান সর্বব্যাপী। তাহাদিগকে ক্ষমা করুন যাহারা (কুফর হইতে) তওবা করিয়াছে এবং আপনার পথে চলিতেছে, আর তাহাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করুন। – ছুরা মোমিন, রুকুঃ ১

আয়াত—১৫

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ
لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর আমাদের সেই ভাইদিগকেও যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! আপনি বড় স্নেহশীল বড় করুণাময়। – ছুরা হাশর, রুকুঃ ১

আয়াত—১৬

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এই নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন, আর আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। – ছুরা তাহ্‌রীম, রুকুঃ ২

হাদীস শরীফে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়া–

(১)

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেরা এস্তেগফার এইরূপ–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা এবং যথা সম্ভব আমি তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর কায়েম রহিয়াছি। আমার সকল পাপের অপকারিতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার সকল নেয়ামতের কথা স্বীকার করিতেছি এবং আমার গোনাহের কথাও স্বীকার করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তুমি ব্যতীত আর কেহ গোনাহ্ ক্ষমা করিতে পারে না।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দোয়াকে "সকল এস্তেগফারের সেরা" আখ্যা দিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে দিনের বেলা এই দোয়া পাঠ করিবে, ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার ইন্তেকাল

হইলে সে জান্নাতী হইবে। এমনিভাবে রাত্রি বেলা এই দোয়া পাঠ করিবার পর সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে সেও জান্নাতী হইবে। – মেশকাত।

(২)

হযরত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا
اَسْرَرْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আগে–পরে এবং প্রকাশ্যে–গোপনে যত গোনাহ্ করিয়াছি ঐ সকল গোনাহ্ হইতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনিই আগে বাড়ান এং আপনিই পিছনে হটান আর আপনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী।

(৩)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মজলিসে একশতবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিতেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার তওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।

– তিরমিজী, আবু দাউদ।

(৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

তাহার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সে জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করে। – তিরমিজী, আবু দাউদ।

অন্য এক কিতাবে উহা তিনবার পাঠ করার কথা বলা হইয়াছে এবং উহাতে استغفر الله এর পর العظيم। শব্দটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তা ছাড়া সুনানে তিরমিজীতে এই দোয়াটি শয়নকালে তিনবার পাঠ করার কথা উল্লেখ করিয়া উহার বহু ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে।

শেখ ইব্নুছ্ছান্নী " আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্ গ্রন্থে হযরত বারা বিন আযিবের (রাঃ) বরাত দিয়া এই দোয়াটি নামাজের পর তিনবার পাঠ করার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫)

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক প্রশস্ত আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু।

(৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমার পাপ, অজ্ঞতা ও সীমালংঘন এবং ঐ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দাও যাহা তুমি আমার চাইতে অধিক অবগত।

– হিস্‌সে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطِيْئَتِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার দ্বারা যেই সকল গোনাহ্ স্বেচ্ছায়, হাসি–কৌতুকে, ভুল করিয়া এবং জানিয়া–শুনিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ সকল গোনাহ্ তুমি ক্ষমা করিয়া দাও; উহা আমার দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে।

– হিসনে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৮)

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্‌কে বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও,এবং আমার অন্তরকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়, আর আমার অন্তর এবং আমার গোনাহের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।

– হিসনে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৯)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ - وَاهْدِنِىْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার উপর রহম কর, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে রিজিক ও হেদায়েত দান কর।

– হিস্‌নে হাসীনঃ মুসলিম হইতে।

(১০)

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ -

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ্‌কে ধৌত করিয়া দাও এবং আমার দোয়া কবুল কর।

– হিস্‌নে হাসীনঃ ছুনানে আরবা' হইতে।

(১১)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমার উপর রাজী হইয়া যাও। আমার এবাদতসমূহ কবুল কর, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং দোজখ হইতে নাজাত দান কর আর আমাদের সকল হালাত দুরস্ত করিয়া দাও।

– হিস্নে হাসীনঃ ইবনে মাজা ও আবু দাউদ হইতে।

(১২)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আগে–পরে, প্রকাশ্যে ও গোপনে যত গোনাহ্ করিয়াছি এবং যাহা সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে অধিক অবগত ঐ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই।

– হিস্নে হাসীনঃ মুসতাদরাকে হাকিম ও মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৩)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে জান্নাত দান কর। – হিস্নে হাসীনঃ তাবরানী হইতে।

(১৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ اَمْرِيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আমার গোনাহের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার ভাল আমল সমূহে আপনার নেগ্‌রানী কামনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট তওবা করিতেছি, আপনি আমার তওবা কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি আমার প্রতিপালক।

(১৫)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ ـ

অর্থঃ হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করুন,আমার উপর রহম করুন এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন।

– হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৬)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنَا ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! হে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার অন্তর হইতে ক্রোধ বাহির করিয়া দাও। আর আজীবন তুমি আমাকে গোমরাহীর ফেৎনা হইতে হেফাজত কর।

– হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ কর আমার (কবরের) ঘরকে প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার রিজিকে বরকত দান কর।

–হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

হযরত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি অজু করিতেছিলেন। ঐ সময় আমি তাহাকে উক্ত দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি। তাই এই দোয়া অজুর শেষে অথবা মধ্যবর্তী সময়ে পড়া যাইতে পারে। তা ছাড়া যে কোন সময় পড়ার জন্যও ইহা একটি উত্তম দোয়া।

পরিশিষ্ট

এখন আমি এই কিতাব শেষ করিতেছি। পাঠকদের নিকট আরজ আপনারা এই কিতাবটি নিজে বার বার পাঠ করিবেন এবং অপরকে পড়িয়া শোনাইবেন। ইহা যেন নিছক বুক সেলফের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ঘরে পড়িয়া না থাকে। মন দিয়া পাঠ করুন এবং আমলের চেষ্টা করিয়া নিজের আখেরাত সংশোধনের ফিকির করুন। চরম গাফলতী ও অবহেলার এই যুগে মানুষ আখেরাতের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। দ্বীনি কিতাব পাঠ করিয়া লেখকের নিকট প্রশংসাপত্রও পাঠানো হয় যে, আপনি বেশ চমৎকার লিখিয়াছেন, কিন্তু কিতাবে লিখিত বিষয়ের উপর আমলের কোন চেষ্টা করা হয় না।

আমরা জানি; একদিন সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হাশরের মাঠে হিসাব কিতাব ও ছওয়াল জওয়াব হইবে। নেকীর বদলায় জান্নাত মিলিবে আর 'গোনাহ্' দোজখের আজাবের কারণ হইবে। এই সকল বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা গোনাহ্ ও পাপাচার হইতে বিরত হইতেছি না, তওবার প্রতি কোন প্রকার খেয়াল করা হইতেছে না, অনেকেই মুখে মুখে তওবা করেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিবার থাকিবার পাকা এরাদা করিলেও তওবা কবুলের শর্ত তথা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টা-তদ্বির করা হয় না। ফলে দেখা যায়, তওবা করা হইতেছে বটে কিন্তু উহার পাশাপাশি কাজা নামাজ, ছুটিয়া যাওয়া রোজা ও জাকাত আদায় করা হইতেছে না। হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ যাহা আদায় করা সম্ভব উহার ব্যাপারে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করা হইতেছে না। ভাই সকল! সময় থাকিতে মানুষের করজ আদায় করিয়া ফেলুন। করজদাতা ভুলিয়া গেলেও উহা আদায় করিতেই হইবে।

যত ঘুষ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা ফেরত দিতে হইবে। যত মানুষের গীবত করা হইয়াছে এবং যত মানুষের গীবত শোনা হইয়াছে তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে কিংবা নিখোঁজ হইয়া থাকে তবে তাহাদের জন্য এই পরিমাণ মাগফেরাতের দোয়া করিবে যেন মন এই সাক্ষ্য দেয় যে, গীবতের

মোকাবেলায় যেই পরিমাণ দোয়া করা হইয়াছে উহা দেখিলে তাহারা নিশ্চয়ই খুশী হইয়া যাইবে।

কোন কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে বা শোনা হইয়াছে তাহাকে গীবতের সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই সংবাদ পাওয়ার পর তাহার মনোকষ্টই বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার জন্য উপরে বর্ণিত নিয়মে মাগফেরাতের দোয়া করাই বিধেয়।

অন্যায়ভাবে কাহাকেও প্রহার করা, গালি দেওয়া, কাহারো বিষয়-সম্পদ ও জমি দখল করা ইত্যাদি সবই হক্কুল এবাদ। এই সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন আবশ্যক। তওবা করিবার পরও যদি কেহ যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত না হয় এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান না হয় তবে উহা তওবার নামে নিছক ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা এই কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে মানুষের হকের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়াছি। উহা বার বার পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমার জিম্মায় কার কার হক রহিয়াছে। দুনিয়াতে যদি বান্দার হক আদায় করা না হয় তবে আখেরাতে আদায় করিতে হইবে। এখানে ক্ষমা চাহিয়া অথবা ক্ষতিপূরণ দ্বারা উহার সংশোধন হইতে পারে কিন্তু পরকালে সেই সুযোগ থাকিবে না, তখন হকদারকে নেকী দিতে হইবে এবং তাহার গোনাহ্ নিজে গ্রহণ করিতে হইবে। দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের এই বিনিময় হইবে বড় দুর্ভাগ্যজনক। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, এই দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা সম্ভব। চক্ষু বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন পরকালের দৃশ্য সামনে ভাসিয়া উঠিবে তখন আর সেই সুযোগ থাকিবে না। মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে উহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। সুতরাং সময় থাকিতেই খাঁটি দিলে তওবা করা এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা জরুরী। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে স্বীয় নফ্‌স (প্রবৃত্তি)-কে নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং

মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর ঐ ব্যক্তি নির্বোধ যে স্বীয় নফ্‌সকে খাহেশাতের পিছনে লাগাইয়া রাখে অথচ আল্লাহ্ পাকের নিকট নেক বদলার আশা করে।

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করা বোকামি। এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহের কাজে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর তাহারা গোনাহ্‌কে কিছুই মনে করে না। বরং অন্যায়–অপরাধকেই যেন জীবনের উদ্দেশ্য বানাইয়া লইয়াছে। তাহারা তওবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কখনও তওবার কথা স্মরণ হইলেও নফ্‌স–শয়তান তাহাদিগকে কু–পরামর্শ দিয়া বলে যে, এখন গোনাহ্ করিতে থাক, তোমার সামনে দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে। এখন আমোদ–প্রমোদ ও ফূর্তি করিয়া জীবনের শেষ দিকে তওবা করিয়া লইলেই চলিবে। অথচ মানুষের হায়াত–মউতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। প্রতি মুহূর্তে এই সম্ভাবনা আছে যে, ইহাই হয়ত জীবনের শেষ মুহূর্ত, শেষ সুযোগ। আজকাল মানুষ প্রায়ই দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া আকস্মিক মৃত্যুর শিকার হইতেছে। "আগামীতে তওবা করিয়া লইব" এই আশায় গোনাহ্ করিতে থাকা এবং তওবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তওবা না করা নিতান্ত বোকামি ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

আরেক ধরনের লোক আছে, তাহারা জানে যে, গোনাহ্ ক্ষতিকর বিষয়। কিন্তু তাহাদের নফ্‌স ভিতর হইতে পরামর্শ দিতে থাকে যে, আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও মেহেরবান, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। তিনি অব্যশই ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহারা এই কথা চিন্তা করে না যে,আল্লাহ্ পাক জাব্বার ও কাহ্‌হারও বটে। শাস্তি দিতেও তাহার কোন বাঁধা নাই। প্রকৃত বুদ্ধিমানগণ চিন্তা করিবেন যে, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করিতে বাধ্য নন। তিনি যদি ক্ষমা না করেন তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিণতি কি হইবে? যাহারা অন্যায়–অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করিতে থাকে, হাদীসে পাকে তাহাদিগকে বেওকুফ ও বোকা বলা হইয়াছে।

আমরা প্রতিনিয়ত দুনিয়ার হালাতের পরিবর্তন ও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতেছি। দুনিয়াবী বিষয়ে সামান্য সম্ভাবনার উপর সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়।

ছফরের সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশী অর্থ এই সম্ভাবনার উপর রাখা হয় যে, "প্রয়োজন হইতে পারে"; অথবা কোন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে একাধিক ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। "পূর্ববর্তী ডাক্তার হয়ত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই"; এই ধারণার উপর দুই চারি দিন পর পরই ডাক্তার পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এই ধরনের কোন চিন্তা–ভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। এখানে এই সম্ভাবনার কথা চিন্ত করা হয় না যে, আল্লাহ্ পাক যদি ক্ষমা না করেন তবে কঠিন আজাবে গ্রেফতার হইতে হইবে। বরং যাবতীয় গোনাহ্ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষন করা হয়। ইহা নফ্‌স ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ هِيَ الْجَنَّةُ ـ

অর্থঃ যেই ব্যক্তির অন্তরে এই ভয় হয় যে, হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারিব না; সে অন্ধকার রাত্রে উঠিয়া যাত্রা শুরু করে, আর যে অন্ধকার রাত্রিতেই উঠিয়া যাত্রা করে সে তাহার মঞ্জিল ও গন্তব্যস্থলের নাগাল পায়। অতঃপর এরশাদ হইয়াছে, খবরদার! আল্লাহ্ পাকের সওদা অনেক মূল্যবান। খবরদার! তাহার সওদা হইল বেহেস্ত।

যেই ব্যক্তি জান্নাত পাইতে চায় সে অবহেলা ও গাফলতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকিবে, শরীয়তের হুকুমের বরখেলাফ করিতে থাকিবে আর তওবার ব্যাপারে অবহেলা করিবে– ইহা হইতে বড় বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

মোমেনের কাজ হইল, বেশী বেশী এবাদত করা এবং সেই সঙ্গে এস্তেগফারে লাগিয়া থাকা। এস্তেগফার দ্বারা এবাদতের ত্রুটি–বিচ্যুতি সমূহের ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। মোমেন ব্যক্তি সর্বদাই গোনাহ্ হইতে দূরে থাকিবে, যদি কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। আখেরাতের ফিকির হইতে গাফেল থাকাই হইল পরকালের বরবাদীর সূচনা।

গোনাহ্ করিলে দুনিয়াতে সামান্য স্বাদ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু পরকালে উহার জন্য বড় কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। হায় আফসোস্! فهل من مدكر (কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?)।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد

অর্থঃ ইহাতে সেই ব্যক্তির জন্য উপদেশ রহিয়াছে, যাহার অন্তর আছে, অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।

একটি বিশেষ আমল

"মিল্লাতে ইব্রাহীম" নামে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)–এর একটি ওয়াজ (উর্দূতে) ছাপা হইয়াছে। উহাতে তিনি দুর্বলমনাদের রূহানী চিকিৎসার জন্য একটি সহজ আমলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদি উহার উপর আমল করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই জীবনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হইবে, ক্রমে যাবতীয় গোনাহ্ দূর হইতে থাকিবে এবং খাঁটি তওবা করারও তওফীক হইবে। আমলটি এই–

তওবার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এইরূপ দোয়া করিবেঃ আয় আল্লাহ্! আমি একজন নাফরমান বান্দা। আমি আপনার ফরমাবরদারীর এরাদা করি, কিন্তু আমার এরাদায় কিছুই হইবে না, আপনার ইচ্ছাতেই সকল কিছু হওয়া সম্ভব। আমি আমার নফ্সের এছলাহ ও সংশোধন কামনা করিতেছি, কিন্তু আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, আমার হিম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমার সংশোধন আপনার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আয় আল্লাহ্! আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি আপনার এক গোনাহ্গার বান্দা, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার অন্তর বড় দূর্বল, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার আমার কোন শক্তি নাই। আমাকে শক্তি দান করুন। আমার নাজাতের কোন উপায় নাই, আপনি গায়েব হইতে আমার নাজাতের উপায় করিয়া দিন।

আয় পরওয়ারদিগার! আপনার রহমত দ্বারা আমার জীবনের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিন। আমি এই কথা বলি না যে, আমার দ্বারা আর কখনো কোন গোনাহ্ হইবে না। আমি জানি আমার দ্বারা আবার গোনাহ্ হইয়া যাইবে; আমি পুনরায় উহা ক্ষমা করাইয়া লইব।

এইভাবে বার বার নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং এছ্লাহের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। দৈনিক নিয়মিত মাত্র দশ মিনিট এই আমলটি করিতে থাকিলে আল্লাহ্ পাক এমনভাবে গায়েবী সাহায্য করিবেন যে, মনের জোরও বৃদ্ধি পাইবে, ইজ্জত সম্মানেরও কোন হানি হইবে না এবং কোন প্রকার বাঁধা বিঘ্নও সৃষ্টি হইবে না। মোটকথা, এমনভাবে গায়েবী এন্তেজাম হইবে যাহা আপনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

গোনাহের তালিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة
شديد العقاب ذى الطول، لا اله الا هو اليه المصير،
والصلوة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير،
وعلى اله وصحبه الذين اهتدوا بهديه فنالوا الاجر
الكبير، ومن تبعهم باحسان الى يوم يحاسب فيه القطمير
والنقير-

যখন "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" লিখিতে শুরু করিলাম তখন বার বার আমার এই খেয়াল হইতে লাগিল যে, পাঠকদের সামনে যাবতীয় গোনাহের তালিকাও পেশ করা দরকার। কারণ, অনেকেই সামাজিক প্রথা ও দেশীয় রেওয়াজ হিসাবে এমন অনেক কাজ করিয়া থাকেন যাহা দ্বারা গোনাহ্ ও পাপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা ধারণাও করেন না।

আবার অনেকেই নিজের আমলকে গোনাহের কাজ মনে করেন বটে, কিন্তু তাহাদের ইহা জানা নাই যে, উহা কোন্ পর্যায়ের গোনাহ্। সুতরাং কবীরা গোনাহ্কে তাহারা মামুলী মনে করিয়া করিতে থাকেন। এই কারণেই আমি "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" লিখিবার পূর্বেই অত্র কিতাবটি লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ইহাও সমাপ্ত হইল। এই কিতাবটি "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফারের" সম্পূরক গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। এই দুইটি কিতাবের ধারাবাহিক পাঠ অব্যাহত রাখিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আমরা যেই সকল কাজ–কারবার করিতেছি উহাতে কি কি গোনাহ্ হইতেছে এবং এই সকল গোনাহের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের কি কি লোক্সান হইতেছে এবং পরকালে ইহার জন্য কি ধরনের

শাস্তিবিধান রহিয়াছে এই সকল বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই কিতাবটি লেখা হইয়াছে।

গোনাহের বিবরণ সম্বলিত বহু হাদীস অত্র গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। অধিকাংশ হাদীস "মেশকাতুল মাছাবীহ" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে স্বল্প সংখ্যক হাদীস হাফেজ মুনজিরী (রহঃ) রচিত "আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব এবং মুসতাদরাকে হাকিম হইতে লওয়া হইয়াছে। সকল হাদীসের বর্ণনা শেষেই উহার সূত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিতাবটির আগা-গোড়া সম্পূর্ণই যেন সকল শ্রেণীর মুসলমানের বোধগম্য হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

কোন্‌টি কবীরা ও কোন্‌টি ছগীরা গোনাহ্ উহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা যাহা নিষিদ্ধ ঐগুলিকে একত্রিত করিয়া পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ছগীরা গোনাহ্ হউক বা কবীরা গোনাহ্, সকল অবস্থাতেই উহা গোনাহ্ বটে। প্রাণনাশকারী বিষ কম হইলেও বিষ আর বেশী হইলেও বিষ। আলেমগণ বলিয়াছেন, কোন ছগীরা গোনাহ্ যখন বারংবার করা হয়, তখন উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষ যেই সকল গোনাহ্‌কে ছগীরা ও ছোট গোনাহ্ মনে করিয়া বার বার করিতেছে; ঐ সকল গোনাহ্ ছগীরা হইলেও বার বার করার কারণে উহা আর ছগীরা থাকিতেছে না। মানুষ যখন ছগীরা গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন শয়তান তাহাকে অনায়াসে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। কাজেই ছোট বড় সকল পাপ হইতেই সর্বদা বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কখনো কোন গোনাহ্ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে, ইহাই মোমেনের শান।

এই কিতাবে যেই সকল গোনাহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে উহার অধিকাংশই কবীরা গোনাহ্। স্বল্প সংখ্যক ছগীরা গোনাহেরও আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ কিতাবটিকে গভীর মনোযোগসহকারে নিজে পাঠ করুন এবং অপরকেও পড়িয়া শোনাইতে থাকুন। সেই সঙ্গে নিজের বিগত জীবনের সংশোধন ও ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া নফ্‌স ও শয়তানের ধোকা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে তৎপর হউন।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার বিশেষ নিবেদন এই যে, কিতাবটি পাঠ করিয়া যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তবে আমি অধমের জন্য এবং আমার মাতা-পিতা, মাশায়েখ এবং আমার উস্তাদদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

– বিনীত

মোহাম্মাদ আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী

মদীনা মোনাওয়ারা

১৭-৮-১৪০৩ হিজরী

সাতটি মারাত্মক গোনাহ্

শেরেক, যাদু, হত্যা, সুদ, এতীমের মাল ভক্ষণ, জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন এবং সতী নারীর নামে তিথ্যা বলঙ্ক লেপন।

১নং হাদীসঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ সাতিটি গোনাহ্ কি? এরশাদ হইলঃ

১। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা।
২। যাদু করা।
৩। অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা। তবে ন্যায়ভাবে হত্যা করা যাইবে (যেমন কেহ অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিলে শরীয়ত নির্ধারিত কেসাসের বিধান অনুযায়ী তাহাকে হত্যা করা যাইবে।)
৪। সুদ খাওয়া।
৫। এতীমের মাল খাওয়া।
৬। জেহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসা।
৭। এমন সতী-সাধ্বী ও ঈমানদার নারীর নামে অপবাদ দেওয়া, যে কখনো অপরাধের কল্পনাও করে না।

ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, লুণ্ঠন, গনীমতের মালে খেয়ানত

২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিনাকারী জিনা করার সময় মোমেন থাকে না।, চোর চুরি করার সময় মোমেন থাকে না এবং মদ্যপ মদ পান করার সময় মোমেন থাকে না। কোন ব্যক্তি যখন সম্পদ লুণ্ঠন করে- যাহার দিকে মানুষ (হতবাক নেত্রে) তাকাইয়া থাকে- তখন সে মোমেন থাকে না এবং গনীমতের মালে খেয়ানতকারী ব্যক্তি খেয়ানত করার সময় মোমেন থাকে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৭

মোনাফেকের চারিটি স্বভাব

৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তির মধ্যে চারিটি স্বভাব থাকিবে সে খালেছ মোনাফেক। আর যাহার মধ্যে উহা হইতে একটি স্বভাব থাকিবে, তাহার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে উহা ত্যাগ করিবে। (ঐ চারিটি স্বভাব এই–)

১। আমানত রাখিবার পর উহাতে খেয়ানত করা।
২। কথা বলার সময় মিথ্যা বলা।
৩। ওয়াদা করিবার পর ধোকা দেওয়া।
৪। ঝগড়া করার সময় গালি দেওয়া। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৭

নামাজে অবহেলা করা

৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হইয়াছে রোজ কেয়ামতে সেই নামাজ তাহার জন্য নূর হইবে এবং উহা তাহার ঈমানের দলীল হইবে। নামাজ তাহার জন্য নাজাতের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না কেয়ামতের দিন তাহার জন্য কোন নূর ও দলীল থাকিবে না। তাহার মুক্তিরও কোন ছামান থাকিবে না। বরং কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে তাহার হাশর হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৯

স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা

৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا ۚ فَمَنْ يَّتْرُكْهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাকে যদি টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তথাপি তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না, আর স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করিও না। কেননা, যেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের কোন জিম্মাদারী থাকে না। তোমরা মদ পান করিও না। কারণ মদ হইল সকল অনিষ্টের চাবি বা মূল। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৯

মোনাফেকের নামাজ

৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ নামাজ হইল মোনাফেকের নামাজ যাহার জন্য বসিয়া সূর্যের অপেক্ষা করা হয়, অবশেষে সূর্যের বর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন শয়তানের দুই শিং–এর মাঝখানে (সেজদার নামে) চারটি ঠোকর

মারিয়া কোনক্রমে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৬০

ফায়দাঃ "শয়তানের দুই শিং–এর মাঝখানে" কথার অর্থ হইল, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে শয়তান উহার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দুই শিং দোলাইতে থাকে। সূর্যপুজারীগণ উহারই উপাসনা করে।

নামাজে চুরি

৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ
صَلٰوتِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلٰوتِهٖ؟ قَالَ
لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا۔

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নামাজের মধ্যে চুরি করে। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ হইল, নামাজের রুকু–সেজদা পুরাপুরীভাবে আদায় করে না (ইহাই নামাজের চুরি)। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৮৩

জামাত তরক করা

৮ নং হাদীস

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ
فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ
ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ وَّفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا
اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমার অন্তর চায় যে, বেশ কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে হুকুম করি এবং উহা সংগ্রহ হইবার পর নামাজের হুকুম দেই। অতঃপর আজান দেওয়া হইলে কাহাকেও ইমামতী করিতে আদেশ করি। এইবার আমি ঐসকল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া দেই যাহারা কোন প্রকার ওজর ছাড়াই গৃহে অবস্থান করিতেছে। ঐ যাতের কছম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, (যাহারা জামাতে শরীক হয় না) তাহাদের কেহ যদি জানিতে পারে যে, (জামাতে শরীক হইলে) সে গোস্তের একটি চিকন হাড্ডি পাইবে অথবা বকরীর দুইটি ভাল ক্ষুর পাইবে তাহা হইলে অবশ্যই সে এশার নামাজে আসিয়া হাজির হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৯৫

ফায়দাঃ যাহারা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতে মসজিদে হাজির হয় না, উপরোক্ত হাদীসে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের দুনিয়াপ্রীতি ও হীনমন্যতার পরিচয় দিয়া বলা হইয়াছে যে, সামান্য একটি চিকন হাড্ডি ও বকরীর দুইটি ক্ষুরের জন্য তাহারা হাজির হইতে পারিবে কিন্তু নামাজের জন্য মসজিদে আসিতে পারে না।

জুমুআর নামাজ তরক করা

৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ
اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ
الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, যাহারা জুমুআর নামাজ তরক করে তাহাদের সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় যে, কাহাকেও নামাজ পাড়াইতে আদেশ করি, অতঃপর যাহারা জুমুআর নামাজে শরীক না হইয়া ঘরে অবস্থান করিতেছে তাহাদের ঘরে আগুন ধরাইয়া দেই। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

১০ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَا سَمِعْنَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى أَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যেন জুমুআ ত্যাগ না করে। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন। অতঃপর অবশ্যই তাহারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

লোক দেখানো এবাদত

১১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ
فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ
يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যেই ব্যক্তি (মানুষকে) দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িল ও রোজা রাখিল এবং ছদকা দিল সে শেরেক করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৫

১২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ
قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ قَالَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ
فَيُزَيِّنُ صَلٰوتَهٗ جَاهِدًا لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذٰلِكَ
شِرْكُ السَّرَائِرِ

হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা বাহিরে) তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! তোমরা গোপন শেরেক হইতে পরহেজ কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোপন শেরেক কি? এরশাদ হইল, মানুষ নামাজ পড়িতে দাঁড়ায় অতঃপর স্বীয় নামাজকে এই কারণে ভালভাবে আদায় করে যে, লোকেরা তাহাকে দেখিতেছে। ইহাই গোপন শেরেক। –আত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব পৃঃ ৬৮

১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ
قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ
جَزَاءً

অর্থঃ হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি

তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যেই জিনিসের আশঙ্কা করিতেছি তাহা হইল, ছোট শেরেক। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শেরেক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, রিয়া (লোক দেখানো এবাদত)। আল্লাহ্ পাক যেই দিন মানুষের আমলের বদলা দিবেন সেই দিন (রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, তোমরা তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বদলা পাওয়া যায় কি–না। – আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮

ফায়দাঃ এক হাদীসে বলা হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক যখন সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; সেই দিন (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে) এক ঘোষক ঘোষণা করিবে যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের জন্য কোন এবাদত করিয়াছে এবং উহাতে অপর কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন ঐ আমলের ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির নিকটেই প্রার্থনা করে (যাহাকে সে শরীক করিয়াছিল)। কেননা, আল্লাহ্ পাক অংশিদারিত্বের ব্যাপারে একেবারেই প্রভাব মুক্ত। (অর্থাৎ কোন অংশিদার কাজ–কারবারের তিনি কোনই প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই এইরূপ এবাদতও তিনি গ্রহণ করিবেন না।) – তারগীব

গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদত

১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَلْقُوْا هٰذِهٖ وَاقْبَلُوْا هٰذِهٖ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ وَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ مَا رَاَيْنَا اِلَّا خَيْرًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ وَاِنِّىْ لَا اَقْبَلُ اِلَّا مَا ابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهِىْ۔

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন

আল্লাহ্ পাকের নিকট মোহরকৃত অনেক আমলনামা পেশ করা হইবে। আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দিবেন, (আমলনামার মধ্যে হইতে) এইগুলিকে ফেলিয়া দাও; আর (অবশিষ্ট) এইগুলিকে কবুল করিয়া লও। আদেশ পাইয়া ফেরেস্তাগণ আরজ করিবেন, আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমরা তো (এই বাতিলকৃত আমলের মধ্যে) খারাপ কিছুই দেখিতেছি না। উত্তরে আল্লাহ পাক বলিবেন, নিঃসন্দেহে (ইহাতে যেই আমল লিপিবদ্ধ আছে) উহা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। আর আমি শুধু ঐ সকল আমলই কবুল করিয়া থাকি যাহা শুধু আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। – আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা

১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْاٰخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ نَصِيْبٌ،

অর্থঃ হযরত উবাই ইবনে কায়াব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সুসংবাদ দাও যে, তাহারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাদের দ্বীন বিজয়ী হইবে এবং ভূপৃষ্ঠে তাহাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর যেই ব্যক্তি আখেরাতের আমল দুনিয়ার জন্য করিবে পরকালে সে উহার কোন অংশ পাইবে না। – আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪

প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা

১৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلًا

عَنْ اَيلْتَمِسُ الاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَـهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَـهُ، فَاَعَادَهَا ثَلٰثَ مِرَارٍ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰـهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَـلِ اِلَّامَا كَانَ لَـهُ خَالِصًا وَابْتُغِىْ وَجْهُـهُ۔

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন, এক ব্যক্তি ছাওয়াব ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ করে; এরশাদ হইল, সে কিছুই পাইবে না। আগন্তুক তিনবার এই একই প্রশ্ন করিলে প্রতিবারই তিনি বলিলেন, সে কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ পাক কেবল ঐ আমলই কবুল করেন যাহা নিছক তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় (অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না)। – আত্‌ তারগীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫

১৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّـهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ النَّـاسَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِـهٖ اَسَامِعَ خَلْقِـهٖ وَحَقَّرَهٗ وَصَغَّرَهٗ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নিজের প্রসিদ্ধি ও সুনাম কামনা করে আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে (দুর্নামের সহিত) বিখ্যাত করিয়া দিবেন এবং (মানুষের নজরে) তাহাকে নিকৃষ্ট ও খাটো করিয়া দিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ৪৫৪

জাকাত আদায় না করা

১৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَـالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَـهُ مُثِّلَ لَـهُ مَالُـهُ يَوْمَ الْقِيٰمَـةِ شُجَاعًا اَقْـرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْـهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَـلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَـةَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌ পাক যাহাকে সম্পদ দান করিয়াছেন সে যদি ঐ সম্পদের জাকাত আদায় না করে, তবে কেয়ামতের দিন তাহার সম্পদকে টাকমাথা বিশিষ্ট সাপ বানানো হইবে (বিষের তীব্রতার কারণে তাহার মাথা হইতে চুল পড়িয়া যাইবে।) উহার দুই চক্ষুতে দুইটি কালো বিন্দু হইবে। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের বক্তব্যের সমর্থনে) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة - و لله ميراث السموت والارض والله بما تعملون خبير ٥

অর্থঃ আর কখনো যেন ধারণা না করে এইরূপ লোক, যাহারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় করুণায় দান করিয়াছেন– উহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে; বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক। তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন তওক (বেড়ী) পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার (ঐ মালের) যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিয়াছিল। বস্তুতঃ

অবশেষে আসমান ও যমীন আল্লাহ্ তায়ালারই থাকিয়া যাইবে। আর আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫৫

হজ্ব আদায় না করা

১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্ব আদায় করিতে যাহার সম্মুখে কোন বাঁধা নাই, বা কোন জালেম বাদশাহ্ কিংবা কোন রোগ–ব্যাধি প্রতিবন্ধক হয় নাই; তথাপি সে যদি হজ্ব আদায় না করে তবে সে ইহুদী কিংবা নাসারা হইয়া মৃত্যুবরণ করুক। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২২২

রমজানের রোজা ত্যাগ করা

২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَّلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইহতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত এবং কোন প্রকার রোগ–ব্যাধি ব্যতীত রমজানের একটি রোজা ভঙ্গ করিল, অতঃপর সে যদি সারা জীবনও রোজা রাখে তবুও ঐ একটি রোজার ক্ষতিপুরণ হইবে না, যদিও সে উহার কাজাও আদায় করে। (কেননা,

রমজান মাসে রোজা রাখিলে যেই ফজিলত পাওয়া যায় রমাজানের বাহিরে অপর কোন মাসে রোজা রাখিলে সেই ফজিলত পাওয়া যায় না।) যদিও সঙ্গত কারণে ভঙ্গকৃত একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখিলেই উহার কাজা আদায় হইয়া যাইবে।

ফায়দাঃ রমজান শরীফের রোজা রাখা ফরজ। ইসলামের পঞ্চভিত্তির একটি হইল রোজা। শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করা মহাপাপ।

কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া

২১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا۔

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের নেক আমলসমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে, এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে সামান্য খড়–কুটা পরিষ্কার করিয়াছে, (উহাকেও আমি নেক আমলের মধ্যে দেখিয়াছি) এবং আমার সম্মুখে আমার উম্মতের গোনাহ্ পেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আমি উহা হইতে বড় কোন গোনাহ্ দেখি নাই যে, কোন ব্যক্তিকে কোরআন শরীফের কোন ছুরা বা আয়াত (মুখস্থের তৌফিক) দেওয়া হইল, আর সে উহা ভুলিয়া গেল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৬৯

২২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِءٍ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ -

অর্থঃ হযরত ছায়াদ বিন আবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িয়া পুনরায় ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন কুষ্টরোগী অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৯১

বেদ্‌আত জারী করা

২৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন "নূতন বিষয়" অন্তর্ভুক্ত করে যাহা দ্বীন নহে, তবে ঐ "নূতন বিষয়" প্রত্যাখ্যাত। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭

মানুষকে নিজের অনুসারী বানানোর ইচ্ছায় এবং প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার জন্য এলেম হাসিল করা

২৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ

الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ -

অর্থঃ হযরত কায়াব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আলেমদের সঙ্গে মোকাবেলা করা, মুর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করে আল্লাহ্ পাক তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা

২৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই এলেম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের রেজা ও সন্তুষ্টি সন্ধান করা হয়, এমন এলেমকে যে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ কামাইবার উদ্দেশ্যে হাসিল করিল, সে জান্নাতের খুশবুও পাইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

এলেম গোপন করা

২৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো নিকট এলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি সে উহা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত "এল্‌মী বিষয়" দ্বারা কোরআন হাদীস ও দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েলের কথা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বীনী বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেহ প্রশ্ন করিলে যদি উহার উত্তর দেওয়া না হয় তবে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা

২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার উপর মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যাহা হাদীস নহে, উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করে) তবে সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়।

– ছহী মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সঙ্গে দুশ্‌মনী করা

২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِيْ
وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হইতে জানা যায়, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ যেই ব্যক্তি আমার কোন দোস্তের সঙ্গে দুশ্‌মনী রাখে আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৯৭

ফায়দাঃ যেই সকল ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে দ্বীনের এলেম ও আমলের মধ্যে লিপ্ত, তাঁহারাই আল্লাহ্‌ওয়ালা। তাঁহাদের সঙ্গে দুশ্‌মনী রাখা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

হারাম মাল খাওয়া

২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ
وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهٖ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ গোস্ত (শরীর) জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যাহা হারাম উপায়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। আর হারাম উপায়ে প্রতিপালিত গোস্ত জাহান্নামেরই উপযুক্ত। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া

৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ
حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ

فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللّٰهَ
لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ ছদকা করিলে উহা কবুল করা হইবে না। যদি ঐ মাল খরচ করে তবে উহাতে বরকত হইবে না। যদি হারাম সম্পদ রাখিয়া যায় তবে উহা তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার পাথেয় হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

সুদ খাওয়া

৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ
هُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানজালা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ সুদের একটি দিরহামও ভক্ষণ করে এবং সে জানে (যে, ইহা সুদ) তবে (উহার গোনাহ্) ছত্রিশবার জিনা করা হইতেও অধিক ভয়াবহ!

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৫

সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া

৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَ
قَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, যাহারা সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, সুদের হিসাব লিখে এবং সুদের সাক্ষী হয় তাহাদের সকলের উপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন, (গোনাহের ব্যাপারে) তাহারা সকলেই সমান।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৪

জমি দখল করা

৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ
يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

হযরত ছাঈদ বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছে, কেয়ামতের দিন ঐ দখলকৃত জমিনের সাত তবক পর্যন্ত সবটুকু তাহার গলায় বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৪

৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ
الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ
أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

হযরত য়া'লা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি জুলুম করিয়া যদি এক বিঘত পরিমাণ জমিও দখল করিয়া লয়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক ঐ জমিনের সাত তবকের শেষ স্তর পর্যন্ত খনন করিতে আদেশ করিবেন। অতঃপর ঐ জমিনকে তাহার গলায় তওক বা বেড়ি বানাইয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন

মানুষের সম্মুখে তাহার ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত উহা তাহার গলায় থাকিবে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৬

বিনা দাওয়াতে আহার করা

৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহাকেও খাওয়ার দাওয়াত করা হইলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিল। আর যেই ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া আসিয়া আহারে শরীক হয়, সে যেন চোর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডাকাত হইয়া বাহির হইয়া গেল।[১] – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৮

১। চোর হইয়া গৃহে প্রবেশ করার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ বিনা নিমন্ত্রণে এবং গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া কাহারো গৃহে প্রবেশ করা চুরিই বটে। এই ক্ষেত্রে গৃহকর্তা ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের খাতিরে কিছু না বলিলেও আগন্তুক নিশ্চয় ইহা কামনা করে যে, গৃহকর্তা যেন আমাকে দেখিতে না পায়। আর আগন্তুক যেহেতু প্রকাশ্য দিবালোকে এবং সকলের সম্মুখে মালিকের অনুমতি ছাড়া অপরের মাল উদরস্থ করিয়া চলিয়া গেল; সুতরাং তাহার এই আচরণকে ডাকাতি ছাড়া আর কিইবা বলা যাইবে?

মদ, মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা

৩৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهٗ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সাঃ) শরাব বিক্রয় করা এবং মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুরদারের চর্বির ব্যাপারে কি হুকুম? কেননা উহা নৌকা ও চামড়ার মধ্যে লাগানো হয় এবং মানুষ ইহাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। এরশাদ হইল, না। (চর্বিও ব্যবহার করা যাইবে না) ইহাও হারাম। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের জন্য যখন চর্বি হারাম করা হইল তখন তাহারা উহাকে (আগুনে গালাইয়া এবং উহার সঙ্গে আরো কিছু মিশাইয়া) সুদৃশ্য করিল। (যেন উহাকে কেহ চর্বি বলিয়া চিনিতে না পারে) অতঃপর উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪১

মাপে কম দেওয়া

৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাপজোখকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর এমন দুইটি বিষয় সোপর্দ করা হইয়াছে যাহা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫০

ফায়দাঃ মাপজোখে কম করা হারাম। অতীতের উম্মতগণ এই অপরাধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হযরত শোয়াইব আলাইহিস্সালামের কওমের এই আচরণের কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কওম ওজন ও মাপে কম করার কারণে ধ্বংস হইয়াছে।

ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা

৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের উপরই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২২৩

ফায়দাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত এতদ্সংক্রান্ত হাদীসে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবে তাহাকেও আল্লাহ্ পাক অভিশাপ দিয়াছেন।

ট্যাক্স উশুল করা

৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِىْ الَّذِىْ يَعْشُرُ النَّاسَ ـ

অর্থঃ হযরত ওক্ববা বিন আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, ট্যাক্স উসূলকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

ফায়দাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কাষ্টমডিউটি, নগরশুল্ক এবং আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ইত্যাদি উশুল করা জায়েজ নহে। সুতরাং উহা উশুল করা এবং উশুল করানো সবই হারাম।

মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা

৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ وَاِنْ كَا قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথ করিয়া কোন মুসলমানের হক নষ্ট করিবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দোজখ ওয়াজিব করিয়া দিবেন এবং জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। এতদ্শ্রবণে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি মামুলী বিষয় হয়? এরশাদ হইল, পিলু বৃক্ষের একটি শাখা হইলেও। (পিলু বৃক্ষের ডাল দ্বারা দাঁতন তৈরী হয়)

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৬

অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা

৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হযরত আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন জিনিস দাবী করে যাহা তাহার নহে, তবে সে আমাদের মধ্যে নহে (অর্থাৎ মুসলমানদের দলভুক্ত নহে), সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৭

মজুদদারী

৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَّالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

অর্থঃ হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সম্ভার (শহর ও বস্তীতে) সরবরাহ করে (যাহা দ্বারা মানুষ নিজেদের খাদ্যচাহিদা পূরণ করে) এমন ব্যক্তি হইল মারজুক (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাহাকে রিজিক দিবেন)। আর যেই ব্যক্তি (প্রয়োজনের সময়) খাদ্য শষ্য মওজুদ করিয়া রাখে (এবং মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষা করে) এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫১

মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য

৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গোনাহ্ হইলঃ

☆ আল্লাহ্র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা

☆ মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া

☆ কোন প্রাণীকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা এবং

☆ মিথ্যা শপথ করা। – বোখারী।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় اليمين الغموس (মিথ্যা শপথ) এর স্থলে شهادة الزور (মিথ্যা সাক্ষের) উল্লেখ রহিয়াছে।

ফায়দাঃ মিথ্যা শপথকে اليمين الغموس। বলা হইয়াছে। মেশকাতের শরাহ মেরকাতে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মিথ্যা কসম খায়, প্রথমে ঐ মিথ্যা কসম তাহাকে অন্যান্য গোনাহে প্রবেশ করাইয়া পরে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

شهادة الزور অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠিন গোনাহ্। আজকাল অনেকেই অপরের সম্পদ দখল কিংবা কোন আপনজনকে মামলায় জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। আরেক দল লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে পেশায় পরিণত করিয়াছে। তাহারা সামান্য পয়সার বিনিময়ে দৈনিক কাচারীতে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং উহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করা উভয়ই হারাম।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি কবীরা গোনাহের কথা বলা হইয়াছে। অপরাপর হাদীসে কবীরা গোনাহের আরো বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে।

আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া

৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ
اَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো (নামে) কসম খাইল সে শেরেক করিল।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৯৬

গোনাহের কাজে নজর মানা

৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ
نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهٗ فَلَا يَعْصِهٖ ۔

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারীর নজর মানে সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে (অর্থাৎ নজর পূরণ করে)। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানীর (অর্থাৎ কোন গোনাহের) নজর মানে সে যেন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী না করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৯৭

ফায়দাঃ কোন গোনাহের কাজে মান্নত মানাও গোনাহ্ এবং উহা পূরণ করাও গোনাহ্। যদি কেহ কোন গোনাহের মান্নত মানে তবে তাহার কর্তব্য, সে যেন

উহা পূরণ না করে, বরং কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া দেয়। আর উহার কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারার মত।

আত্মহত্যা করা

৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ
فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ
تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسَمُّهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ
فِىْ يَدِهٖ يَتَوَجَّاُ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পাহাড় হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল, সে দোজখের আগুনে অনন্তকাল (পাহাড় হইতে) পতিত হইতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করিল, বিষ তাহার হাতেই থাকিবে আর সে দোজখের আগুনে হামেশা উহা পান করিতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি কোন লোহা দ্বারা আত্মহত্যা করিল, সে অনন্ত কাল উহা নিজের পেটে বিদ্ধ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৯৯

ফায়দাঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে ইহাও বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি নিজের গলা টিপিয়া (গলায় ফাঁস লাগাইয়া) আত্মহত্যা করিবে, দোজখেও সে নিজের গলা টিপিতে থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, দোজখে সে নিজের পেটে বর্শা বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

–বোখারী।

কোন মুসলমানকে হত্যা করা

৪৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَهٗ اِلَّا مَنْ مَّاتَ
مُشْرِكًا اَوْ مَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ۔

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকল গোনাহের ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মোশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা ঐ ব্যক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০১

৪৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنْ ،
رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
اشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আসমান ও জমিনের সকলে মিলিয়া কোন মোমেনের রক্তে শরীক হয় (অর্থাৎ সকলে মিলিয়া তাহাকে হত্যা করে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাহাদের সকলকে উপুড় করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০০

৪৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ
لَقِىَ اللّٰهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اٰيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে সামান্য কথার দ্বারাও সহায়তা করিল, সে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সক্ষাত করিবে যে, তাহার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকিবেঃ "আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত"।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩০২

খেয়ানত করা

৫০ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের উপর (অর্থাৎ মুসলমানদের উপর) অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর যেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে খেয়ানত করে সেও আমাদের দলভুক্ত নহে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০৫

৫১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَفَعَهٗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ
وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ
فَاِذَا خَانَهٗ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন কাজ করে তখন আমি তাহাদের মধ্যে তৃতীয় জন হই (অর্থাৎ ঐ দুই ব্যক্তির সাহায্য করি) যতক্ষণ তাহাদের কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত না করে, আর যখনই কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত করিয়া বসে, তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাই (অর্থাৎ আমার সহায়তা আর থাকে না)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৪

ওয়াদা খেলাফী করা

৫২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা অনেক কম ঘটিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিয়াছেন অথচ তখন ইহা বলেন নাই যে, "ঐ ব্যক্তির কোন ঈমান নাই যে আমানতদার নহে, আর ঐ ব্যক্তির কোন দ্বীন নাই যে ওয়াদা পূরণ করে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫

প্রতারণা করা

৫৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرْفَعُ لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ اَلَا وَلَا غَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ ـ

অর্থঃ হযরত ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল প্রতারকের

জন্যই একটি করিয়া ঝাণ্ডা হইবে যাহা তাহার প্রতারণা পরিমাণ দীর্ঘ করা হইবে। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) খবরদার! যেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের নেতা হইবে তাহার প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ হইতে বড় প্রতারণা আর কাহারো হইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৩

প্রজাদের অধিকার খর্ব করা

৫৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ وَّالٍ يَّلِيْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ

অর্থঃ হযরত মা'ক্বাল বিন য়াছার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ প্রজাদের শাসক হওয়ার পর যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে স্বীয় প্রজাদের অধিকার খর্বকারী ছিল, তবে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২১

ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক

৫৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَفِيْ رِوَايَةٍ اَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ ـ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকট ঐ বাদশাহ্ অধিক প্রিয় হইবে যে ন্যায়পরায়ন ছিল এবং নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক মাবগুয ও শাস্তিযোগ্য হইবে জালেম শাসক। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

বিচারে জুলুম করা

৫৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ -

অর্থঃ হযরত বুরাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফায়সালাকারীগণ তিন প্রকার। তাহাদের মধ্যে এক দল জান্নাতে যাইবে আর অপর দুই দল জাহান্নামে যাইবে। যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহারা হইল ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা হক ও সত্যকে চিনিয়াছে এবং তদনুযায়ী ফায়সালা করিয়াছে। আরেক দল হইল যাহারা সত্যকে চিনিয়াও অন্যায় ফায়সালা করিয়াছে– ইহারা দোজখে যাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা কোন কিছু না বুঝিয়াই লোক সমাজে বিচার–মীমাংসা করে (অথচ কোনটি হক আর কোনটি না হক এই ব্যাপারে তাহাদের কোন ধারণাই নাই) ইহারাও দোজখে যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৪

ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে সাহায্য করা

৫৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَرَاءُ سَيَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ مَنْ دَخَلَ

عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوْا مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَّرِدُوْا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত কা'আব বিন উজরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শীঘ্রই আমার পরে জালেম আমীর (শাসক) হইবে। তাহাদের নিকট যাহারা গমন করিবে এবং তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং তাহাদের জুলুমে সাহায্য করিবে তাহারা আমার সঙ্গে নহে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে নাই (অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই) আর তাহারা হাউজে (কাউছারে) আমার নিকট আসিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা তাহাদের নিকট গমন করে নাই এবং তাহাদের মিথ্যার স্বীকৃতি ও জুলুমে মদদ করে নাই, তাহারা আমার এবং আমিও তাহাদের। তাহারা হাউজে আমার নিকটে আসিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

জুলুম ও কৃপণতা

৫৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা কেয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকার হইয়া সামনে আসিবে। আর কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্তপাত ও হারাম কাজে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৬৪

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে জুলুম ও কৃপণতার অশুভ পরিণতি বর্ণনা করিয়া উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। প্রথমে জুলুম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহা অন্ধকার হইয়া সামনে আসিবে। অর্থাৎ নেক আমল যেমন কেয়ামতের দিন নূর ও আলোতে পরিণত হইবে ঠিক তেমনি জুলুম, অন্ধকার ও জুলমতের কারণ হইবে। অন্ধকারে যেমন মানুষ পথ চলিতে পারে না, ঠিক তেমনি অত্যাচারী জালেম হাশরের মাঠে মুক্তির পথ পাইবে না; যতক্ষণ না মজলুমের হক আদায় করিবে।

অনেকে জুলুমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন উহা 'মুসীবত' হইয়া সামনে আসিবে। উভয় বক্তব্যের পরিণতি অভিন্ন ও সঠিক। তা ছাড়া কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, উহার কারণে পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে। কৃপণতার কারণেই তাহারা পরস্পর রক্তপাত করিয়াছে এবং শরীয়তের বিধান লংঘন করিয়া হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছে। মোটকথা, সম্পদের মোহ হইতে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। আর সম্পদের মোহ মানুষকে এতটা বিপথগামী ও বেপরওয়া করিয়া তোলে যে, অবশেষে তাহারা খুন-খারাবীতেও লিপ্ত হইয়া যায়। সম্পদের মোহই মানুষকে বরবাদী ও ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয়। যেখানে অর্থ খরচ করা ফরজ সেখানে খরচ না করা শুধু কৃপণতাই নহে বরং কবীরা গোনাহ্ও বটে। আর মোস্তাহাব কাজে খরচ না করা হইল ছাওয়াব হইতে মাহ্রূম হওয়ার কারণ।

বান্দার হক নষ্ট করা

৫৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِيْنُ ثَلٰثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ فَذَاكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

وَاِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তিন প্রকার দফতর হইবে। উহার মধ্যে একটি দফতর এমন, যাহাতে লিপিবদ্ধ গোনাহ্সমূহ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিবেন না। উহা হইল শেরেকী গোনাহ্। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। আরেকটি দফতর এমন যে, আল্লাহ্ পাক (উহাতে লিখিত বিষয়াদি ফায়সালা না করিয়া) উহাকে ছাড়িবেন না। উহা হইল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জুলুম। আল্লাহ্ পাক পরস্পর হইতে জুলুমের বদলা আদায় করাইবেন। আরেকটি দফতর এমন হইবে যে, উহাতে ঐ সকল অপরাধ (লিখিত) থাকিবে যাহা আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করার দরুন বান্দার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। শেষোক্ত অপরাধসমূহ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে উভয়বিধ সম্ভাবনাই রহিয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল যে, কোন মানুষের জান-মালের ক্ষতিসাধন কিংবা কাহারো সম্ভ্রম ও মানহানি করা হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে না। যতক্ষণ না উহার বদলা আদায় করা হইবে। আর ঐ বদলা আদায়ের লেনদেন হইবে পাপ-পূণ্য দ্বারা।

৬০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ فَاِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি

তাহার ভাইয়ের উপর কোন জুলুম করিয়াছে, সেই জুলুম ইজ্জতের উপর করা হউক অথবা অন্য কোন প্রকার (যেমন, করজ আদায় না করা, খেয়ানত করা, চুরি করা, ঘুষ গ্রহণ করা ইত্যাদি) তবে সে যেন আজই (উহা আদায় করিয়া অথবা ক্ষমা চাহিয়া সমাধা করিয়া লয়) ঐ দিন আসিবার পূর্বে যখন কোন দিনার অথবা দেরহাম থাকিবে না। অন্যথায় জুলুমকারীর নিকট যদি কোন নেক আমল থাকে তবে তাহার নিকট হইতে জুলুম পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি ঐ জালেমের নিকট কোন প্রকার নেক আমল না থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্‌সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে (ফলে সে দোজখের আজাব ভোগ করিতে থাকিবে)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা ছাহাবায়ে কেরামগণকে) বলিলেন, তোমরা কি বলিতে পার, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি যাহার নিকট কোন অর্থ–সম্পদ নাই। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই গরীব, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত লইয়া আসিবে আর (তাহার অবস্থা এমন হইবে যে,) সে হয়ত কাহাকেও গালি বা অপবাদ দিয়াছে, কাহারো সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, সুতরাং তাহার নেক আমলসমূহ তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতেও যদি তাহাদের হক আদায় না হয় আর তাহার নেকী শেষ হইয়া যায় তবে তাহাদের গোনাহ্‌সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৫

ঋণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা

৬১ নং হাদীসঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫২

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ করিয়া উহা আদায় না করে এবং আদায়ের কোন ব্যবস্থাও না করিয়া শাহাদাত বরণ করে তবে শাহাদাতের কারণে তাহার যাবতীয় গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইলেও তাহার ঋণ ক্ষমা করা হইবে না। কারণ উহা বান্দার হক।

৬২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً

হযরত আবু মূসা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হাদীসঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে যেই সকল কবীরা গোনাহ্ হইতে আল্লাহ্ পাক বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন (যেমন, শিরক, যাদু, হত্যা, মাতা–পিতার অবাধ্যতা ইত্যাদি) আল্লাহ্ পাকের নিকট উহা হইতে বড় গোনাহ্ হইল ঋণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা এবং উহা আদায়ের কোন ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়া। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৩

মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ

৬৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ
الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا
وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কাহারো সম্পর্কে খারাপ) ধারণা পোষণ হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা (ঐ) ধারণা পোষণ হইল একটি ডাহা মিথ্যা বিষয়। আর কে কি করিতেছে উহা জানিবার জন্য নিজের চোখ, কান, ইত্যাদি ব্যবহার করিও না। মানুষের দোষ অন্বেষণ করিয়া ফিরিও না। কেহ দাম করিতে থাকিলে উহাতে যাইয়া মূল্য বৃদ্ধি করিও না। কাহারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না। পরস্পর মুখ ফিরাইয়া রাখিও না। আল্লাহ্'র সকল বান্দা ভাই ভাই হইয়া বসবাস কর। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, (অপরের ক্ষতিসাধন করিয়া নিজের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে) পরস্পর মোকাবেলা করিও না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৭

সম্পর্কচ্ছেদ

৬৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِيْ
كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ
عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ
اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে এই দুই দিন (আল্লাহ্ পাকের দরবারে) মানুষের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ্ পাক সকল মোমেন বান্দার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করেন না। তাহাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাদের বিষয়টি স্থগিত রাখ– যতক্ষণ না তাহারা শত্রুতা হইতে বিরত হয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

৬৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِنًا
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاِنْ مَرَّتْ بِهٖ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهٗ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ
رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْاَجْرِ وَاِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ
بِالْاِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেনের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে অপর কোন মোমেনের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। সুতরাং তিন দিন অতিক্রম হইবার পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ছালাম করিবে। যদি সে সালামের উত্তর দেয় তবে উভয়ে ছাওয়াবের মধ্যে শরীক হইয়া গেল। আর ছালামের উত্তর না দিলে সে গোনাহ্গার হইবে এবং ছালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গোনাহ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

৬৬ নং হাদীসঃ

وَعَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ
وَهِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিদ্বেষের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। আর বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইল ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত বিষয়। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) আমি ইহা বলি না যে, চুল ন্যাড়া করিয়া দেয়। বরং উহা দ্বীনকে ন্যাড়া করিয়া দেয়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

হিংসা করা

৬৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা হিংসা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে (অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে) যেমন আগুন জ্বালানী কাষ্ঠকে খাইয়া ফেলে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

ফায়দাঃ আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় বান্দাদের উপর রহমত নাজিল করেন, আর হিংসুক উহা দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে থাকে। অথচ আল্লাহ্ কাহাকেও কিছু দান করিতে চাহিলে দুনিয়ার কেহই উহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হিংসুক আল্লাহ্'র ফায়সালায় সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং সে হিংসার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতে থাকে। ইহা নিজের পক্ষ হইতেই নিজের উপর এক আজাব ভিন্ন কিছু নহে।

কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা

৬৮ নং হাদীসঃ

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ

অর্থঃ আবু বকর ছিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মালা'উন (অভিশপ্ত) যে কোন মোমেনের অনিষ্ট করে বা তাহার সঙ্গে প্রতারণা করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

মানহানি করা

৬৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোক অতিক্রম করিয়াছি যাহাদের নখগুলি ছিল তামার (যাহা দ্বারা) তাহারা স্বীয় চেহারা ও বক্ষস্থলে আঁচড় কাটিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্রাইল! ইহারা কাহারা? উত্তরে তিনি জানাইলেন, ইহারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করিত এবং তাহাদের সম্ভ্রমহানি করিত।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৯

ফায়দাঃ মানুষের আগোচরে সমালোচনা করা, খোটা দেওয়া ইত্যাদি সবই মানহানির মধ্যে সামিল এবং এই সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অপবাদ দেওয়া

৭০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّٰهُ
مَلَكًا يَحْمِىْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى
مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ
حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

অর্থঃ হযরত মোয়াজ ইবনে আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন মোনাফেকের গালমন্দ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাহার জন্য একজন ফেরেস্তা পাঠাইবেন, সে তাহাকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করিবে এবং যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অপবাদ দিয়াছে আল্লাহ্ পাক তাহাকে দোজখের পুলের উপর আটকাইয়া রাখিবেন– যতক্ষণ না সে তাহার বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৪

ফায়দাঃ স্বীয় বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া আসিবার অর্থ হইল, কাহারো উপর আরোপিত অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা, কিন্তু তখন কোন মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং উহার সমাধানের একটি মাত্র পথ হইল, যাহার উপর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে খুশী করা অথবা তাহার গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া সাজা ভোগ করা।

জুয়া খেলা ও খোঁটা দেওয়া

৭১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ

وَقَمَّارٌ وَّلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা–পিতার নাফরমান, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩১৮

ফায়দাঃ যাহারা মাতা–পিতাকে কষ্ট দেয় হাদীসে বর্ণিত عَاقّ 'আক্' শব্দ দ্বারা তাহাদের কথাই বুঝানো হইয়াছে। তা ছাড়া যাহারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহারাও উহার অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীসে মাতা–পিতার অবাধ্য, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী ও মদ্যপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

প্রসঙ্গঃ মদ

দশ ব্যক্তির উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ
ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهَا وَالْمُشْتَرٰى لَهُ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়াছেন–

১। মদ প্রস্তুতকারক।
২। যে মদ প্রস্তুত করায়।
৩। মদ পানকারী।
৪। মদ বহনকারী।
৫। যাহার জন্য মদ বহন করা হয়।
৬। যে মদ পান করায়।
৭। মদ বিক্রেতা।

৮। মদ ক্রেতা।
৯। যাহার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।
১০। মদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

মাদক দ্রব্য হারাম

৭২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ فَقَالَ
كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহা পান করিলে নেশার সৃষ্টি হয় এমন সকল বস্তু হারাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৭

৭৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

অর্থ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই দ্রব্য পরিমাণে বেশী হইলে নেশা ধরায় উহা কম হইলেও হারাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃ ৩১৭

মাদক সেবনের শাস্তি

৭৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ

الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا
لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ
اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, ইয়ামন হইতে এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের দেশে ভুট্টা হইতে প্রস্তুত পানীয় দ্রব্য যাহাকে মুযর বলা হয় উহা পান করার কি হুকুম তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি নেশার সৃষ্টি করে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। তখন নবীজী তাহাকে বলিলেন, যে সকল জিনিস নেশার সৃষ্টি করে উহার প্রত্যেকটিই হারাম। আল্লাহ্ পাক নিজের উপর এই কথা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি নেশা পানকারীদের "তিনাতুল খাবাল' পান করাইবেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনাতুল খাবাল" কি? উত্তরে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইলেন, ইহা জাহান্নামীদের গায়ের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বা পূঁজ।

বাজনাবাজানো

৭৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَنِيْ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ وَهُدًى
لِلْعٰلَمِيْنَ وَاَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصُّلُبِ
وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِيْ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ
مِنْ عَبِيْدِيْ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ اِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا
وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِيْ اِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ۔

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমাকে গোটা পৃথিবীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার রব আমাকে সকল বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি ও ক্রুশ চিহ্নসমূহ ধ্বংস করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটাইতেও নির্দেশ দিয়াছেন। আমার রব শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যে কেহ এক ঢোক শরাব পান করিবে তাহাকে অবশ্যই ঐ পরিমাণ পূঁজ পান করাইব, আর যেই ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব ত্যাগ করিবে তাহাকে পবিত্র হাউজ হইতে পান করাইব।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ৩১৮

ঢোল বাজানো

৭৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব-গোবায়রা পান, জুয়া খেলা ও ঢোল বাজাইতে বারণ করিয়াছেন। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, সকল মাদক দ্রব্যই হারাম।

ফায়দাঃ আবিসিনিয়ার লোকেরা তৎকালে এক প্রকার শস্য দ্বারা মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিত, উহকেই 'গোবায়রা' বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, কম হউক বা বেশী হউক সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই হারাম। তা ছাড়া গান-বাজনাকে হারাম ঘোষণা দিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন; ঢোল, সারেঙ্গী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্যই আমি প্রেরীত হইয়াছি।

দাইয়ুস হওয়া

৭৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক তিন ধরনের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(এক) মদ পানকারী।

(দুই) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।

(তিন) দাইয়ুস। দাইয়ুস বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কোন মহিলাকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয় ও তাহার উপার্জন খায়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩১৮

কাহাকেও কাফের বলা

৭৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ফাসেক অথবা কাফের বলে, আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি কাফের-ফাসেক না হইয়া থাকে তবে মন্তব্যকারীর নিজের উপরই ঐ উক্তি ফিরিয়া আসিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১১

গালি দেওয়া

৭৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ
قِتَالُهٗ كُفْرٌ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের সঙ্গে গালি–গালাজ করা অপরাধ এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফরীর (সমতুল্য)।
– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১১

মিথ্যা বলা

৮০ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ
مِيْلًا مِّنْ نَّتْنِ مَا جَاءَ بِهٖ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন ফেরেস্তাগণ ঐ মিথ্যা ভাষণের দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

চোগলখোরী

৮১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (চোগলখোর বলে ঐ ব্যক্তিকে যে দুই ব্যক্তির মাঝে একের দোষ অন্যের নিকট গাহিয়া ফিরে।) – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১১

দুমুখো স্বভাব

৮২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ

অর্থঃ হযরত আম্মার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যাহার দুমুখো (স্বভাব) ছিল কেয়ামতের দিন তাহার মুখ হইবে আগুনের। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

বিদ্রূপ করা

৮৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ
وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِىِّ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অপরাধ, অভিশাপ ও গাল–মন্দকারী হয় না।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

অভিশাপ দেওয়া

৮৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কখনো অভিশম্পাতকারী হইতে পারে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

৮৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ

অর্থঃ হযরত ছামুরাহ্ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর এইরূপ বলিও না যে, তোমার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এবং এইরূপও বলিও না যে, তোমার উপর আল্লাহ্র গজব নাজিল হউক, এইরূপও বলিও না যে, তুমি দোজখে যাও, তুই জাহান্নামে যা। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

মন্দভাবে কাহারো বিবরণ প্রদান করা

৮৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ ـ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত সুফিয়া (রাঃ)–এর (দৈহিক গড়নের) কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, তিনি এইরূপ খাটো। এতদ্শ্রবণে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কথা বলিয়াছ যাহা সমূদ্রের সঙ্গে মিশাইলে উহাকেও সে নষ্ট করিয়া দিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৪

মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া

৮৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা–পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং মাতা–পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৯

৮৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِي الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

অর্থঃ হযরত আবু বকরাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে মানুষের যাবতীয় গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া এমন মহাপাপ যাহার শাস্তি আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই দিয়া দিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২১

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

৮৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই কওমের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকিবে সেই কওমের উপর আল্লাহ্র রহমত নাজিল হইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২০

ফায়দাঃ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হইল মাতা-পিতা এবং অপরাপর আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা। ইহা এমন মারাত্মক অপরাধ যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী অবস্থান করিবে তাহাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাজিল হইবে না।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৯০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২২

গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়া

৯১ নং হাদীসঃ

وَحَفْصَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهٗ شَيْئًا لَمْ يُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

অর্থঃ হযরত হাফছা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, যেই ব্যক্তি কোন গণক, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করিবে তাহার চল্লিশ রাতের নামাজ কবুল হইবে না। ("চল্লিশ রাত" অর্থ শুধু রাতই নহে, বরং উহার সঙ্গে চল্লিশ দিনও যোগ হইবে। আরবীতে রাত-দিনকে একসঙ্গে শুধু 'রাত' দ্বারা উল্লেখ করা হয়। (বাংলাতে উহার বিপরীত, অর্থাৎ রাত-দিনকে একসঙ্গে শুধু 'দিন' দ্বারা বুঝানো হয়। যেমন কেহ বলিল, আমি তোমাদের বাসায় "তিন দিন" থাকিব। ইহার অর্থ শুধু 'তিন দিন" নহে বরং তিন দিনের সঙ্গে তিন রাতও যুক্ত হইবে -অনুবাদক)। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৯৩

মিথ্যা শপথ করিয়া মাল বিক্রয় করা

৯২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ।

অর্থঃ হযরত আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি

দান করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ঐ বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পরিচয় কি?

এরশাদ হইলঃ

১। যাহারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলাইবে।

২। যাহারা (কাহারো উপকার করিয়া) খোঁটা দিবে।

৩। যাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া বিক্রয়ের পণ্য চালু করিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৩

ক্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা

৯৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَّمْ يُنَبِّهْ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللهِ اَوْلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ

অর্থঃ হযরত ওয়াছেলা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি কোন দ্রব্যের ক্রুটি ক্রেতাকে অবহিত না করিয়া বিক্রয় করিবে, সে হামেশা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকিবে অথবা (এরশাদ করিয়াছেন যে,) তাহার উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৯

গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা

৯৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الاَرْضِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ـ

অর্থঃ আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্’র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহ্’র নামে (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারো নামে কোন প্রাণী) জবাই করে। এবং আল্লাহ্’র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে জমির সীমানা গোপন করে। আল্লাহ্’র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে স্বীয় পিতার উপর অভিশাপ করে এবং আল্লাহ্’র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে (দ্বীনের মধ্যে আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) নূতন কোন বিষয় প্রচলনকারীকে প্রশ্রয় দেয়। – ছহী মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে কয়েক প্রকার মানুষের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

এক– ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা গায়রুল্লাহ’র নামে প্রাণী জবাই করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে যেমন কোরবানী ও হজ্বের সময় পশু জবাই করা হয়, অনুরূপভাবে প্রতিমা ও পীর–ফকীরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

দুই– ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা জমির সীমানা চুরি করে। ছহী মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে سَرَقَ এর স্থলে غَيَّرَ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা জমির সীমানা স্থানচ্যুত করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেই এই অপরাধটি অধিক হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায়, খেতের আইল কাটিয়া উহার অংশবিশেষ নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। অথবা জমির নিশানা সরাইয়া কিংবা চুরি করিয়া অপরের জমি দখলের চেষ্টা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পাটোয়ারীকে ঘুষ দিয়া জমির নক্সা পরিবর্তন পূর্বক অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করা হয়। মোটকথা, এই ধরনের অপরাধ যাহারা করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

তিন– যাহারা নিজের পিতার উপর অভিশাপ করে তাহাদের উপর লা’নত করা হইয়াছে। আজকাল শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই অপরাধে লিপ্ত।

চার– ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করা হইয়াছে যেই ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কোন

বেদ্আত বা নূতন বিষয় চালু করিয়াছে। বেদ্আত আমলের ক্ষেত্রে হউক কিংবা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, উভয়ই প্রত্যাখ্যাত। অতএব, যেই ব্যক্তি কোন বেদ্আতীকে স্থান দিল সে তাহারবেদ্আত কর্মে সাহায্য করিল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সেও অভিশাপের উপযুক্ত।

স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করা

৯৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ
عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইহতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে কোন স্ত্রীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে অথবা কোন গোলামকে তাহার মনীবের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮২

ফায়দাঃ স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলার অর্থ হইল, কোন স্ত্রীকে বিবিধ উপায়ে ফুসলাইয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বেশ আনন্দ পায়। এই শ্রেণীর লোকদের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করুন, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেছেন, যাহারা স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বিগড়াইয়া দেয় তাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে।

বংশ পরিবর্তন করা

৯৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَاَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا
قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى

غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔

অর্থঃ হযরত ছা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নিজের পিতার পরিবর্তে অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার জন্য বেহেস্ত হারাম।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮৭

ফায়দাঃ আজকাল মহামারী আকারে বংশ পরিবর্তনের হিড়িক শুরু হইয়াছে। ঘটা করিয়া নিজের নামের সঙ্গে সৈয়্যদ, শেখ, ছিদ্দিকী, ফারূকী, ওসমানী, আলাভী, রেজভী ইত্যাদি বংশীয় পরিচয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত হাদীসে এই জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে।

অহংকারের পরিণতি

৯৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ
اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ
مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ۔

অর্থ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রহঃ) স্বীয় পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন অহংকারীদের অবস্থা পিপিলিকার ন্যায় হইবে। (অর্থাৎ তাহাদের দেহ হইবে পিপিলিকা সদৃশ এবং ছুরত হইবে মানুষের মত,) চতুর্দিক হইতে তাহারা অপমানিত হইতে থাকিবে, তাহাদের উপর থাকিবে প্রজ্বলিত আগুন, তাহাদিগকে দোজখীদের দেহের রক্ত বা পূঁজ পান করানো হইবে (উহার নামই) "তিনাতুল খাবাল"। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৩

ব্যভিচার

৯৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيْبَةٍ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ ثُعْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মহিলার বিছানায় উপবেশন করে যাহার স্বামী ঘরে নাই; তবে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাহার উপর একটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিবেন।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৭৯

ফায়দাঃ সাধারণতঃ বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর অনুপস্থিতিতেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই কারণেই উপরোক্ত হাদীসে পাকে স্বামীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কাহারো স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকে এবং তাহার সম্মতিক্রমেই স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও উহা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদ্‌বিষয়ে ৭৮ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে যে, স্বামীও মহাশাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।

ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি

৯৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ -

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন তাহারা নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র আজাব অবধারিত করিয়া লয়।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮

১০০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَنَا أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْهُ الْإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيْصَ مِنْ رَأْسِهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং শরাব পান করে, আল্লাহ্ পাক তাহার ঈমানকে এমনভাবে বাহির করিয়া দেন যেমন মানুষ স্বীয় মাথার উপর দিয়া (দেহের পরিধেয়) জামা বাহির করিয়া ফেলে। – আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

ফায়দাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত মতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহার ঈমান চলিয়া যায়, তবে তখন যদি সে তওবা করে তবে তাহার তওবা কবুল হইবে।

বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করা

১০১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক (নিম্ন বর্ণিত) তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দেখিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের

উপর ভয়ানক আজাব হইবে–

[এক] বৃদ্ধ ব্যভিচারী।

[দুই] মিথ্যাবাদী রাজা।

[তিন] বিত্তহীন অহংকারী।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫

ফায়দাঃ ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ এবং অহংকার এই তিনটিই কবীরা গোনাহ্ বটে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এই তিনটি গোনাহ্কে বিশেষভাবে উল্লেখের তাৎপর্য হইল– বৃদ্ধ বয়সে মানুষের নারী সম্ভোগের বিশেষ কোন স্পৃহা থাকে না। সুতরাং এই বয়সে ব্যভিচার করিলে অধিক পাপ হইবে। এমনিভাবে রাজা বাদশাহ্ ও ক্ষমতাবান সমাজপতিদের মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তাই তাহাদের মিথ্যা বলা অধিক অপরাধ। (আর বিত্তবানদের জন্য তো অহংকার করা গোনাহ্ বটেই কিন্তু) যাহার কোন অর্থ–বিত্ত ও গর্ব করিবার মত কোন সম্পদ নাই সে যদি অহংকার করে তবে তাহার এই মিথ্যা গর্বে পাপও অধিক হইবে।

বিকৃত যৌন সঙ্গম ও সমমৈথুন

১০২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মালাউন (অভিশপ্ত) যে নিজের স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া সহবাস করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৬

১০৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا
أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না যেই ব্যক্তি কোন পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে তাহার মলদ্বার দিয়া যৌন বাসনা চরিতার্থ করে।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯

ফায়দাঃ নিজের স্ত্রী বা কোন বালকের মলদ্বার দিয়া যৌন সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম।

১০৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى
اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মহিলাদের পশ্চাৎপথে যৌন সঙ্গম করিল, সে কুফরী কর্ম করিল।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০

১০৫ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ
اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنِ
السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ
تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَهَا
ثَلَاثًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে গায়রুল্লাহর জন্য (কোন প্রাণী) জবাই করে, এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌ অভিশাপ বর্ষণ করেন যে জমির নিশানা স্থানচ্যুত করে এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে অন্ধকে পথচ্যুত করে (অর্থাৎ সঠিক পথ হইতে সরাইয়া ভুল পথ ধরাইয়া দেয়) এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌ অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় গোলাম-বাঁদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে লূত আলাইহিস্‌সালামের কওমের আচরণ করে- শেষোক্ত বাক্যটি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বলিয়াছেন।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ "স্বীয় গোলাম-বাদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন" এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে গোলাম-বাঁদী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান জানা আবশ্যক। শরীয়তসম্মত গোলাম-বাঁদীকে আজাদ করার পরও তাহাদের সঙ্গে এক প্রকার বিশেষ সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকিত, উহাকে 'বেলা' বলা হয়। পরবর্তীতে মুসলমানগণ জেহাদ ত্যাগ করিলে তাহারা এই নেয়ামত ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের মঝে সমমৈথুনের ব্যাপক প্রচলন ছিল, হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ন্যায় আচরণ করার প্রতি তিনবার অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে এই অপকর্ম যে তিনি কত বেশী ঘৃণা করিতেন, তাহা পূর্ণভাবে বুঝে আসে।

• খুশবু লাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়াও ব্যভিচার

১০৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গায়রে মহরম বা পরপুরুষকে দর্শনকারী সকল চক্ষুই ব্যভিচারিণী, আর মহিলারা যদি খুশবু লাগাইয়া কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়া গমন করে তবে সে 'এইরূপ' 'এইরূপ' (এইরূপ এইরূপ বলার দ্বারা "ব্যভিচারিনী" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে)।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৪

কু-দৃষ্টি

১০৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ
تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِيْ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই চক্ষু, দুই পা এবং লজ্জাস্থান ব্যভিচার করে।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬

ফায়দাঃ অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চোখের যিনা হইল দেখা, মুখের যিনা কথা বলা, কানের যিনা শ্রবণ করা এবং হাতের যিনা স্পর্শ করা। অন্তরে সৃষ্টি হয় কামনা এবং যৌনাঙ্গ উহাকে কার্যকর করে অথবা তাহা অপূর্ণ থাকে (অর্থাৎ সুযোগ হইলে মনের কামনা যৌনাঙ্গ দ্বারা চরিতার্থ হয় আর সুযোগ না পাইলে উহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়)। কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গ যেই যিনা করিয়াছে উহার গোনাহ্‌ অবশ্যই হইবে।

বিজাতীয় অনুকরণ

১০৮ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অন্য কোন কওমের অনুকরণ করিবে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

ফায়দাঃ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কর্ম ও বিশ্বাস এবং আমল–আখলাকের ক্ষেত্রে বিজাতীয় ধ্যান–ধারণা, তাহাদের কৃষ্টি–কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিবে সে তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

দাড়ি কাটা

১০৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا اللُّحٰى وَ
اَحْفُوا الشَّوَارِبَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দাড়ি খুব লম্বা কর এবং গোঁফ ভাল করিয়া কাটিয়া ফেল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮০

ফায়দাঃ দাড়ি চাঁছা বা কাটিয়া এক মুঠি পরিমাণের কম করা হারাম।

গোঁফ বড় করা

১১০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَّمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থঃ হযরত জায়েদ বিন আরকাম রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ চাঁছিবে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮১

ফায়দাঃ যাহারা বড় বড় গোঁফ রাখেন এবং গোঁফ খাটো করাকে শানের খেলাফ মনে করেন তাহারা উপরোক্ত হাদীস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উল্কি অঙ্কন করা

১১১ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করিয়াছেন (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা কৃত্রিম) চুল সংযোজনকারিনীর উপর এবং (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা) শরীর খোদাই করিয়া নকশা বা উলকি অঙ্কন কারিনীর উপর।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ আরবের মহিলাগণ মাথার চুল স্ফীত ও লম্বা করার জন্য কৃত্রিম চুল বা অন্য মহিলাদের চুল ব্যবহার করিত। যাহারা এইরূপ করিত বা করাইত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এই পদ্ধতি এখনো চালু আছে। ফলে মুসলিম রমণীরাও উহার অনুকরণ শুরু করিয়াছে। আর আজকাল পুরুষদের মধ্যেও কৃত্রিম চুল ব্যবহারের রেওয়াজ শুরা ইহয়াছে। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাও হাদীসের বর্ণিত অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১২ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ لَهٗ امْرَأَةٌ فِىْ
ذٰلِكَ، فَقَالَ وَمَالِىْ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهٗ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَفِىْ كِتَابِ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মহিলার উপর অভিশাপ করিয়াছেন যাহারা শরীর খোদাই করে বা করায়, যাহারা মুখের চুল উপড়াইয়া ফেলে, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নিজের দন্ত ঘষিয়া সরু বানায়– যাহার ফলে আল্লাহ্র বানানো দাঁতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। হযরত ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যের উপর জনৈক মহিলা আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন, আমি ঐ ব্যক্তির উপর কেন অভিশাপ দিব না যাহার উপর স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন? আল্লাহ্র কিতাবেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলা হইয়াছে–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থঃ আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ কর, আর যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ পূর্ববর্তী বর্ণনায় কৃত্রিম চুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরের হাদীসে যেই সকল মহিলা চেহারার চুল উপড়াইয়া ফেলে তাহাদের উপর লা'নতের কথা বলা হইয়াছে। অনেক মহিলা চোখের ভ্রূকে বিশেষ ভঙ্গীমায় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহার অংশবিশেষকে উপড়াইয়া ফেলে। যাহারা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে ঘর্ষণ করিয়া দুই দাঁতের মাঝে ফাক সৃষ্টি করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরিবর্তন করা

১১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ঐ পুরুষের উপর অভিশাপ করিয়াছেন, যে নারীর ছুরত ধারণ করে এবং আল্লাহ্ পাক ঐ নারীর উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে, পুরুষের ছুরত ধারণ করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮০

সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা

১১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا
اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনাম অর্জনের জন্য পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ্ পাক আখেরাতে তাহাকে জিল্লতী ও অপমানের পোশাক পরাইবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা

১১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اُخْتٍ لِّحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِىْ

الفِضَّةِ مَا تُحَلِّيْنَ بِهِ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلِّيْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ

অর্থঃ হযরত হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহার বোন বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে রমণীগণ! রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে কি তোমাদের চলে না? (অর্থাৎ রূপার অলঙ্কারেই তুষ্ট থাকা চাই, ইহার ব্যবহারে মনে অহঙ্কার ও তাকাব্বুরী সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন,) খবরদার! তোমাদের মধ্যে কোন নারী যদি (মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার ব্যবহার করে তবে উহার জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৯

উলঙ্গ নারী

১১৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا كَذَا۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোজখীদের দুইটি দল আমি দেখিতে পাই নাই (তাহারা আমার পরে জাহির হইবে)ঃ

(এক) এক দল লোক গরুর লেজের মত কোড়া দ্বারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিয়া ফিরিবে।

(দুই) এক শ্রেণীর মহিলা কাপড় পরিধান করিয়াও উলঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। (তাহারা পর পুরুষকে নিজের দিকে) আকৃষ্টকারিণী হইবে, (নিজে তাহাদের

দিকে) আকৃষ্ট হইবে। তাহাদের মাথা উটের পৃষ্ঠদেশের মত (স্ফীত) হইবে। এই শ্রেণীর মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না, অথচ জান্নাতের খুশবু বহু দূর হইতেও অনুভব করা যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০৬

ফায়দাঃ অর্ধনগ্ন ও আঁট-সাঁট পোশাক ব্যবহারকারিণী নারীগণ উপরোক্ত হাদীসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা

১১৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِي النَّارِ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পায়ের গোড়ালীর যেই অংশটুকু পায়জামার নীচে থাকিবে উহা জাহান্নামে যাইবে।

ফায়দাঃ পায়ের গোড়ালীর নীচে পায়জামা হউক বা অন্য কোন কাপড় যেমন, সেলোয়ার, লুঙ্গী, লম্বা জামা, আবা ইত্যাদি সবই গোড়ালীর নীচে নামানো হারাম। এই অংশটুকু জাহান্নামে যাইবে অর্থাৎ এই অন্যায়ের জন্য জাহান্নামে যাইতে হইবে।

পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা

১১৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْاِنَاثِ مِنْ اُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا۔

অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার (আল্লাহ্র তরফ হইতে) হালাল করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দুইটি বস্তু হারাম করা হইয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা

১১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّ
لَا تَصَاوِيْرُ۔

অর্থঃ হযরত আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ঘরে (রহমতের) ফেরেস্তা প্রবেশ করে না যেই ঘরে কুকুর বা ছবি আছে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

ছবি তৈরী করা

১২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا
عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হইল চিত্রকর বা ছবি প্রস্তুতকারী।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

ফায়দাঃ হাতে ছবি অঙ্কন করা বা ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কোন প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে বৃক্ষ, পাহাড়, মসজিদ ইত্যাদির ছবি প্রস্তুত করা হারাম নহে।

১২১ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ
لَهٗ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهٗ فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সকল চিত্রকরই জাহান্নামে যাইবে। চিত্রকরের সকল ছবিকেই সেদিন প্রাণ দান করা হইবে (অতঃপর) তাহারা ঐ চিত্রকরকে শাস্তি দিবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একান্তই যদি কিছু করিতে চাও তবে কোন বৃক্ষ বা প্রাণহীন ছবি প্রস্তুত করিতে পার।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা

১২২ নং হাদীস

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا
يَقُوْلُ اَوْ اَتٰى امْرَأَتَهٗ حَائِضًا اَوْ اَتٰى امْرَأَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا
فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করিল এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং যেই ব্যক্তি হায়েজ বা মাসিক ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করিল বা স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করিল সে ঐ দ্বীন হইতে পৃথক হইয়া গেল

যাহা মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৯৩

সম্পর্ক ছিন্ন করা

১২৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ
يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَ
يُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

অর্থঃ হযরত আবু আইউব আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, সে তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, সাক্ষাত হইলে পরস্পর মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে (পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট এই বৈরী ভাব অবসানের উদ্দেশ্যে) প্রথম ছালাম করে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৭

১২৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا رَجُلًا
كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقُوْلُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ
حَتّٰى يَصْطَلِحَا۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেস্তের ফটক খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ সকল বান্দাকে

ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করে নাই, কিন্তু (ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না) যাহার অন্তর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হিংসা পোষণ করে। তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাকে সুযোগ দাও; যতক্ষণ না সে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া লয়।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

১২৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রায়িল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়া ছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। যদি সে তাহার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, আর ঐ অবস্থায় সে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাইবে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

১২৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً
فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ

অর্থঃ হযরত আবু খারাশ ছুলামী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিল, (তাহার অপরাধ এইরূপ) যেন সে তাহার ভাইকে খুন করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

জোরপূর্বক ইমামতী করা

১২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَاتُرْفَعُ لَهُمْ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ -

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এইরূপ যাহাদের নামাজ তাহাদের মাথা হইতে কবুলিয়াতের মাকামের দিকে অর্ধ হাতও উঠানো হয় না, (অর্থাৎ তাহাদের নামাজ কবুল হয় না।)

(এক) ঐ ইমাম যাহার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নাই।

(দুই) ঐ নারী যে এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন করিল যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে।

(তিন) এমন দুই ভাই যাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন রহিয়াছে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১০০

ফায়দাঃ ইমাম সাহেব যদি শরীয়তের বিবেচনায় ইমামতীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তবে তিনি উপরোক্ত হাদীসের আওতায় পড়িবেন না।

মানুষের নিকট কিছু চাওয়া

১২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِيَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ -

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা বরাবর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিতে থাকে, অবশেষে তাহারা কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহাদের চেহারায় সামান্য গোস্তও থাকিবে না। (ফলে মানুষ দূর হইতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে যে, দুনিয়াতে ইহারা মানুষের নিকট চাহিয়া বেড়াইত। দুনিয়াতেই তাহারা নিজেকে অপমান করিয়াছে, এখন আখেরাতেও সকলের সম্মুখে অপদস্থ হইল)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১২০

১২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْئَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট প্রার্থনা করে সে যেন (আগুনের) কয়লা প্রার্থনা করিল, (অর্থাৎ তাহার সঞ্চিত সম্পদ দোজখের আগুনের কয়লা হইয়া তাহাকে দাহ করিবে।) এখন ইচ্ছা করিলে সে উহাকে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করিতে পারে।

মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৬২

ফায়দাঃ আজকাল বহু পেশাদার ভিক্ষুক বিবিধ উপায়ে মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই বর্ণিত হাদীসের আওতায় পড়িবে।

মাতম করা

১৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে (কাহারো মৃত্যুতে মাতম করিয়া) মুখে আঘাত করে, জামার কলার ছিড়িয়া ফেলে এবং জাহেলিয়াতের দোহাই দেয়। (অর্থাৎ জাহেলী যুগের এই প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তাহা সকলেই করে বলিয়া দোহাই দেয়)।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

১৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَرِئٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ ـ

অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই যে (শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে) মাথা ন্যাড়া করে, চিৎকার করে এবং কাপড় ছিড়িয়া ফেলে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

১৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ ـ

অর্থঃ হযরত আবু মালেক আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে এমন অবস্থায় দাড় করানো হইবে যে, তাহার পরনে খুজলির জামা এবং কিতরানের পায়জামা থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

ফায়দাঃ কিতরান আরবের একটি বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষ হইতে নিসৃত দুধের মত তরল পদার্থ চুলকানি নিবারণের জন্য দেহে মালিশ করা হইত। হাশরের দিন মাতমকারিণী হিমলার সারা দেহে চুলকানি ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উহার উপর কিতরানের দুধ মালিশ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাকে খুজলির জামা ও কিতরানের পায়জামা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই 'কিতরান' তাহার চুলকানি নিবারণের পরিবর্তে উহাকে আরো উত্তেজিত করিয়া তাহাকে আজাব দিতে থাকিবে।

১৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতমকারিণী মহিলা এবং (তাহার মাতম) শ্রবণকারিণীর উপর অভিশাপ দিয়াছেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫১

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

১৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّهٗ سَاقِطٌ ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির যদি দুইজন স্ত্রী থাকে আর সে যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে তবে কেয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাজির হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৯

স্বামীর অবাধ্যতা

১৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিছানায় আহবানের পর স্ত্রী যদি উহাতে সাড়া না দেয় আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তবে ভোর হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্

ফায়দাঃ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হইল স্ত্রী সহবাস না করা এবং স্ত্রীর কর্তব্য হইল স্বামীকে সহবাসের সুযোগ না দেওয়া।

বেপর্দা হওয়া

১৩৬নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নারী হইল লুকাইয়া রাখার বস্তু। যখন সে (বেপর্দা) বাহির হইবে তখন শয়তান তাহার উপর নজর দিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৬৯

ফায়দাঃ অর্থাৎ নারী যখন বেপর্দা অবস্থায় বাহির হয় তখন স্বয়ং শয়তান এবং শয়তানের অনুগত চরিত্রহীন লোকেরা তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কুদৃষ্টির গোনাহ্ তখন হইতেই লেখা হইতে থাকে। আর এই "কুদৃষ্টি" হইল

ব্যভিচারের প্রথম সোপান।

শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বেপর্দার পরিণতি

১৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ -

অর্থঃ হযরত ওকবা বিন আমের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, খবরদার! তোমরা (গায়রে মাহরাম) স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করিও না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের শ্বশুরালয়ের পুরুষদের (দেবর বা ভাশুরদের) সম্পর্কে কি হুকুম? এরশাদ হইল, শ্বশুরালয়ের পুরুষ-আত্মীয় তো মৃত্যুতুল্য।১ – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮৬

১। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ মহিলাদের দেবর, ভাশুর, নন্দাই প্রমুখ আত্মীয়দের সঙ্গে গভীরভাবে পর্দা করা উচিত। পর্দা তো সকল পুরুষের সঙ্গেই জরুরী, তবে এদের সামনে আসিতে এমন ভয় করা উচিত যেমন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। কারণ এই সকল আত্মীয় স্বজনকে একান্ত আপন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে হাসি তামাশা ও কৌতুক করা হয়। স্বামীভাবেন, এরা তো নিজেদের লোক, এদেরকে কি করিয়া বাঁধা দেই? শয়তান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে উভয়কে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে। একজন পরপুরুষের তুলনায় নিকটাত্মীয়দের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটন অধিক সহজ। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বিশেষভাবে পর্দার তাকীদ করিয়াছেন। –অনুবাদক।

গায়রে মাহ্‌রামের সঙ্গে অবস্থান করা

১৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

অর্থঃ হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখনই কোন (গায়রে মাহ্‌রাম) নারী পুরুষ নির্জনে একত্রিত হয তখন নির্ঘাত শয়তান তাহাদে তৃতীয় জন হয় (যে তাহাদিগকে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে)। – মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ২৬৯

কাহারো ছতর দেখা বা নিজের ছতর দেখানো

১৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى
فَخِذِ حَيٍّ وَّلَا مَيِّتٍ -

অর্থঃ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আলী! নিজের উরু (অন্য কাহারো সম্মুখে) উলঙ্গ করিও না এবং কোন জীবিত বা মৃতের উরুর দিকে তাকাইও না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ২৬৯

আহারের যোগান না দেওয়া

১৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضِيْعَ
مَنْ يَّقُوْتُ -

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ গোনাহ্‌গার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার জিম্মায় যেই সকল মানুষের আহার যোগানোর দায়িত্ব রহিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। (অর্থাৎ তাহাদের আহার যোগান দেয় না।) – মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে বিবি–বাচ্চা, মাতা–পিতা এবং গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সকলের আহারের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রস্রাব হইতে সতর্ক না হওয়া

১৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবরের অধিকাংশ আজাব পেশাবের কারণে হইয়া থাকে। – মোসতাদরাকে হাকিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩

ফায়দাঃ যাহারা পেশাবের ছিটা, ঢিলা–কুলুখ ইত্যাদির এহ্‌তেমাম করেন না এবং ভালভাবে পাক ছাফ না হইয়াই উঠিয়া যান তাহারা উপরোক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা

১৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম যাহার (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করিতে থাক; অন্যথায় শীঘ্রই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আজাব আসিবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলে তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৬

১৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ
عَبْدَكَ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَ
عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্‌সালামকে হুকুম করিলেন যে, অমুক বস্তিকে উহার অধিবাসী সহ উল্টাইয়া দাও। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! ঐ বস্তিতে আপনার এমন এক বান্দা বসবাস করেন যিনি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আপনার নাফরমানী করেন নাই (তাহাকে সহইকি উল্টাইয়া দিব?) এরশাদ হইল, তাহাকেসহ সকল অধিবাসী সমেত উল্টাইয়া দাও। কেননা (বস্তিবাসীদের নাফরমানী দেখিয়াও) তাহার চেহারা কখনো মলিন হয় নাই। (অর্থাৎ সে নিজে এবাদতগুজার ছিল বটে, কিন্তু বস্তিবাসীকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বাঁধা প্রদান তো দূরের কথা উহা দেখিয়া তাহার চেহারাতেও কোন দিন ভাবান্তর সৃষ্টি হয় নাই)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৯

হযরত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা

১৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ
فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লা বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, যখন তোমরা ছাহাবা কেরামের সমালোচনাকারীদিগকে দেখিবে তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমাদের অপরাধের দরুন আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হউক।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৫৫৪

১৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ
مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ

অর্থঃ আবু ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ছাহাবাগণকে মন্দ বলিও না। কেননা (আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাহাদের মরতবা এইরূপ যে,) নিঃসন্দেহে যদি কেহ ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে তবুও উহা ছাহাবাদের এক মুদ ও উহার অর্ধ পরিমাণের সমানও হইবে না।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৫৫৩

অবৈধ অসিয়ত করা

১৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ

سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ

فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُوْهُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এমন মহিলা ও পুরুষ আছে যাহারা ষাট বৎসর যাবৎ আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারী করে, অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনাইয়া আসে তখন (অবৈধ) অসিয়ত করিয়া ওয়ারিশগণের ক্ষতিসাধন করে। ফলে দোজখ তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়া যায়। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - اِلٰى قَوْلِهٖ

تَعَالٰى وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থঃ ...... অছিয়ত পূর্ণ করার পর– যেই অছিয়ত করা হইয়াছে, ঋণ (শোধ)– এর পর, এই শর্তে যে, (অছিয়তকারী ওয়ারেছদের) কাহারো ক্ষতি না করে, এই নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে করা হইয়াছে। আর আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল। এই বর্ণিত নির্দেশাবলী আল্লাহ্‌র আহকাম। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ বেহেস্তসমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে; আর ইহা বিরাট সফলতা।

– সূরা নেছা রুকু ২

শেষ নিবেদন

আল্ হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের লাখ লাখ শুক্‌র যে, তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থটি শেষ করার তওফীক দান করিয়াছে। দ্বীনী কিতাব কোন বিনোদন গ্রন্থ নহে, বরং উহা পাঠ করিতে হইবে আমলের নিয়তে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে ধর্মীয় গ্রন্থের পাঠক বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি হইয়াছে কম।

পাঠকবর্গের নিকট আমার বিশেষ নিবেদন, কিতাবটিকে বার বার পাঠ করুন এবং উহার আলোকে নিজের হালাতের পর্যালোচনা করুন। পরকালের স্থায়ী জীবনকে সামনে রাখিয়া দুনিয়ার যাবতীয় পাপ–পঙ্কিলতা পরিহার পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করুন।

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত সত্য। আজ দুনিয়াতে যাহারা পাপ করিবে পরকালে তাহারা উহার শাস্তি ভোগ করিবে, অস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া যাহারা শরীয়তের বিধান মান্য করিবে পরকালে তাহারা চিরস্থায়ী সুখ লাভ করিবে। আল্লাহ্ পাকের এই বিধান চিরসত্য, ইহাতে কোন ভুল নাই। অথচ এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও আমরা পাপ ও গোনাহের পথ ত্যাগ করিতেছি না। জীবন ও যৌবনের সকল শক্তিমত্তা উত্তীর্ণের পর বার্ধক্যে আসিয়াও আমরা পাপের পথ পরিহার করিতেছি না। জীবন সায়াহ্নে এক পা যখন কবরে চলিয়া গিয়াছে তখনো যদি আমরা পাপের পথ হইতে ফিরিয়া না আসি তবে উহার অর্থ হইবে, হয় আমরা কোরআন–হাদীসে বর্ণিত পরকালকে বিশ্বাস করিতেছি না অথবা জানিয়া শুনিয়াই আখেরাতের কঠিন আজাব ভোগ করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

অর্থঃ আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ যে, সে আগামীকল্যের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছে। – ছুরা হাশর রুকুঃ ৩

বস্তুতঃ আত্মসমালোচনাই হইল জীবনের পরিশুদ্ধি ও আত্মার উন্নতিসাধনের অন্যতম উপায়। সর্বদা এই বিষয়ে চিন্তা করা যে, অতীত জীবনে কি করিয়াছি, আল্লাহ্‌র বিধান কতটুকু লংঘিত হইয়াছে, পূণ্য ও নেক আমল যাহা করা হইয়াছে উহা কতটুকু বিধিসম্মত হইয়াছে, আমলের মধ্যে এখলাস ও রিয়ার অবস্থান কিরূপ- ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সামনে রাখিয়া যখন আত্মসমালোচনা করা হইবে, তখন জীবনের পাপ-পূণ্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। এই মোরাকাবার মাধ্যমে মানুষ যখন দেখিতে পাইবে যে, অতীত জীবনে জমার খাতায় পূণ্য বলিতে যাহা জমা হইয়াছে উহার বিপরীতে পাপ ও গোনাহের এক সুবিশাল পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার মনে সৃষ্টি হইবে অনুশোচনা। এই অনুশোচনাই হইল 'তওবা' যাহার পথ ধরিয়া মানুষ পাপ ও গোনাহ্ হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র পথে ধাবিত হয়।

বস্তুতঃ মোমেন ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে কখনো বে-ফিকির ও শঙ্কামুক্ত থাকিতে পারে না। মোমেনের শান হইল, সকল সময় সে জীবনের পাপ-পূণ্যের খতিয়ান তলাইয়া দেখিতে থাকিবে এবং নফ্‌স ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ পূর্বক গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিয়া বেশী বেশী নেক আমল করিতে থাকিবে।

আমার মুসলমান ভাই সকল! সময় থাকিতে সতর্ক হউন, গোনাহ্ ত্যাগ করিয়া এখলাসের সহিত নেক আমলে তরক্কী করিতে থাকুন, তবেই আখেরাতে দোজখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জান্নাত লাভ করা যাইবে। ইহাই আসল কামিয়াবী।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط

অর্থঃ অতএব, যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইল, ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হইল।

– ছুরা আল ইমরান, রুকুঃ ১৯

উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে বলিতেছে, দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জান্নাত লাভ করাই প্রকৃত কামিয়াবী।

মানুষ দুনিয়ার অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতাকে কামিয়াবী মনে করিতেছে। দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হইতেছে। আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং পাপের মাধ্যমে যাহা হাসিল হয় তাহা কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিবে না। বরং খালেছ দিলে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিয়া হকুল্লাহ ও হকুল এবাদ আদায় পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে যাবতীয় নাফরমানী হইতে মুক্ত রাখিয়া বেশী বেশী নেক আমল করার তওফীক দান করুন।

= শেষ =

পরিশিষ্ট

(অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)

তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা

ছহী বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। পরে সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহ্‌গত প্রাণ ব্যক্তি)–এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেব জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এক আলেমের সাক্ষাত পাইয়া তাহার নিকট সে আরজ করিল, আমি একশত মানুষ হত্যা করিয়াছি। আমার তওবা কবুল হইবে কি? আলেম বলিলেন, তওবা কবুল হইতে কোন বাঁধা নাই। যখনই তওবা করিবে কবুল হইবে। তুমি অমুক বস্তিতে যাও, সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্‌র এবাদতে লিপ্ত আছে। তুমিও তাহাদের সঙ্গে এবাদত করিতে থাক। সে ঐ বস্তির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বস্তির দিকে ঘুরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে সে যাইতেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর পর রহমত ও আজাবের ফেরেস্তাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেস্তা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিত। আজাবের ফেরেস্তা যুক্তি দেখাইয়া বলিল,-সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব হাতার সঙ্গে আজাবের মোয়ামালা হওয়াই সঙ্গত। এই সময় আল্লাহ্ পাক (মৃত ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে যাইতেছিল সেই) বস্তিকে হুকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বস্তি হইতে সে যাত্রা করিয়াছে উহাকে হুকুম করিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হুকুম করিলেন, উভয় বস্তির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কোন্ বস্তির নিকটবর্তী। ফেরেস্তাগণ মাপিয়া দেখিলেন, যেই বস্তির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বস্তি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী, আর যেই বস্তি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বস্তির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

আল্লাহু আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী, যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল মাত্র, আল্লাহ্ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বস্তিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বস্তিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উছিলা করিয়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্ত ঘটনায় অপর যেই বিষয়টি লক্ষণীয় তাহা হইল, রাব্বুল আলামীনের দরবারে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের শান ও মর্যাদা ছিল কত উর্দ্ধে। তাঁহারা যেই বস্তিতে বসিয়া আল্লাহ্‌র এবদাত–বন্দেগী করিতেন, একশত মানুষের হত্যাকারীর তওবা কবুলের জন্য সেই জমিনকে নির্বাচন করা হইতেছে। আল্লাহ্ পাক তো জমিনের যে কোন অংশের তওবাই কবুল করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইবার জন্য তাঁহাদের নির্বাচন করিয়া প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক মদ্যপের তওবা

এক মদ্যপ বন্ধু–বান্ধব লইয়া সর্বদা মদের আসরে পড়িয়া থাকিত। একবার সে মদের পূর্বে আহারের জন্য কিছু ফল ক্রয় করিতে স্বীয় গোলামকে চার দেরহাম দিয়া বাজারে পাঠাইল। গোলাম বাজারে যাওয়ার পথে দেখিতে পাইল, হযরত মনসুর বিন আম্মার বসরী (রহঃ)–এর নিকট এক ফকীর ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। জবাবে হযরত মনসুর বলিতেছেন, যে এই ফকীরকে চার দেরহাম

দান করিবে আমি তাহার জন্য চারটি দোয়া করিব। গোলাম হযরত মনসুরের এই কথায় প্রভাবিত হইয়া ঐ চার দেরহাম ফকীরকে দান করিয়া দিল। এইবার তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তুমি কি দোয়া চাও? গোলাম বিনীতভাবে আরজ করিল–

☆ আমার মনিব যেন আমাকে আজাদ করিয়া দেয়।

☆ আমি যেন এই দেরহামগুলির প্রতিদান পাই।

☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে এবং আমার মনিবকে তওবা করিবার তওফীক দান করেন।

☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আমার মনিবকে, আপনাকে এবং এই কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হযরত মনসুর বিন আম্মার বসরী (রহঃ) গোলামের উপরোক্ত মক্ছুদসমূহ কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। গোলাম এইবার খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মনিব তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। মনিব জানিতে চাহিলেন, তুমি কি কি দোয়া করাইয়াছ? উত্তরে গোলাম বলিল, আমার প্রথম দোয়া ছিল, আপনি যেন আমাকে মুক্ত করিয়া দেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। তোমার দ্বিতীয় দোয়া কি ছিল বল। সে বলিল, আমি যেন ঐ চার দেরহামের প্রতিদান পাই। মনিব বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাকে ঐ চার দেরহাম হাদিয়া। তোমার তৃতীয় দোয়ার কথা বল। সে বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আপনাকে ও আমাকে তওবা করার তওফীক দান করেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিলেন। সব শেষে গোলাম তাহার চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আপনাকে, ঐ বুজুর্গকে এবং গোটা কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন। শেষোক্ত দোয়ার উত্তরে মনিব বলিলেন, ইহা আমার কাজ নহে।

রাতে মনিব স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন বলিতেছেঃ "তুমি যখন তোমার এখ্তিয়ারভুক্ত তিনটি কাজ করিয়াছ, তবে কি তুমি মনে করিতেছ, যাহা আমার এখ্তিয়ারভুক্ত তাহা আমি পুরণ করিব না? আমি তোমাকে,

গোলামকে, মনসুর বিন আম্মারকে এবং অপরাপর সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

এক মূর্তি পূজকের ঘটনা

প্রখ্যাত ছুফী হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার এক নৌযানে সাগর বক্ষে ছফর করিতেছিলাম। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমাদের নৌযান এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিল। আমরা ঐ দ্বীপে নামিয়া দেখিতে পাইলাম তথায় এক ব্যক্তি মূর্তি পূজা করিতেছে। আমরা নিকটে গিয়া তাহাকে বলিলাম, ঐ মূর্তি তোমার হাতে বানানো, তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সে নিজেই অপরের সৃষ্টি, সুতরাং সে পূজার যোগ্য নহে। উত্তরে সে জানিতে চাহিল, তোমরা কিসের পূজা কর? আমরা সংক্ষেপে বলিলাম, আমরা ঐ পাক জাতের এবাদত করি, গোটা আসমান ও জমিনের সর্বত্র যাহার রাজত্ব। এইবার সে জানিতে চাহিল–

ঃ তোমরা কিভাবে তাহার সন্ধান পাইলে?

ঃ সেই পাক জাতের এক দূত (পয়গম্বর) আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার সন্ধান দিয়াছেন।

ঃ তিনি এখন কোথায়?

ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে যেই দায়িত্ব দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার পর তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন।

ঃ তিনি কি কোন নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন?

ঃ হা! তিনি আল্লাহ্র কালাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ঃ আমাকে উহা দেখাও। আমরা তাহাকে কোরআন শরীফ দেখাইলে সে বলিল–

ঃ আমি ইহা পাঠ করিতে পারি না। তোমরা আমাকে পড়িয়া শোনাও। আমরা একটা ছুরা পাঠ করিতে শুরু করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি পূজক কাঁদিতে লাগিল। ছুরা শেষ হওয়ার পর সে বলিল, যেই পবিত্র জাতের এই কালাম কোন অবস্থাতেই তাঁহার নাফরমানী করা চলে না। তাঁহার যাবতীয়

হুকুম আহ্‌কাম আন্তরিকভাবে মান্য করা আবশ্যক। অতঃপর সে পূর্ব ধর্ম ত্যাগ পূর্বক তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। আমরা তাহাকে দ্বীনের জরুরী আহ্‌কামসহ কয়েকটি ছুরা শিখাইয়া দিলাম।

রাতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলে সে আমাদিগকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা আমাকে যেই আল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়াছ তিনি কি নিদ্রা যান? উত্তরে আমরা বলিলাম, তিনি অতন্দ্র, নিদ্রা হইতে পবিত্র। এইবার সে বলিল, তোমরা কেমন মানুষ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ঘুমান না আর তোমরা ঘুমাইতেছ? আমরা নওমুসলিমের এই উক্তি শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। যাহাই হউক, কয়েকদিন অবস্থানের পর সেই দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে চলিল। দীর্ঘ ছফরের পর আমরা আবাদান শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। এক দিন আমি সঙ্গীদের নিকট হইতে ঐ নও মুসলিমের জন্য কিছু চাঁদা উঠাইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, আপনার হাত খরচের জন্য কয়েক দেরহাম হাদিয়া গ্রহণ করুন। আমার এই প্রস্তাব শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে সে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল, কি অদ্ভুত কাণ্ড! তোমরাই আমাকে পথ দেখাইয়াছ আর এখন তোমরাই উহার উপর আমল করিতেছ না। আমি যখন দ্বীপে থাকিয়া মূর্তি পূজা করিতেছিলাম তখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করেন নাই। আর এখন তাঁহার গোলামী গ্রহণ করিয়াছি। এখন কি তিনি আমার সহায় হইবেন না? তিন দিন পর খবর পাইলাম, লোকটি মৃত্যু শয্যায়। আমি তাহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলাম, আপনার কোন হাজত থাকিলে আমাকে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, যেই আল্লাহ্ আপনাদিগকে দ্বীপে পাঠাইয়াছেন সেই আল্লাহ্‌ই আমার যাবতীয় হাজত পুরণ করিয়া দিয়াছেন। হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলেন, হাঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল। স্বপ্নযোগে আমি দেখিতে পাইলাম, একটি অপূর্ব সবুজ–শ্যামল বাগান। বাগানের মাঝে একটি সুন্দর গম্বুজ। গম্বুজের মধ্যে সুশোভিত এক আসনে এক অনিন্দ সুন্দরী যুবতী উপবেশন করিয়া আছে। এত সুন্দর নারী ইতিপূর্বে আর কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, অনুগ্রহ পূর্বক বিলম্ব না করিয়া তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহার বিচ্ছেদ বেদনা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আমি অধীর আগ্রহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। হঠাৎ আমার নিদ্রা টুটিয়া গেলে দেখিতে পাইলাম, সেই নওমুসলিম ততক্ষণে

পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি তাহার কাফন–দাফনের ব্যবস্থা করিলাম। রাতে আবার স্বপ্নযোগে সেই বাগান, গম্বুজ, আসনে উপবিষ্টা সেই সুন্দরী যুবতী এবং তাহার পাশে আমাদের নওমুসলিমকে দেখিতে পাইলাম। সে তখন কালামে পাকের নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিল–

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ -

অর্থঃ এবং ফেরেস্তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করিতে থাকিবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া, তোমরা শান্তির সহিত বসবাস করিবে, উহার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পণ ছিলে। সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

দুনিয়া আল্লাহ্‌র অলীদের সেবা করে

শেখ আবুল ফাওয়ারেছ শাহ্ ইবনে শুজা' কিরমানী একদা শিকারে বাহির হইলেন। তৎকালে তিনি কিরমানের প্রশাসক ছিলেন। শিকারের সন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বিজন ভূমিতে আসিয়া পৌছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে এক যুবক এবং তাহার আশেপাশে অসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। শাহ্ ইবনে শুজাকে দেখিবামাত্র জন্তুগুলি তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। যুবক সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা দিলে তাহারা আক্রমণ হইতে বিরত হইল। এইবার সে আগাইয়া আসিয়া বাদশাহ্‌কে ছালাম করিয়া কহিল, হে বাদশাহ্! দুনিয়ার মোহে আপনি আখেরাতের কথা ভুলিয়া বসিয়াছেন। মজাদার আহার ও ভোগ–বিলাসের ফিকিরে আল্লাহ্‌র বন্দেগী হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়ার রাজত্ব ও ধন–দৌলত এই জন্য দিয়াছেন যেন আপনি উহা দ্বারা আল্লাহ্‌র এবাদত–বন্দেগী করেন। অথচ আপনি ঐ সুযোগ ও সম্পদকে দুনিয়ার ভোগ–বিলাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। যুবক যখন বাদশাহ্‌কে এই নসীহত করিতেছিল তখন হঠাৎ কোথা হইতে এক বৃদ্ধা মহিলা হাতে পানির পেয়ালা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা পানির পেয়ালাটি যুবকের হাতে তুলিয়া দিলে প্রথমে সে নিজে পান করিয়া পরে বাদশাহ্‌কে দিল। বাদশাহ্ ঐ পানি পান করিয়া বলিল, আমি জীবনে কখনো এত ঠাণ্ডা ও সুস্বাদু পানীয় পান করি নাই। ইতিমধ্যে ঐ

বৃদ্ধা গায়েব হইয়া গিয়াছে। যুবক এইবার বাদশাহ্‌কে বলিল, এই বৃদ্ধাই হইল 'দুনিয়া'। আল্লাহ্ পাক তাহাকে আমার সেবা ও খেদমতের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, হে দুনিয়া! যেই ব্যক্তি আমার সেবা (এবাদত) করিবে তুমি তাহার সেবা করিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আমার এবাদত না করিয়া তোমার সেবা করিবে তুমি তাহার দ্বারা আরো বেশী বেশী খেদমত লইবে। যুবকের এই সকল কথা শুনিবার পর বাদশাহ্ সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিলেন। পরবর্তীতে এই বাদশাহ্ একজন খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালা হিসাবে পরিণত হইলেন।

এক বাদশাহ্ ও বাঁদী

হযরত মালেক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার বসরা শহরের এক গলিপথে কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বাঁদী দেখিতে পাইলেন। সে শাহী বাঁদীর মত জাক-জমক ও চাকর-চাকরানীতে পরিবেষ্টিত বর্ণাঢ্য ভঙ্গিমায় পথ চলিতেছিল। হযরত মালেক বিন দীনার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে বাঁদী! তোমার মনিব তোমাকে বিক্রয় করিবে? বাঁদী ফকীরবেশী হযরত মালেক বিন দীনারের কথায় অবাক হইয়া বলিল, আবার বল কি বলিতেছ? তিনি পুনরায় ঐ একই কথা বলিলেন। অবাক বিস্ময়ে বাঁদী বলিল, মনিব আমাকে বিক্রয় করিলেও তোমার মত ফকীর কি আমাকে খরীদ করিতে পারিবে? হযরত মালেক বলিলেন, আমি তোমার চাইতেও ভাল বাঁদী খরীদ করিতে সক্ষম। এই কথায় বাঁদী হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে মনিবের নিকট হাজির করিতে খাদেমগণকে নির্দেশ দিল।

বাঁদীর মুখে ফকীরের বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া মনিবও হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে দরবারে হাজির করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু হযরত মালেক বিন দীনারকে দরবারে হাজির করিলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনিবের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চান? হযরত মালেক শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমার বাঁদী আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহার মূল্য দিতে পারিবেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট তাহার মূল্য দুইটি খেজুরের বিচিতুল্য। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে

হাসিয়া উঠিল। মনিব জানিতে চাহিল। আপনি কি হিসাবে এই দাম সাব্যস্ত করিলেন? তিনি বলিলেন, তাহার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। আর ত্রুটিযুক্ত বস্তুর মূল্য নগণ্যই হইয়া থাকে। মনিব তাহার বাঁদীর ত্রুটির কথা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুগন্ধী ব্যবহার না কলিলে তাহার দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এক দিন দাঁত পরিষ্কার না করিলে দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। মাথায় তৈল চিরুনি ব্যবহার না করিলে উকুন আসিয়া বাসা বাঁধে। প্রথম দর্শনে পাগল বালিয়া ভ্রম হয়। বয়স একটু বৃদ্ধি পাইলে যৌবনে ভাটা পড়িয়া বার্ধক্য দেখা দেয়। মুখের থুথু, লালা, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি উপসর্গের পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট তাহার নিত্য সহচর। তাহার ভালবাসা নিঃস্বার্থ নহে। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সে তোমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করিতেছে। স্বার্থের সামান্য বিঘ্ন ঘটিলে মুহূর্তে তোমাকে ত্যাগ করিয়া আরেক জনের সঙ্গে তোমার মতই ভালবাসার দাবী করিবে। তাহার কথার কোন ঠিক নাই। সব ছল-চাতুরী।

হযরত মালেক বিন দীনার বলেন, পক্ষান্তরে আমার নিকট যেই বাঁদী আছে সে একেবারেই সহজলভ্য। তাহাকে ক্রয় করিতে আমার একটি কানা-কড়িও খরচ হয় নাই। অথচ যে কোন বিবেচনায় সে তোমার এ বাঁদী হইতে অনেক মূল্যবান। সে কর্পূর, মেশক, জাফরান, মণি-মুক্তা ও নূরের তৈরী। সে লবণাক্ত পানিতে থুথু নিক্ষেপ করিলে উহা মিষ্ট পানিতে পারিণত হয়। কোন মৃত দেহের সামনে যাইয়া কথা বলিলে সে জীবিত হইয়া কথা বলিতে শুরু করিবে। সূর্যের সামনে হাত রাখিলে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরে আসিলে ঘর আলোকিত হইয়া যায়। সাজ সজ্জা করিয়া পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিলে সমগ্র পৃথিবী বিমোহিত হইয়া যাইবে। মেশক ও জাফরানের বাগানে প্রতিপালিত সেই বাঁদী ইয়াকূত ও মারজানের শাখায় বিচরণ করিয়াছে। সে 'তাছনীম' নহরের পানি পান করে। ওয়াদা ভঙ্গ ও কৃত্রিম ভালবাসার ছল-চাতুরী তাহার জানা নাই।

হযরত মালেক বিন দীনার উপরোক্ত বর্ণনা দানের পর মনিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমিই বল পয়সা খরচ করিতে হইলে কোন্ বাঁদীর জন্য খরচ করা উচিৎ? জাবাবে সে বলিল, আপনি যেই বাঁদীর প্রশংসা ও বিবরণ দিয়াছেন সেই বাঁদীই ক্রয়যোগ্য ও সকলের জন্য কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। হযরত মালেক বলিলেন, সেই মহামূল্যবান বাঁদী এত সহজলভ্য যে, দেশ-কাল-পাত্র

নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটই সেই বাঁদীর মূল্য মওদুজ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই উহা খরীদ করিতে পারে। তাহার মূল্য হইলঃ রাতে উঠিয়া দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া, আহারের সময় কোন অভুক্তকে শরীক করা, পথিক আঘাত পাইতে পারে এমন বস্তুকে পথ হইতে সরাইয়া দেওয়া এবং দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করা। নিজের যাবতীয় শ্রম ও সাধনাকে অস্থায়ী দুনিয়ার পিছনে না জড়াইয়া চিরস্থায়ী আখেরাতের উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় করা। এই কয়টি বিষয়ের উপর আমল করিতে পারিলে পরকালে বেহেস্তের স্থায়ী সুখ লাভ করা যাইবে।

হযরত মালেকের বিবরণ শেষ হইলে মনিব বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিল, শায়েখ যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? বাঁদী বলিল, ধ্রুব সত্য! তাহার কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মনিব এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীর হাতে কিছু অর্থ তুলিয়া দিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন। গোলামদিগকেও প্রচুর অর্থ দান করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। ঘর-দোর ও যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি আল্লাহ্র পথে দান করিয়া শরীরের সকল অহংকারী পোশাক খুলিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি নিঃস্ব-একা। সংসারে তাহাকে আটকাইয়া রাখার আর কোন বন্ধন নাই। ঘরের দরজায় ঝুলানো মোটা একটি কাপড় দেহে জড়াইয়া পথে বাহির হওয়ার আয়োজন করিলেন। এই সময় তাহার বাঁদী ডাকিয়া বলিল, হে সরদার! তোমার পর আমার জীবন অর্থহীন। এই বলিয়া সে জাঁকজমকের সকল পোশাক খুলিয়া একটি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া স্বীয় মনিবের সঙ্গী হইল।

হযরত মালেক বিন দীনার তাহাদিগকে দোয়া করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা দুইজন সেই দিন হইতে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লার এবাদতে মশগুল হইলেন। পরে ঐ হালাতেই তাহাদের ইন্তেকাল হইল।

দুই বাদশা'র ঘটনা

একদা এক বিলাসী বাদশাহ্ শিকারের সন্ধান করিতে করিতে গভীর জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই বিরান জঙ্গলে এক যুবক মৃত মানুষের কতগুলি হাড় সামনে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। বাদশাহ এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কঙ্কালসার যুবকটি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিল, মানুষের এত

কঙ্কালই বা সে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আগাইয়া গিয়া তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি এখানে কি করিতেছ, তোমার দেহের এই করুণ দশা কেন, তুমি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিয়াছ? বাদশাহ্র প্রশ্নের উত্তরে যুবক বলিল, আমি এক দীর্ঘ ছফরে যাত্রার অপেক্ষা করিতেছি। দুইজন মক্কেল আমাকে ছফরের পথ-ঘাট সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলিতেছে- তুমি এক সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছ। ছফরের যাত্রা পথেই তোমাকে মাটির নীচে দাফন করা হইবে। সেখানে তুমি পোকামাকড় ও কীটের আহারে পরিণত হইবে। তোমার দেহ বিনাশ হইবার পর অবশেষে হাড়গুলিতেও ক্রমে পঁচন ধরিবে। আর ইহাই ছফরের শেষ মঞ্জিল নহে; বরং কবর হইতে পুনরুত্থানের পর হাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। অতঃপর শেষ পরিণতি ভাল কি মন্দ কিছুই জানা নাই। এই দীর্ঘ ছফরের ভয়াবহতা ও অনিশ্চিত পরিণতির দুর্ভাবনাই আমাকে "দুনিয়ার সকল খেল-তামাশা ও বিলাস-ব্যঞ্জন হইতে পৃথক করিয়া এই বিরান ভূমিতে লইয়া আসিয়াছে।

বাদশাহ্ যুবকের কথা শুনিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিলেন, হে যুবক! তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তর হইতে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সকল চিন্তা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আমাকে কথাগুলি আরেকবার শোনাও। যুবক পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সম্মুখে যেই হাড়গুলি দেখিতেছেন উহা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের। পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে তাহারা আখেরাতের কথা ভুলিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে একদিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই মৃত্যু তাহাদের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন এই হাড়গুলি পুনরায় জোড়া লাগিয়া মানবদেহে পরিণত হইবে। অতঃপর তাহাদের আমল অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বাদশাহ্ যখন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি নীরবে চোখের পানি ঝরাইতে লাগিলেন। সেই রাতেই তিনি সকল রাজকীয় পোশাক খুলিয়া বিষণ্ন বদনে দুইটি চাদর জড়াইয়া রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

পরবর্তীতে সেই বিলাসী বাদশাহ্ অতীতের সকল ত্রুটি ও অপরাধ হইতে তওবা করিয়া আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল হইলেন।

☆

এক জালেম বাদশাহ্ আল্লাহ্ পাকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিত। দেশের মুসলিম প্রজাগণ তাহার অত্যাচার ও ধর্মদ্রোহিতায় অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে বন্দী করিল। পরামর্শের পর তাহাকে জ্বলন্ত উনানের উপর হাড়িতে চড়াইয়া তিলে তিলে শেষ করার সিদ্ধান্ত হইল। হাড়িতে চড়াইবার পর সে একে একে তাহার সকল প্রভুকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, আমি সারা জীবন তোমাদের এবাদত করিয়াছি, আজ তোমরা আমাকে এই কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার কর। কিন্তু তাহার প্রার্থনায় কেহই সাড়া দিল না। অবশেষে সে নিরুপায় হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া لا اله الا الله বলিয়া আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আল্লাহ্ পাক তাহার ডাকে সাড়া দিলেন। আগুনকে নির্বাপিত হওয়ার হুকুম দিয়া পাতিলসহ বাদশাহ্কে আকাশে উঠাইয়া লইলেন। বাদশাহ্ পাতিলে বসিয়া আরামের সহিত لا اله الا الله এর জিকির করিতে করিতে মহাশূন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে এক বিধর্মী জনপদে অবতরণ করানো হইল। সেখানে অবতরণের পরও তিনি কালেমায়ে তাইয়্যেবার জিকির অব্যাহত রাখিলেন। লোকেরা তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিলেন। অধিবাসীগণ বাদশাহ্'র মুখে এই বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়া একযোগে সকলে তওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ

বোখারার অত্যাচারী শাসক একদা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, চর্মরোগাক্রান্ত একটি কুকুর পথের পাশে শীতে কাঁপিতেছে। কুকুরটির করুণ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। সে কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া উহার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সহচরগণকে নির্দেশ দিল। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ্ নিজে রোগাক্রান্ত কুকুরটির গায়ে ঔষধ লাগাইয়া উহাকে আগুনের সেক দিল। উপযুক্ত চিকিৎসার পর অল্প দিনেই কুকুরটি সুস্থ হইয়া উঠিল। উহার দুই দিন পরই বাদশাহ্'র ইন্তেকাল হইল। ইন্তেকালের পর এক বুজুর্গ বাদশাহ্কে স্বপ্নে

দেখিলেন। বুজুর্গ বাদশাহ্'র অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বাদশাহ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন? জবাবে সে জানাইল, আল্লাহ্ আমাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, তুমি ছিলে এক কুকুর আর অন্য এক কুকুরের উছিলায় তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। আর তোমার উপর যত মানুষের হক ছিল উহা আমি নিজের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দেওয়ার এরাদা করিলাম।

এক বিলাসী সরদারের তওবা

মোহাম্মদ বিন ছাম্মাক (রঃ) বলেন, মুছা বিন মোহাম্মদ বিন সোলায়মান হাশেমী বনী উমাইয়ার একজন বিখ্যাত সরদার ছিলেন। এই বিলাসী সরদার দিবারাত্র খানা-পিনা, খেল-তামাশা, নারীসঙ্গ ও নাচ-গান লইয়া মত্ত থাকিত। এক কথায় ভোগ-বিলাস ছাড়া তাহার জীবনে যেন আর কোন কাজ ছিল না। প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক এই সরদারের রূপ-যৌবনও ছিল অসামান্য। পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী সরদার প্রথম দর্শনেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার বার্ষিক আমদানী ছিল তিন লক্ষ তিন হাজার দীনার। উহার সবটাই সে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া দিত। তাহার সুরম্য প্রাসাদটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের মূর্ত প্রতীক। সকাল-বিকাল প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সে পথচারীদের আনাগোনা অবলোকন করিত। প্রাসাদের পিছনে ছিল এক ফুলের বাগান। সেই দিকের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সরদার রকমারি ফুলের সুঘ্রাণ ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার প্রায়াস পাইত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল একটি হস্তীদন্ত নির্মিত গম্বুজ। স্বর্ণ ও রূপার কারুকার্যে সুশোভিত ঐ গম্বুজের অভ্যন্তরে ছিল এক সুদর্শন সিংহাসন। সরদার মাঝে মাঝে মহা মূল্যবান রাজকীয় পোশাক ও মাথায় দামী আমামা পরিয়া সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিত। ডানে বামে ইয়ার বন্ধু এবং পিছনে চাকর-নৌকরদিগকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া সে রং-তামাশার আসর জমাইত। সিংহাসনের সামনে অনতিদূরে ছিল একটি ঝুলন্ত পর্দা। পর্দা হটাইলেই সেখানে দেখা যাইত একদল সুসজ্জিত নর্তকী। সর্দারের ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহারা মজলিশ সরগরম করিয়া নাচগানের ঝড় তুলিত। গভীর রাত পর্যন্ত এই আসর চলিবার পর সকলে যার যার ঘরে চলিয়া গেলে সরদার তাহার ইচ্ছামত কোন রূপসী নর্তকীকে সঙ্গে লইয়া খাস কামরায় রাত্রি যাপন করিত।

মোটকথা, এইরূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যেই সরদার তাহার জীবনের দীর্ঘ সাতাইশ বৎসর কাটাইয়া দিল। এক দিনের ঘটনাঃ

সরদার রং মহলে নাচগান ও নেশায় চূর হইয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়া এক করুণ স্বর আসিয়া তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সেই সুরে কি যে ছিল, উহা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সরদারের বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার নেশা ছুটিয়া গেলে নাচগান বন্ধ করিয়া সেই করুণ সুরের প্রতি মনোযোগী হইল। সেই সুর থামিয়া থামিয়া একটা করুণ আর্তনাদের স্পন্দন তুলিয়া গোটা পরিবেশটাকেই যেন বেদনার্ত করিয়া তুলিল। সরদার তাহার অনুচরদিগকে হুকুম করিলেন, যাও! ঐ সুর অনুসরণ করিয়া আগাইয়া দেখ কে এই করুণ সুর তুলিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। ঘটনাস্থলে গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শীর্ণদেহী এক যুবক মসজিদে দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছে। যুবকের বিবর্ণ দেহে গোস্ত বলিতে যেন কিছুই নাই, মাথার চুল এলোমেলো। গায়ে দুই খণ্ড কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন মিনতির ভঙ্গিতে পবিত্র কালাম পড়িতেছে। তাহারা যুবককে সরদারের নিকট নিয়া হাজির করিল।

সরদার যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়িতেছিলে? যুবক বলিল, আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলাম। সরদার উহা শুনিতে চাহিলে যুবক নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিল-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۝ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝
خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ - وَمِزَاجُهُ
مِن تَسْنِيمٍ - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

অর্থঃ নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকিবে। তাহারা পালঙ্কসমূহের উপর (বসিয়া বেহেস্তের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ) দেখিতে থাকিবে। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাইবে। (আর তাহারা পান করার জন্য সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পাইবে। যাহাতে কস্তুরীর সিলমোহর হইবে; আর

এইরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিৎ। আর উহার সংমিশ্রণ 'তস্নীম' (নামক ঝরনার পানি) দ্বারা হইবে। অর্থাৎ এমন এক ঝরণা- যাহা হইতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করিবে।

যুবক তেলাওয়াতের পর উহার তরজমা শুনাইয়া বলিল, হে সরদার! তুমি দুনিয়ার ধোকায় পড়িয়া আছ। তোমার এই বালাখানা ও বিলাস উপকরণের সঙ্গে বেহেস্তের নাজ ও নেয়ামতের কোন তুলনা হইতে পারে না। বেহেস্তীদের জন্য বালাখানা, আহার, পানীয় এবং অপরাপর নেয়ামতের কথা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে না। তাহাদের জন্য সবুজ রং এর অপূর্ব রেশমী পোশাক, নরম-কোমল গালিচা, সুশোভিত বাগান ও নহর, দুই রকম স্বাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ফল ইত্যাদি হাজারো নেয়ামত মওজুদ রাখা হইয়াছে। এই সকল নেয়ামত তাহারা ইচ্ছামত ভোগ করিবে, কোন প্রকার বাঁধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে না। আর কাফের ও গোনাহ্গারদের জন্য সেখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা অপেক্ষা করিতেছে। সেই আগুনের তাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দোজখবাসীগণ মুক্তি চাইলে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে অমান্য করিয়া দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলে; এখন শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

যুবকের নসীহতগুলি সরদারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুবককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবনের যেই মূল্যবান সময়গুলি সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অবহেলায় নষ্ট করিয়াছে উহার উল্লেখ করিয়া অনুশোচনা ও আক্ষেপ করিতে লাগিল। চাকর-নৌকর, গোলাম-বাঁদী একে একে সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে ঘরের যাবতীয় বিলাসসামগ্রী, খাট-পালঙ্ক, দামী দামী পোশাক, প্রসাধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া ছদকা করিয়া দিল। এইবার সে প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে এবং গোপন গোনাহের জন্য গোপনে তওবা করিয়া মসজিদে গিয়া দিবা-রাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হইল। দুইটি মোটা কাপড় ও জবের রুটির উপরই দিন গুজরান করিতে লাগিল। পরবর্তীতে সেই সরদার এবাদত-বন্দেগীতে এতটা নিমগ্ন হইয়া গেলেন যে, অবিরামভাবে রাতে বিনিদ্র এবাদত এবং দিনে রোজা রাখিতে লাগিলেন। সরদার পূর্ব হইতেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে এই পরিবর্তনের ফলে সর্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে

তাঁহার নিকট দ্বীনদার নেককার ও আল্লাহ্ওয়ালাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন কোন বুজুর্গ তাঁহার নিকট আরজ করিলেন, ভাই! আল্লাহ্ পাক তো বান্দার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। আপনি নফ্সকে এত কষ্ট দিতেছেন, স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু যত্ন নিন। উত্তরে তিনি বলিতেন, ভাই সকল! সারাটা জীবন আমি আল্লাহ্ পাকের ভয়াবহ নাফরমানীতে কাটাইয়াছি। .... এই কথা বলিয়াই তিনি অজস্র ধারায় ক্রন্দন করিতে থাকিতেন।

শেষ জীবনে এই বুজুর্গ সরদার দুইটি মোটা কাপড় দেহে জড়াইয়া একটি থালা ও একটি বাটি লইয়া পদব্রজে হজ্বের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত ছফরের পর একদিন মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হজ্ব আদায়ের পর সেখানেই ইন্তেকাল করিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তাঁহার হালাত ছিল, রাতের বেলা হজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইয়া দিতেন আর নিজের বিগত জীবনের অপরাধ ও ত্রুটি সমূহের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করিতেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! সারাটা জীবন আমি তোমার নাফরমানী ও গাফলতের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছি। জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও সুযোগ তোমার হুকুমের খেলাফ ব্যয় করিয়াছি। তোমাকে মুখ দেখাইবার মত আমার কোন আমল নাই। এখন তোমার অনুগ্রহই আমার ভরসা। তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নাই, আমার মিনতি শুধু তোমার রহমতের দরিয়ার

কিনারায় আমাকে সামান্য ঠাঁই করিয়া দিও। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিও। নিঃসন্দেহে তুমিই একমাত্র ক্ষমাকারী।

রোগীর সেবায় এক বুজুর্গ

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, বাগদাদের এক সওদাগর সকল সময় আল্লাহ্ওয়ালাদের সমালোচনা করিত। কিছুকাল পর দেখা গেল, তাহার স্বভাবের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে বুজুর্গদের সমালোচনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের ছোহ্বত এখতিয়ার করিয়াছে এবং পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের পিছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তো আল্লাহ্ওয়ালাদের সমালোচনা করিতে। তোমার এই পরিবর্তনের হেতু কি? উত্তরে সে বলিল, আমি তাঁহাদিগকে যেমন মনে করিতাম আসলে তাঁহারা তেমন নহেন। অতঃপর ঘটনার বিবরণ দিয়া সে

বলিল, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, প্রখ্যাত বুজুর্গ আবু নছর জামে' মসজিদ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া কোথাও যাইতেছেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এতবড় বুজুর্গ অথচ নামাজের পর একদণ্ড মসজিদে অবস্থান করিলেন না। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, তিনি বাজার হইতে নরম নরম রুটি, কাবাব ও হালুয়া খরীদ করিলেন। তাঁহার আহারের আয়োজন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, বুজুর্গ আসলে একজন ভোজন-বিলাসী বটে। বাজার শেষ করিয়া তিনি জঙ্গলের পথ ধরিলেন। আমার ধারণা হইল, আহারে বসিবার জন্য বুজুর্গ কোন শ্যামল উদ্যানের সন্ধানে চলিয়াছেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। একটানা আছর পর্যন্ত হাটিয়া তিনি এক গ্রামের মসজিদে গিয়া উঠিলেন। নামাজ আদায়ের পর তিনি একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক রোগী শায়িত ছিল, বুজুর্গ যত্নের সহিত তাহাকে আহার করাইতে বসিলেন। এই সুযোগে আমি গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। কিছুক্ষণ পর সেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সেখানে বুজুর্গ নাই। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল, তিনি বাগদাদ চলিয়া গিয়াছেন। আমি বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাগদাদ এখান থেকে কত দূর? উত্তরে সে বলিল, প্রায় ৮০ মাইল। আমি শঙ্কিত হইয়া "ইন্নালিল্লাহ্" পড়িলাম। সঙ্গে টাকা-কড়ি নাই, অজানা পথ-ঘাট, কি করিয়া বাগদাদ ফিরিব, কে আমাকে সাহায্য করিবে, এই শঙ্কটের কথা কাহার নিকট বলিব- ইত্যাদি ভাবনায় আমার সর্বাঙ্গ যেন অবস হইয়া আসিতে লাগিল। আমার বিপন্নদশা দেখিয়া অসহায় রোগীটি বলিল, তুমি এখানেই অবস্থান কর। আগামী শুক্রবার তিনি আবার আমাকে আহার কারাইতে আসিবেন তখন তুমি তাহার সঙ্গে যাইতে পারিবে।

রোগীর কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেলাম। যেই বুজুর্গ সুদূর বাগদাদ হইতে ৮০ মাইল পায়ে হাটিয়া আসিয়া সযত্নে একজন রোগীর সেবা করেন তাঁহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কেমন করিয়া "ভোজন-বিলাসী" ধরনের অন্যায় ধারণা পোষণ করিলাম? এই কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই শূন্য ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী যেই রোগীটিকে ক্ষণিক পূর্বেও আমি একান্ত অসহায় ভাবিয়াছিলাম তাহারও মাথা গুজিবার একটি ঠাঁই আছে। আছে সপ্তাহান্তে আহার যোগাইবার মত একজন দরদী স্বজন। কিন্তু আমার অবস্থা যে আরো করুণ, আরো বিপন্ন। এই এক সপ্তাহ আমি কিভাবে কাটাই, আহারের ব্যবস্থা

কি হইবে, সপ্তাহান্তে যিনি আসিবেন তিনি যদিবা আমার পরিচিত কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহার সম্পর্কে আমি যেই অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়াছি; অতঃপর তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বিবেক আমাকে বার বার দংশন করিতে লাগিল।

অবশেষে দুর্যোগের সেই সপ্তাহও শেষ হইল। বুজুর্গ আগের মতই রোগীর খোঁজ-খবর লইয়া তাহাকে আহার করাইলেন। আহারান্তে রোগী আমাকে দেখাইয়া বলিল, আবু নছর! এই ব্যক্তিটি গত সপ্তাহে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই হইতে এখানে পড়িয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাও। বুজুর্গ আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমার পিছনে লাগিয়াছ? আমি নীরবে অপরাধ স্বীকার করিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগদাদ রওয়ানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল; সন্ধার পূর্বেই আমরা দীর্ঘ ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাগদাদ শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। বুজুর্গ আমাকে বলিলেন, ঘরে ফিরিয়া যাও এবং আর কখনো এইরূপ আচরণ করিও না। ঐ ঘটনার পর হইতে আমি খাঁটি অন্তরে তওবা করিয়া ঐ বুজুর্গের ছোহবতে থাকিয়া সঠিক পথের সন্ধান পাইলাম।

হযরত মালেক বিন দিনারের তওবা

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক বিন দিনারের প্রথম জীবনটা ভাল কাটে নাই। দিবা-রাত্র শরাবে লিপ্ত থাকিতেন। তাহার তওবা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার এক বাঁদীর গর্ভে এক মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। মেয়েটাকে আমি যারপরনাই স্নেহ করিতাম। তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্নেহ-মমতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্নেহের আতিশয্যে তাহাকে সর্বদা আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। সে যখন একটু একটু হাঁটিতে শিখিয়াছে তখনকার ঘটনাঃ

আমি যখন শরাব পান করিতে বসিতাম তখন সে আমার হাত হইতে শরাবের পাত্র ছিনাইয়া লইয়া আমার কাপড়ে ঢালিয়া দিত। আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয় নয়নমণিটি দুই বছর বয়সেই ইন্তেকাল করে।

এক রাতের ঘটনাঃ রাতটি ছিল একই সঙ্গে শবেবরাত ও জুমুআর রাত্রি। আমি মদের নেশায় মত্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, হাশরের মাঠ কায়েম হইয়াছে। সকলের সঙ্গে আমিও কবর হইতে উঠিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছি। হঠাৎ পিছনে কিসের শব্দ পাইয়া দেখিলাম, কালো বর্ণের এক বিরাট অজগর সাপ আমার দিকে হা করিয়া আসিতেছে। আমি ভয় পাইয়া সামনের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সাপটিও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। এইভাবে কিছুক্ষণ দৌড়াইবার পর এক জায়গায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধের সাক্ষাত পাইলাম। আমি তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম, আমাকে এই সাপের হাত হইতে রক্ষা করুন। তিনি বলিলেন, সাপ আমার তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তাহাকে প্রতিরোধ করা আমার কাজ নহে। তুমি সামনে আগাইতে থাক, হয়ত মুক্তির কোন উপায় হইতে পারে। আমি সামনে দৌড়াইতে লাগিলাম। সাপও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। অবশেষে একটা টিলা দেখিয়া উহার উপরে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু সেখানে উঠিয়াই জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। সাপের ভয়ে আমি জাহান্নামেই পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিলাম। অদৃশ্য হইতে হঠাৎ কে যেন বলিয়া উঠিল, "পিছনে সরিয়া দাঁড়াও" তুমি জাহান্নামী নও। আমি পিছনে সরিয়া আসিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাপও আমাকে তাড়া করিয়া উঠিল। গায়েব হইতে পুনরায় আওয়াজ আসিল। আমি সাহায্যের জন্য আবারো সেই বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলাম, আমি এই কঠিন বিপদ হইতে মুক্তির জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। আমার করুণ নিবেদন শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমি বড় কমজোর, তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। তুমি ঐ পাহাড়ে যাও, সেখানে মুসলমানদের আমানত জমা আছে। যদি তোমার কোন আমানত থাকে তবে সে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে। আমি সেদিকে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম একটি গোলাকার পাহাড়। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণের কপাট বিশিষ্ট দরজাগুলিতে রেশমী পর্দা ঝুলানো। আমি সেখানে গমন করিতেই ফেরেস্তারা দরজা খুলিয়া সন্ধান করিতে লাগিল যে, সেখানে আমাকে উদ্ধার করার মত কোন আমানত আছে কিনা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অনেক শিশু বাহির হইল। একটি শিশু চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিল, কি দুর্ভাগ্যের কথা! তোমরা সকলে এখানে উপস্থিত থাকিতে সাপ যে তাহাকে ধরিয়াই ফেলিল। চিৎকার ধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা সকলে এদিকে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আমার সেই মৃত মেয়েকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে

দেখিবামাত্র সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, ইনিই তো আমার আব্বা! এই বলিয়া সে তীর বেগে ছুটিয়া একটি নূরের ঘরে উঠিয়া বাম হাত বাড়াইয়া আমার ডান হাত ধরিল। আমিও উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সে ডান হাতে সাপকে ইশারা করিতেই সে পিছনের দিকে পালাইয়া গেল। অতঃপর সে আমাকে বসাইয়া নিজে আমার কোলে আসিয়া বসিল। এইবার আমার দাড়িতে হাত ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল–

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থঃ ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর নসীহতের এবং যেই সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইয়াছে উহার সম্মুখে অবনমিত হয়, –ছুরা হাদীদ, রুকূঃ ২

তাহার এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরাকি কোরআন শরীফ শিক্ষা কর? সে বলিল, হাঁ! আমরা কোরআন শরীফ শিক্ষা করিতেছি। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সাপ আমার পিছনে কেন লাগিয়াছিল? সে বলিল, উহা হইল আপনার বদ আমল! আপনি দিনের পর দিন উহাকে লালন করিয়া এত শক্তিশালী করিয়াছিলেন যে, সে আপনাকে দোজখের দ্বারপ্রান্তে লইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সেই বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, উহা আপনার নেক আমল। আপনি তাহাকে এত কমজোর ও দুর্বল করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে আপনার বদ আমলের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটী! তোমরা এই পাহাড়ে কি কর? সে বলিল, আমরা মুসলমানের ছেলে–মেয়ে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিব। আপনারা আসিলে আমরা সুপারিশ করিব। কিছুক্ষণ পরই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। জাগ্রত হওয়ার পরও স্বপ্নে দেখা সেই সাপের ভয়ে আমি কম্পিত ছিলাম। সকালে আমার যাবতীয় সম্পদ দান করিয়া বিগত জীবনের পাপাচারের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করিলাম। ইহাই আমার তওবার ইতিবৃত্ত।

গ্রন্থকার বলেন, কবরে মৃতের সঙ্গে যদি নেক আমল থাকে তবে সে তাহার জন্য যাবতীয় আরামের ব্যবস্থা করে। কবরকে নূরাণী ও প্রশস্ত করিয়া তাহাকে সকল বিপদ–আপদ হইতে হেফাজত করে। পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে যদি বদ আমল থাকে তবে সে কবরকে অন্ধকার ও সংকুচিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাহাকে শাস্তি দিতে থাকে। গ্রন্থকার আরো বলেন, একবার আমি ইথিউপিয়ার কোন এক শহরে এক বুজুর্গের নিকট শুনিয়াছি, এক মুরদারকে দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিল তখন তাহারা ঐ কবর হইতে এক বিকট শব্দ শুনিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কবর হইতে একটি কালো রং–এর কুকুর বাহির হইল। ঐ সময় তথায় এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তিনি কুকুরকে বলিলেন, তোর বিনাশ হউক, তুই আবার কোন্ বালা নাজিল হইলি? কুকুর বলিল, আমি এই মাইয়্যেতের বদ আমল। বুজুর্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কবরে যেই বিকট শব্দ হইল উহা কি তোকে প্রহারের শব্দ, নাকি মাইয়্যেতকে? সে বলিল, উহা ছিল আমাকে প্রহারের শব্দ। কারণ, ঐ মুরদার ছূরা ইয়াছীন– ইত্যাদি যাহা আমল করিত উহারা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং আমাকে মাইয়্যেতের নিকটেও ঘেষিতে দেয় নাই। (গ্রন্থকার বলেন,) আসলে তাহার 'নেক আমল' তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ছিল। ফলে আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে সে বদ আমলের উপর জয়ী হইয়াছে। যদি বদ্ আমল শক্তিশালী হইত তবে সে–ই জয়ী হইত এবং মাইয়্যেতকে আজাব দিত।

অপর এক গোনাহ্গারের ঘটনায় প্রকাশঃ মৃত্যুর পর তাহাকে দাফনের জন্য কবর খনন করিবার পর দেখা গেল, কবরের ভিতর এক ভয়ংকর সাপ। লোকেরা অন্য এক জায়গায় কবর খনন করিল। কিন্তু সেখানেও সেই একই সাপ। এমনিভাবে পর পর প্রায় ৩০ টি কবর খনন করিবার পরও দেখা গেল, সকল কবরেই সেই ভয়ংকর সাপ। অবশেষে বাধ্য হইয়া সাপের সঙ্গেই তাহাকে দাফন করা হইল। এই সাপ হইল তাহার বদ্ আমল।

একটি অলৌকিক ঘটনা

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, একদা আমি তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ এক মহিলার উপর আমার নজর পড়িল। সে কাঁধের উপর একটি শিশু লইয়া চিৎকার করিয়া ফরিয়াদ করিতেছিলঃ হে দয়াময়! হে দয়াময়!! তোমার সেই ওয়াদা। আমি আগাইয়া গিয়া মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের কি ওয়াদা ছিল? জবাবে সে এক মর্মন্তুদ ও বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিল, একবার আমি এক নৌযানে চড়িয়া সমুদ্রে ছফর করিতেছিলাম। ঐ নৌযানে এক তেজারতী কাফেলাও ছিল। নৌযানটি গভীর সমুদ্রে যাওয়ার পর

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করিয়া ভীষণ তুফান শুরু হইল। মুহূর্তে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে সকল যাত্রী ও মালামালসহ নৌযানটি ডুবিয়া গেল। কিন্তু অলৌকিকভাবে আমি এবং আমার এই শিশুটি একটি তক্তার উপর অক্ষত অবস্থায় ভাসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে আরেকটি তক্তার উপর এক হাবশী পুরুষ ভাসিয়া রহিয়াছে। রাতের আঁধার কাটিয়া সকাল হইবার পর হাবশী ভালভাবে আমার দিকে তাকাইয়া দেখিল। ক্রমে তাহার চোখে মুখে আদীম লালসা ফুটিয়া উঠিল। হাবশী আগাইয়া আসিয়া আমার তক্তায় উঠিল এবং আমাকে অপকর্মের প্রস্তাব দিল। আমি ঐ পাষণ্ডের প্রস্তাবে অবাক হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার অন্তরে কি আল্লাহ্‌র ভয় বলিতে কিছুই নাই? একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আমরা কি ভয়াবহ মুসীবতে লিপ্ত আছি। এই অকুল দরিয়ায় কি অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ পাক এখনো আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং যে কোন মুহূর্তে আমরা চরম দুর্ঘটনার শিকার হইতে পারি। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানী না হইলে এই মহাবিপদ হইতে আমাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি? অথচ এই কঠিন বিপদের সময়ও তুমি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতে চাহিতেছ?

পাষণ্ড হাবশী আমার কথার জবাবে বলিল, তোমার ঐ সকল কথা রাখ, কোন ছল-চাতুরীই তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার কথায় আমি প্রমাদ গুণিলাম। তখন এই শিশুটি আমার কোলে ঘুমাইতেছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিলে সে কাঁন্না করিতে লাগিল। আমি কাল ক্ষেপনের উদ্দেশ্যে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি ছবুর কর। আমি তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া লই, অতঃপর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে হাবশী অধৈর্য হইয়া বাচ্চাটিকে আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিল, আমি আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিলামঃ হে আল্লাহ্! তুমি মানুষের পশুবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পার। তুমি আমাকে এই পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ফরিয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই হঠাৎ সমুদ্র হইতে এক ভিষণ আকৃতির জন্তু মুখ হা করিয়া ভাসিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাবশীকে গ্রাস করিয়া পুনরায় পানিতে ডুবিয়া গেল। আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরত দ্বারা এইভাবেই আমাকে ঐ পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। অতঃপর সমূদ্র তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমি এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিলাম। দ্বীপটি ছিল শস্য-শ্যামল। আমি সেখানেই আল্লাহ্

পাকের পক্ষ হইতে মুক্তির কোন উপায়ের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে আমার চার দিন কাটিয়া গেল। পঞ্চম দিনে আমি দূর হইতে একটি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি টিলার উপর উঠিয়া কাপড় নাড়িয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। নাবিক আমাকে দেখিতে পাইয়া একটি নৌকা যোগে তিন ব্যক্তিকে দ্বীপে পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিল। জাহাজে উঠিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, আমার সেই নয়নমণি সেখানে বসিয়া আছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া ওঠার পূর্বেই আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমার দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। আমি সকলকে বলিলাম, ইহা আমার আত্মজ, আমার কলিজার টুকরা, আমার নয়নমণি। কিন্তু তাহারা আমার এই আচরণে বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি পাগল, তোমার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। আমি বলিলাম, আমার বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পায় নাই, আর আমি পাগলও নই।

অতঃপর আমি আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলে তাহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি বলিল, বেটী! তুমি বড় আশ্চর্য ঘটনা শোনাইয়াছ। এইবার আমরাও তোমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা শোনাইব। আমরা অনুকূল বাতাসে জাহাজ চলাইয়া সামনে আগাইতেছিলাম। হঠাৎ এক বিশাল জন্তু জাহাজের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই জন্তুটির পিঠের উপর এই শিশুটি বসা ছিল। তখন গায়েব হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, তোমরা যদি এই শিশুটিকে লইয়া না যাও তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা ঐ জন্তুর পিঠ হইতে শিশুটিকে জাহাজে উঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটি পানিতে ডুবিয়া গেল। এখন আমরা এই ঘটনায় এবং তোমার মুখ হইতে শোনা ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া অতীতের নাফরমানী ও পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করিতেছি। ঐ জাত বড় পবিত্র, যিনি স্বীয় বান্দাদিগকে ভালবাসেন এবং বিপদে তাহাদের সাহায্য করেন।

পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা

গ্রন্থকার বলেন, আমি বড় বড় বুজুর্গদের মুখে এই ঘটনা শুনিয়াছি যে, এক বুজুর্গ একদিন এক বেশ্যা মেয়েলোকের সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে বলিলেন, আজ এশার নামাজের পর আমি তোমার ঘরে যাইব। বেশ্যাটি বড় প্রীত হইল। এতবড় বুজুর্গ 'খদ্দের' হইয়া তাহার ঘরে আসিবেন ইহা কল্পনা করিয়া তাহার

খুশীর আর অন্ত নাই। ঘটনা যে শুনিল সে-ই বিস্মিত হইল।

সন্ধ্যার পর মহিলা সাজগোজ করিয়া বুজুর্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি যথা সময় মহিলার ঘরে আগমন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহিলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চলিয়া যাইতেছেন? বুজুর্গ মহিলার প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান পূর্বক বলিলেন, হাঁ! আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং আমি চলিয়া যাইতেছি। বুজুর্গের রূহানী তাওয়াজ্জুহ্ ঐ মহিলার উপর ক্রিয়া করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া স্বীয় উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ ত্যাগ করিল। বুজুর্গ এক ফকীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন এবং ওলীমার আয়োজনের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, ওলীমা হিসাবে শুধু রুটি তৈরী কর, তরকারীর কোন প্রয়োজন নাই।

এদিকে শহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মহিলার নিয়মিত খদ্দের ছিল। তাহাকে কেহ গিয়া খবর দিল যে, তোমার সেই মহিলাটি তওবা করিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক ফকীরের সাথে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর এক্ষণে শুধু শুষ্ক রুটি দ্বারা ওলীমার আয়োজন চলিতেছে। বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া সে বুজুর্গকে অপমান করার উদ্দেশ্যে সংবাদদাতার হাতে দুই বোতল শরাব দিয়া বলিল, শায়েখকে আমার ছালাম দিয়া বলিবে, ঘটনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, বিবাহের ওলীমায় শুধু রুটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সুতরাং আমি দুই বোতল শরাব পাঠাইয়া দিলাম। ইহাকেই যেন তরকারী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শায়েখ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বোতল দুইটি গ্রহণ পূর্বক সংবাদদাতাকে বলিলেন, তুমি বেশ বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছ, এই বলিয়া বোতল দুইটি ভাল করিয়া ঝাকাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া আহার করিতে বসিলেন।

সংবাদদাতা বলেন, শায়েখ যখন বোতল হইতে শরাব ঢালিতে লাগিলেন তখন আমি স্পষ্ট দেখিলাম যে, বোতল হইতে ঘী নির্গত হইতেছে এবং উহার চমৎকার ঘ্রাণে চতুর্দিক মোহিত হইতেছে। বুজুর্গ আমাকেও আহারে শরীক করিলেন। জীবনে কখনো আমি এত সুস্বাদু ঘী দেখি নাই। পরে সে এই ঘটনা ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করিলে সেও বিস্মিত হইল এবং বুজুর্গের দরবারে আসিয়া তওবা করিয়া আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী ত্যাগ করিল।

হযরত হাছান রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, বনী ইস্রাইলে এক অনিন্দ সুন্দরী দুশ্চরিত্রা মহিলা ছিল। সে একশত দীনারের কমে কাহাকেও দেহ দান করিত না। এক আবেদ ঐ মহিলার রূপ-যৌবন দেখিয়া তাহার আশেক হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার নিকট কোন টাকা-পয়সা ছিল না। তাই তিনি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইলেন এবং বহু কষ্ট-ক্লেশে মজদুরী করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিলেন। পরে মহিলার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, তোমার রূপ-যৌবন আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমি তোমার সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে বহু শ্রমের বিনিময়ে একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ মহিলা একটি স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিত। সে উহাতে বসিয়া আবেদকে নিকটে আহবান করিল। আবেদ আহলাদিত হইয়া তাহার সান্নিধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দাঁড়াইবার কথা স্মরণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহিলাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহিলা তাহার পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছি। মহিলা অবাক হইয়া বলিল, আপনিই তো বলিয়াছিলেন, আমার রূপ-যৌবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং আমার সঙ্গলাভের জন্য বহু কষ্ট করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ এক্ষণে আমাকে ভোগ করার সুযোগ পাইবার পর কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? মহিলার প্রশ্নের জবাবে বুজুর্গ বলিলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই পাপের কি জবাব দিব? এই কথা স্মরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। কেয়ামতের কঠিন দিবসে আমাদের সকলকে আল্লাহ্র সামনে হাজির হইয়া যাবতীয় পাপ-পূণ্যের হিসাব দিতে হইবে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে পারি না। ইতিপূর্বে আমার অন্তরে তোমার জন্য যেই ভালবাসা সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে উহা ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আবেদের কথাগুলি মহিলার মনেও ক্রিয়া করিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে আমিও তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করিলাম। আবেদ গৃহ ত্যাগ করিতে চাহিলে মহিলা তাহাকে বিবাহ করার অঙ্গীকার প্রার্থনা করিল। জবাবে আবেদ বলিলেন, নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। অতঃপর তিনি একটি চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শহরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর ঐ দুশ্চরিত্রা মহিলাও বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচার হইতে তওবা করিয়া আবেদের সন্ধানে শহরে গমন করিলেন। মহিলার নাম ছিল মালেকা। আবেদকে কেহ জানাইল, মালেকা আপনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। পরে মালেকার সঙ্গে সাক্ষাত হইলে আবেদ হঠাৎ এক চিৎকার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আবেদের ইন্তেকালে মালেকা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। সত্যিকার অর্থেই তিনি আবেদকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন, আবেদের এক ভ্রাতা জীবিত আছেন। অবশেষে তাহাকেই তিনি বিবাহ করিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাকে সাতটি নেক সন্তান দান করিলেন। কালে তাহারা সকলেই আল্লাহ্র অলী হইয়াছিলেন।

☆

রেজা ইবনে আমর আন্‌নাখ্য়ী বর্ণনা করেন, কুফা নগরীতে এক সুদর্শন আল্লাহ্ওয়ালা যুবক ছিল। সে এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়িয়া একেবারেই দেওয়ানা হইয়া গেল। মেয়েটিও তাহার প্রেমে পাগলপনরা ছিল। যুবক মেয়ের পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে পিতা জানাইল, আমার মেয়ে ইতিপূর্বেই তাহার এক চাচাতো ভাইয়ের বাগদত্তা হইয়া আছে। এদিকে এই প্রেমিক-প্রেমিকা ভালবাসার তীব্র অনলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল। মেয়েটি এক দূত পাঠাইয়া যুবককে জানাইল, প্রিয়! আমার অদর্শনে তোমার হৃদয়ের উপর দিয়া ভালবাসার ঝড়ো-হাওয়া কি তীব্র তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি হয়ত জানিয়াছ, তোমার বিরহ বেদনায় এই অভাগিনী কতটা বে-কারার হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে। তুমি বিনে আমার এই জীবন একবারেই অর্থহীন। এই বিচ্ছেদ, এই বিরহ, প্রেমের এই জ্বালা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিতে চাও, তবে এই মুহূর্তে আমি উহার যাবতীয় আয়োজন করিয়া দিতেছি।

প্রেমিকার প্রস্তাবের জবাবে যুবক দূতের নিকট জানাইয়া দিল, আমি উভয় প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত নই। আমার ভয় হইতেছে, যদি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের অমান্য করা হয় তবে তিনি আমাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন। আমি ভয় করি ঐ আগুনকে যাহার দাহনশক্তি কখনো হ্রাস পায় না এবং যাহার স্ফুলিঙ্গ কখনো নির্বাপিত হয় না।

দূতের মুখে যুবকের বার্তা শুনিয়া মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল, এমন সুদর্শন যুবক এই যুবা বয়সে প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইয়াও আল্লাহ্র বিধান অমান্য করিতেছে না! খোদার কসম! আল্লাহ্র ভয় সকলের অন্তরেই এক প্রকার হওয়া উচিৎ। অতঃপর সে সকল দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া একটি চট দেহে জড়াইয়া আল্লাহ্র দরবারে তওবা করিয়া এবাদতে লিপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ঐ যুবকের পবিত্র চেহারা সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিল না। যুবকের ভালবাসার দহনে তিলে তিলে নিঃশেষ হইয়া অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

প্রেমিকার ইন্তেকালের পর যুবকের দেহ-মন ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে মাঝে মধ্যে তাহার প্রেমিকার কবর জেয়ারত করিত। একদিন সে স্বপ্নে তাহার প্রেমিকাকে ভাল অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়া! তুমি কি অবস্থায় আছ? জবাবে সে নিম্নের আরবী ছন্দটি পাঠ করিল-

نعم المحبة يا حبي محبتنا -

حبا يعود الى خير واحسان

অর্থঃ হে বন্ধু! আমাদের ভালবাসা এমন পবিত্র ছিল যাহা মানুষকে শুধু কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখন কোথায় আছ? জবাবে সে বলিল-

الى نَعِيم وَعيش لَا زوال لهٗ -

فى جنة الخلد ليس بالفانى -

অর্থঃ আমি জান্নাতে খুল্‌দের ঐ আয়েশ ও নেয়ামতে আছি যাহা কখনো বিনাশ হইবার নহে। যুবক বলিল, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই; তুমিও আমাকে স্মরণ রাখিও। এই কথা শুনিয়া মেয়েটি বিচলিত হইয়া বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমিও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিয়াছি, তুমি এবাদত-বন্দেগী করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে থাক- এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে তোমাকে দেখিতে পাইব? সে বলিল, শীঘ্রই তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। ঐ ঘটনার সাতদিন পরই যুবক ইন্তেকাল করিল।

কায়'বুল আহ্বার (রহঃ) বলেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি এক দুশ্চরিত্রা মহিলার সঙ্গলাভের পর গোছল করিবার উদ্দেশ্যে এক নহরে অবতরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, হে আদম সন্তান! তোমার কি লজ্জা-শরম বলিতে কিছুই নাই? তুমি তো তওবা করিয়াছিলে যে, আর কখনো এই অপরাধ করিবে না। এই কথা শুনিয়া সে ভয় পাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিল। অতঃপর সে পথে পথে ঘুরিয়া শুধু বলিতে লাগিল- "আমি সারা জীবন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করিয়াছি।" একদিন সে এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সেখানে ১২ জন মানুষ আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল। এই দৃশ্য দেখিয়া সেও তাহাদের সঙ্গে এবাদতে লিপ্ত হইয়া গেল। কিছু দিন পর সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবেদগণ ঘাস ও চারাগাছের সন্ধানে লোকালয়ের দিকে চলিল। পথে একটি নহর অতিক্রমের সময় সেই লোকটি বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ঐখানে এক বন্ধু আমার বিগত জীবনের অপরাধ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তাহার নিকট গমন করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে।

অবশেষে আবেদগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া নহর অতিক্রম করিতে লাগিল। এই সময় নহর বলিয়া উঠিল, হে আবেদগণ! তোমাদের সঙ্গীটি কোথায়? জবাবে তাহারা জানাইল, সে বলিতেছে এখানে এমন এক বন্ধু আছে, যে তাহার বিগত অপরাধ সম্পর্কে অবগত। তাহার সম্মুখে আসিতে তাহার সঙ্কোচবোধ হইতেছে, এই কারণে সে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। আবেদগণের এই কথা শুনিয়া নহর বলিল, ছোব্হানাল্লাহ! তোমাদের কোন সন্তান বা আপনজন কোন অপরাধ করিবার পর যদি সে তওবা করিয়া পুনরায় সুপথে ফিরিয়া আসে তবে কি তোমরা তাহাকে আর ভালবাসিবে না? তোমাদের সঙ্গীটিও তওবা করিয়া পুনরায় নেক আমল করিতে শুরু করিয়াছে। এখন আমিও তাহাকে ভালবাসি। তোমরা তাহাকে লইয়া আস এবং নহরের প্রান্তে আল্লাহ্র এবাদত করিতে থাক। আবেদগণ ঐ ব্যক্তিকে এই সুসংবাদ দান করিল এবং নহরের প্রান্তে আসিয়া এবাদত করিতে লাগিল। তাহারা দীর্ঘকাল এইখানে এবাদত করিবার পর এক সময় ঐ ব্যক্তি এখানেই ইন্তেকাল করিল। তাহার ইন্তেকালের পর নহর আওয়াজ দিয়া বলিল, হে আবেদগণ! হে আল্লাহ্র বান্দাগণ!! তাহাকে আমার পানি দ্বারা গোসল দিয়া আমার পাশেই দাফন কর, যেন কেয়ামতের দিন আমার অঙ্গন হইতেই তাহার পুনরুত্থান হয়। আবেদগণ নহরের কথামত মৃতের দাফন-কাফন সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আজ রাতে তাহারা কবরের পাশেই শয়ন করিবে এবং সকালে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। কিন্তু সকালে তাহারা ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল, কবরের উপরে ১২টি সাইপ্রাসবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এই বিস্ময়কর ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এখানেই অবস্থান করিতে ইশারা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা সেখানেই এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রহিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিলে তাহাকে ঐ কবরের পাশেই দাফন করা হইত। এইভাবে একে একে সকলেই ইন্তেকাল করিল। বনী ইস্রাইলের লোকেরা সেই কবরস্থান জেয়ারত করিত।

তওবার আগে ও পরে

হযরত মূছা আলাইহিস্সালামের জমানায় বনী ইস্রাইলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা হযরত মূছা (আঃ)-এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

হযরত মূছা আল্লাইহিস্ সালাম বনী ইস্রাইলের সত্তর হাজার মানুষ লইয়া আল্লাহ্র দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমাদের উপর তোমার রহমত ও বৃষ্টি বর্ষণ কর। দুগ্ধপোষ্য শিশু, চতুষ্পদ জন্তু এবং বৃদ্ধ নামাজীদের উছিলায় আমাদের উপর রহম কর। কিন্তু হযরত মূছা (আঃ)-এর দোয়ায় বৃষ্টি তো হইলই না বরং আকাশ পূর্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইয়া সূর্যের আলো আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

হযরত মূছা (আঃ) পুনরায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদিগার! যদি আপনার দরবারে আমার মরতবা হ্রাস পাইয়া থাকে তবে আখেরী জমানার নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় নিবেদন করিতেছি, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাযিল হইলঃ হে মূছা! আমার দরবারে তোমার মরতবা হ্রাস পায় নাই; কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রহিয়াছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ নাফরমানী করিয়া আমার সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছে। তুমি ঘোষণা করিয়া দাও, যেন তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি বাহির হইয়া যায়। তাহার কারণেই আমি বৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। হযরত মূছা (আঃ) আরজ করিলেন, এলাহী! আমি দুর্বল, আমি

কম্‌জোর। আমার দুর্বল কণ্ঠের ঘোষণা সত্তর হাজার মানুষ কিভাবে শ্রবণ করিবে? এশাদ হইলঃ আপনি ঘোষণা দিন, আমি উহা সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিব।

হযরত মূছা আল্লাইহিস্‌সালাম ঘোষণা দিলেন, হে ঐ গোনাহ্‌গার ব্যক্তি! যে চল্লিশ বছর যাবৎ গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছ, তুমি আমাদের সমাবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমার কারণেই বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ)-এর এই ঘোষাণা শুনিয়া গোনাহ্‌গার ব্যক্তিটি চতুর্দিকে নজর দিয়া দেখিল, সমাবেশ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। এক্ষণে সে মনে মনে ভাবিল, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এখন আমি যদি সমাবেশ হইতে বাহির হই তবে সকলের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইবে, এই বিশাল জনতার সম্মুখে আমাকে অপমানিত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে আমি যদি এই সমাবেশস্থল ত্যাগ না করি তবে আমার একার কারণে সকলে বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে কাঁন্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাপড়ে মুখ গুঁজিয়া স্বীয় অপরাধবৃত্তির উপর অনুশোচনায় বিদগ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিল এলাহী! আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তোমার নাফরমানী করিয়াছি, তুমি আমাকে সুযোগ দিয়াছ। এখন আবার আমি আনুগত্য করিতে তোমার দরবারে হাজির হইয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।" তাহার দোয়া শেষ হইবার পূর্বেই কোথা হইতে এক খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইল।হযরত মূছা আলাইহিস্‌সালাম বিস্মিত হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! সমাবেশ হইতে কেহই তো বাহির হয় নাই। তবে এই বর্ষণের রহস্য কি? এরশাদ হইলঃ

হে মূছা! এতদিন যেই ব্যক্তির কারণে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কারণেই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ) পুনরায় আরজ করিলেন, আয় মওলায়ে কারীম! ঐ ব্যক্তিকে আমাকে একবার দেখাও। এরশাদ হইল, মূছা! যখন সে আমার নাফরমানী করিত তখনো আমি তাহাকে আপমান করি নাই; এখন সে আমার ফরমাবরদারী করিতেছে এখন কি করিয়া তাহাকে অপমানিত করিব?

— **সমাপ্ত** —